উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১০ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 24 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 334

সেনসেক্স : ৮০,১১৬.৪৯ (+৫২০.৯০)

নিফটি : ২৪,৩২৮.৯৫ (+১৬১.৭০)

পাশে ট্রাম্প, পুতিন

পহলগামের ঘটনায় ভারত আন্তজাতিক সমর্থন পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও। » ৮

» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৫°	৩৭°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৩°	২২°	২৩°	২১°

জনপ্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর » ৭

ভিন্ন চেহারা দেখল উপত্যকা। মসজিদের মাইক থেকে প্রতিবাদের আহ্বান জানানো হল। ৩৫ বছর পর এই প্রথম বনধে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা রাজ্য। তারমধ্যেই জঙ্গি তৎপরতা ঠেকাতে কুলগামে নতুন করে গুলির লড়াই শুরু করেছে সেনাবাহিনী।

কফিন কান্না কাশ্মীর

জলজ্যান্ত মানুষটা আর নেই

কিশোর চৌধুরী
(পর্যটক, মালদার বাসিন্দা)

সকালে যে লোকটাকে জলজ্যান্ত দেখলাম পরিবার নিয়ে হাসিখুশিভাবে ঘুরতে যাচ্ছেন, সন্ধ্যায় শুনলাম সেই মানুষটা আর নেই। শ্রীনগরে আমরা যে হোটেলটায় উঠেছি, ওঁরা সেখানেই উঠেছিলেন। কিন্তু এমন হবে কে জানত!

পরিবার নিয়ে এসেছি। আমরা মোট ৬ জন রয়েছি। সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল। গতকাল আমরা সোনমার্গে ঘুরতে যাই। আমরা যখন ওখানে ঘুরছিলাম, আনন্দ করছিলাম, তখন যে এমন ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, তা বুঝতেই পারিনি। হোটেলে ফিরেও সব স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছিল। তবে সন্ধ্যা নামতেই আবহাওয়াটা বদলে যেতে থাকে। আশপাশের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়।

হঠাৎ শুনি আমাদের হোটেলেরই একজন নাকি পহলগামে মারা গিয়েছেন। সন্ধ্যায় হোটেলের রিসেপশন থেকে ঘটনার কিছুটা জানতে পারি। যে ভদ্রলোক জঙ্গিদের গুলিতে মারা গিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে অবশ্য আমার পরিচয় ছিল না। এক হোটেলে থাকার সুবাদে দেখেছিলাম মাত্র। গতকাল সকালে ওঁকেই পরিবার নিয়ে বেরোতে দেখেছিলাম। সন্ধ্যায় সব শেষ! ওঁর পরিবারের বাকি সদস্যরা যে অবস্থায় হোটেলে ফিরেছিলেন, তখন কারও সঙ্গে কথা বলার পরিস্থিতি ছিল না। সকলেই একটা ট্রমার মধ্যে ছিলেন। আতঙ্ক ওঁদের সকলকেই গ্রাস করেছিল। আতঙ্কে যেন কান্নাও থেমে গিয়েছিল। ওই পরিবারটার দিকে তাকাতে পারছিলাম না।

আমাদের হোটেলটা ডাল লেক থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে। মালদার বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ভেবেছিলাম, ডাল লেকটা ঘুরব। শিকারায় উঠব। কিন্তু গতকালের ঘটনার পর ঘুরতে যাওয়ার কথা এখন কল্পনাও করতে পারছি না।

আজ পহলগামে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সব বাতিল করে দিয়েছি। ফ্লাইটের টিকিটটা রিশিডিউল করছি। এজেন্ট বলছে, কোনও চার্জটার্জ নেবে না। রিশিডিউল করে দেবে। শুক্রবার যাওয়ার টিকিটটা কনফার্ম হলে ভালো। কী থেকে যে কী হয়ে গেল! এখন দেখি কী হয়!

ঘটনার পর থেকেই এখানকার রাস্তাঘাট শুনসান হয়ে যায়। শ্রীনগরে আজও সব বন্ধ। দোকানপাট সবকিছুই বন্ধ। সকলেই এখন হোটেলবন্দি। এখানে এমনিতেই রাস্তায় প্রচুর নিরাপত্তাবাহিনী থাকে। এখন তো আরও কড়াকড়ি দেখছি।

এরপর দশের পাতায়

নৌসেনা লেফটেন্যান্ট বিনয় নরওয়ালের কফিনবন্দি দেহের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়লেন স্ত্রী। নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে (উপরে)। কলকাতার বাড়িতে দেহ পৌঁছোনোর পর নিহত সমীর গুহর পরিবারের কান্নার রোল।

চিহ্নিত ৪

- হামলার মূল চক্রী লস্করের অন্যতম প্রধান সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি
- হামলাকারী চার জঙ্গির নাম আদিল, আসিফ ফুজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালহা

বুলেটের বদলা

- আটারি- ওয়াঘা সীমান্ত বন্ধ করা হল
- ১৯৬০ সালে হওয়া সিন্ধু জল চুক্তি রদ করা হল
- পাক নাগরিকদের আর কোনও ভিসা দেওয়া হবে না
- ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে দেশ ছাড়তে হবে ভারতে থাকা পাক নাগরিকদের
- ভারত ছাড়তে হবে পাক কূটনীতিকদের
- ভারতে থাকা পাক হাই কমিশন বন্ধ করা হল
- দেশে ফেরানো হচ্ছে পাকিস্তানে থাকা অধিকাংশ ভারতীয় আধিকারিকদের

জবাব দিতে ঘনঘন বৈঠক

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : জঙ্গি হামলায় ২৮ জনের মৃত্যুতে সারা দেশের সঙ্গে উত্তাল কাশ্মীরও। পর্যটকদের গণহত্যার প্রতিবাদে বুধবার কার্যত পুরো কাশ্মীর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। গত ৩৫ বছরে এমন স্বতঃস্ফূর্ত বনধ এই প্রথম কাশ্মীরে। বুধবার সকাল থেকে উপত্যকার সমস্ত মসজিদ থেকে মাইকে সবাইকে রাস্তায় নামার আহ্বান জানানো হয়। ঝাঁপ পড়ে যায় সমস্ত দোকানপাট, হোটেলের। বিক্ষোভ মিছিল চলে দিনভর। প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান ওঠে, 'আমরা ভারতীয়, আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে।' বিক্ষোভকারীদের বলতে শোনা যায়, 'এই ঘটনা আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট করে দিয়েছে।'

হামলার ২৪ ঘণ্টা পরে জঙ্গিদের একটি দলের সন্ধান পেয়েছে ভারতীয় সেনা। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা তাংমার্গ এলাকায় বুধবার বিকেল থেকে সেই দলের সঙ্গে সেনার গুলির লড়াই শুরু হয়েছে। সেনা সূত্রের খবর, জঙ্গিদের একটি দলকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ) নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে এসে মঙ্গলবার হত্যালীলা চালিয়েছিল।

হত্যালীলার দ্রুত জবাব দেওয়া হবে বলে বুধবার নতুন করে হুংকার দিয়েছে নয়াদিল্লি। সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে জরুরি বৈঠকে বসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি (সিসিএস)। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বুধবার সকালে সৌদি আরব থেকে নয়াদিল্লিতে ফিরেই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। আলোচনা করেন বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের সঙ্গে।

রাজনাথ আলাদা করে ডোভালের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে ছিলেন বায়ুসেনার এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং সহ অন্য আধিকারিকরা। বৈঠকের পর রাজনাথ এক বিবৃতিতে জানান, শুধু হত্যাকারীদের নয়, পিছন থেকে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, তাদেরও জবাব দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, 'আমি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করবে। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা শীঘ্র জোরালো এবং স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে।'

অমিত শা বুধবার বিকেলে কাশ্মীর থেকে ফেরার আগে পহলগামে ঘটনাস্থল ঘুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এসেছেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দেন, এই নৃশংস হামলার দোষীরা কেউ রেহাই পাবে না।

এরপর দশের পাতায়

পাকিস্তানকে 'পঞ্চবাণ' ভারতের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : জম্মু-কাশ্মীরের পাহেলগামে নিরাপত্তাবাহিনীর উপরে নৃশংস জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে ভারত সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাধিক কূটনৈতিক পদক্ষেপ ঘোষণা করল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে তাঁর বাসভবনে চলা আড়াই ঘন্টার ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকের পর, বিদেশ সচিব বিনয় মিশ্রী জানালেন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারত কোনওরকম আপস না করে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। পহেলগাম হামলার ঘটনায় আগামীকাল সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন রাজনাথ সিং। কেন্দ্রের কাছে কংগ্রেস সভাপতিও সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আর্জি জানিয়েছিলেন।

নয়া দিল্লির পক্ষ থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, ১৯৬০ সালে স্বাক্ষরিত ভারত-পাকিস্তান সিন্ধু জলচুক্তি আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ভারত এখন থেকে এই চুক্তির কোনও ধারা মানতে বাধ্য নয় এবং নিজেদের এর থেকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দিয়েছে।

ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত ওয়াঘা-অটারি বর্ডার অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সার্ক ভিসার আওতায় ভারতে অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি নাগরিকের ভিসা বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের আগামী ১ মে'র মধ্যে ভারত ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তান হাই কমিশনের তিনজন সামরিক আধিকারিককে "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি" ঘোষণা করে দেশে ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে ইসলামাবাদে নিযুক্ত তিনজন ভারতীয় সামরিক আধিকারিক, তাঁদের পাঁচজন সহায়ক কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদেরও দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

পাকিস্তান হাই কমিশনের কর্মীসংখ্যা ৫৫ থেকে ৩০-এ নামিয়ে আনা হয়েছে। ইসলামাবাদে ভারতীয় হাই কমিশনেরও কর্মীসংখ্যা ৩০-এ সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

এরপর দশের পাতায়

শ্রীনগরের রাস্তায় আতঙ্কের পরিবেশ

কাশ্মীরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

বিশ্বজিৎ সাহা

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : বুধবার ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৮টা। অন্যান্য দিন এসময় ভূস্বর্গের রাজধানী শ্রীনগরের সমস্ত দোকানপাট খুলে যায়। পর্যটকরা সকাল থেকে ভিড় করেন। কিন্তু এদিনের সেই চেনা চিত্রটাই বদলে গিয়েছে গোটা উপত্যকাজুড়ে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। প্রশস্ত রাস্তাগুলিও খাঁখাঁ করছে। বিগত দু'দশকে বনধের এমন চিত্র দেখেননি উপত্যকাবাসী।

মঙ্গলবার জঙ্গি হামলায় ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনায় এদিন শ্রীনগর সহ গোটা জম্মু-কাশ্মীরে স্বতঃস্ফূর্ত বনধ পালিত হয়। জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, ট্রান্সপোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেড ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন সংগঠন ওই বনধের ডাক দিয়েছে। গুলমার্গ থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত গোটা রাস্তা ঘুরে দেখা গেল ওষুধের দোকান এবং খাবারের দোকান ছাড়া খোলা নেই কিছুই। তবে রাস্তায় চোখে পড়েছে শ্রীনগরগামী পর্যটকবোঝাই বেশ কিছু যানবাহন এবং সেনা, আধাসেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের টহলদারি গাড়ি। প্রশিক্ষিত কুকুরের ঘোরাঘুরি। সবমিলিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ।

শ্রীনগরের রাস্তায় চলছে ক্রিকেট।

পুলওয়ামা কাণ্ডের পর ভূস্বর্গ কাশ্মীর যখন ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে সেই সময় পহলগামের ঘটনায় ফের ছন্দপতন যেন মেনেই নিতে পারছেন না উপত্যকার সাধারণ মানুষ। গুলমার্গ এবং শ্রীনগরের মাঝে অন্যতম হিল স্টেশন তানমার্গ। সকাল ন'টায় হোটেলে ফিরে আসা পর্যটকদের আশ্বস্ত করার ফাঁকে হোটেলের ম্যানেজার ইমতিয়াজ শেখ বলছিলেন, 'এই ঘটনার কোনও জবাব নেই আমাদের কাছে। মৃতদের পরিবারের সঙ্গে গোটা উপত্যকার মানুষ শোকস্তব্ধ। আমরা কোনও কিছু বলার ভাষা হারিয়েছি।'

তিন পুরুষ ধরে শ্রীনগরের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী বলবীর সিং মেহেতা। এদিন আদালত বন্ধ থাকলেও স্পেশাল কোর্ট থাকায় সকাল সাড়ে ১০টায় আদালতে যাওয়ার পথে বলবীর বলছিলেন, 'কেন এই ঘটনা ঘটল তার দ্রুত তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। শান্ত উপত্যকা কোনওমতেই আর অশান্ত হতে দেওয়া উচিত নয় প্রশাসনের।'

এরপর দশের পাতায়

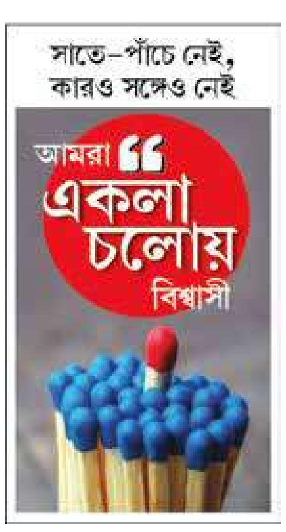

বিতর্কিত দুই ভূমি আধিকারিক বদলি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রাজ্যজুড়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। এই রদবদলে একযোগে বদলি করা হল রাজগঞ্জ ও মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের। জমি দুর্নীতিতে বারবার নাম জড়িয়েছে এই দুই ব্লকের। প্রশাসন ও শাসক তৃণমূল বিষয়টিকে রুটিন বদলি হিসেবে চালাতে চাইলেও তা মানতে নারাজ বিরোধীরা। ফলে একসঙ্গে এতজন আধিকারিকের বদলির ঘটনায় উত্তাপ ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্য রাজনীতিতে।

গত ২১ এপ্রিল নবান্ন থেকে বদলি সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা জারি হয়। সেই নির্দেশিকায় রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই আধিকারিকদের বিভিন্ন জায়গায় বদলি করা হয়। দপ্তরের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'প্রতি দুই-আড়াই বছর অন্তর এমনটা হয়েই থাকে।' নির্ধারিত সময়ের আগেই ওই নির্দেশিকায় রাজগঞ্জ বা মাটিগাড়ার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের বদলি কেন?

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় বছর দেড়েক আগে রাজগঞ্জ ব্লকে বিএলআরও পদে দায়িত্ব নেন সুখেন রায়। মাত্র কয়েকমাস আগে মাটিগাড়াতে বিএলআরও পদে যোগ দেন ক্লেমেন্ট ক্রিসথোপ ভুটিয়া। শিলিগুড়ি সংলগ্ন এই দুই ব্লকে জমি দুর্নীতি নিয়ে প্রচুর অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন সময়। খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার

এরপর দশের পাতায়

যোগ্য তালিকা জেলায়, তবুও ধর্না এসএসসিতে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ১৫,৪০৩ জন যোগ্য শিক্ষকের তালিকা পৌঁছাল জেলায় জেলায়। শিক্ষা দপ্তরের জেলা পরিদর্শকদের কাছে ওই তালিকা বুধবার পাঠিয়ে দিয়েছে বিকাশ ভবন। তবে তাতে আন্দোলন শেষ হয়নি। কলকাতায় স্কুল সার্ভিস কমিশনের দপ্তরের সামনে তৃতীয় দিনেও অবস্থান চলছে শিক্ষকদের। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরির শর্তে অধিকাংশ শিক্ষক কাজে যোগ দিতে নারাজ।

ঘেরাওমুক্ত এসএসসি চেয়ারম্যান, ঝাঁঝ কমল আন্দোলনের

যদিও অবস্থানে গত দু'দিনের ঝাঁঝ আর ছিল না বুধবার। ভিড় কমেছে। আন্দোলনকারীদের অনেকে বাড়ি ফিরেছেন, কেউ কেউ স্কুলে যোগ দিতে চাইছেন। যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের নেতা মেহবুব মণ্ডলের গলায় হতাশা, 'এভাবে আন্দোলন করে লাভ হবে না। আজ মাত্র একশোজনের কাছাকাছি শিক্ষক অবস্থানে আছেন।'

নিজেকেই যেন প্রশ্ন করছেন মেহবুব, 'লোকবল না হলে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আমাদের কথা মানবেন কেন?' ধাক্কা আরও লেগেছে তালিকা দেখে। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সবার নাম নেই শিক্ষা দপ্তরের তালিকায়। যেমন আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিন্ময় মণ্ডলের নাম ওই তালিকায় নেই। তাঁর স্কুলে তাঁর সম্পর্কে কোনও খবরই পৌঁছায়নি। শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া তালিকা ধরে স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা বুধবারই যোগ্য শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলে যাওয়ার বার্তা পাঠিয়েছেন।

স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদারও আর ঘেরাও হয়ে নেই। চারটি শর্ত দিয়ে তাঁকে ঘেরাও হয়ে থাকার ৪৮ ঘণ্টা পর বুধবার সকালে কমিশনের দপ্তর থেকে যেতে দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বলা ভালো, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট তাঁকে সশরীরে তলব করায় যেতে দিতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

হিন্দি স্কুলে বৈশাখীমেলায় 'না' মেয়রের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শিলিগুড়ির হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে বৈশাখীমেলার অনুমতি বাতিল করার জন্য পুলিশকে বললেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের থেকেও যাতে কোনও অনুমতি না দেওয়া হয়, সেই প্রসঙ্গে পুর আধিকারিকদের বার্তা দিয়েছেন মেয়র। তবে হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে বৈশাখীমেলার অনুমতি না মিললেও মহানন্দার চরে মেলা হচ্ছে বলেই খবর।

হিন্দি হাইস্কুলের মাঠের মেলা বন্ধ করতে শাসকদলের এক যুব নেতা এবং তাঁর অনুগামীরা সক্রিয় হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিতর্কিত ওই যুব নেতার কিছু অনুগামী নিজেদের হিন্দি হাইস্কুলের প্রাক্তনী পরিচয় দিয়ে এলাকায় বিক্ষোভ সংগঠিত করছেন বলেও খবর। যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় যানজট হতে পারে। দূষণ হতে পারে। ওটা মেলার জন্য উপযুক্ত জায়গা নয়। তাই অনুমতি বাতিল করে দিতে পুলিশ কমিশনারকে বলেছি।'

শিলিগুড়িতে দুটি বৈশাখীমেলা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। হিন্দি হাইস্কুলে যে মেলাটি হওয়ার কথা ছিল, সেই মেলা বেশ কয়েকবার শিলিগুড়িতে হয়েছে। কিন্তু এবার মহানন্দার ধারে যে বৈশাখীমেলা করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সেটি নতুন। অভিযোগ, তৃণমূল ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদার ওই মেলার কাজের বরাত নিয়েছেন। পাশাপাশি শাসকদলের একাধিক নেতা ওই মেলার জন্য পুরনিগমে দরবার করেছিলেন। সেই তালিকায় এক যুব নেতাও আছেন। হিন্দি হাইস্কুলের মাঠের মেলা যাতে না হয়, সেজন্য অনুগামীদের দিয়ে এলাকায় বিক্ষোভ সংগঠিত করাচ্ছেন বলে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ওই যুব নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে।

এবার হিন্দি হাইস্কুলে যে মেলার আয়োজন করার কথা ছিল, তা এর আগে এয়ারভিউ মোড় হয়েছে। পরবর্তীকালে সেই মেলা জলপাই মোড়েও হয়েছে। সেসময়ে জাতীয় সড়কের ধারে মেলা হওয়ায় যানজট যেমন হত, তেমনই দুর্ঘটনার আশঙ্কাও থাকত। মেলা সামলাতে পুলিশকে বাড়তি ট্রাফিককর্মী মোতায়েন করতে হত। তাই এবার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে মেলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরপর দশের পাতায়

হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে বৈশাখীমেলার জন্য তৈরি হয়েছে প্যান্ডেল। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

তোর্ষা একটি জীবনের নাম

ব-এ বিনোদন

অনিমেষ দত্ত ও গৌরহরি দাস

তোর্ষা একটি নদীর নাম ছবির দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ২৩ এপ্রিল : সদ্য কোচবিহারে বসবাস শুরু করে একটি উচ্চবিত্ত পরিবার। পরিবারে একমাত্র মেয়ে তোর্ষা। বাবা কোচবিহারের জেলা শাসক। তোর্ষাকে নামী বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করানো হলেও মেয়ের পড়াশোনায় কিছুতেই মন বসে না। সে মানতে চায় না কোনও অনুশাসন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসতে চায়। পাখি হয়ে তোর্ষা নদীর চরে উড়ে বেড়াতে চায়। কিন্তু বাদ সাধে তার উচ্চবিত্ত পরিচিতি। জেলেবস্তির সমবয়সিদের সঙ্গে মিশতে দিতে চান না বাবা-মা। তবে মেয়েও নাছোড়বান্দা। সে-ও বস্তির ছেলেমেয়ের মতো চায়ে রুটি ডুবিয়ে খেতে চায়।

তোর্ষার জীবনটা খরস্রোতা তোর্ষার মতোই চার দেওয়ালে সীমাবদ্ধ থাকে না আর। বয়ে যায়। আর এই দুই তোর্ষার এক হয়ে যাওয়ার গল্পই ক্যামেরায় তুলে ধরেছেন পরিচালক কৃষ্ণেন্দু ষান্নিগ্রাহী। তোর্ষাপাড়ের জনজীবনের রোজনামচার গল্প এই প্রথমবার উঠে এসেছে তাঁর 'তোর্ষা একটি নদীর নাম' ছবিতে। ইতিমধ্যেই প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, নয়াদিল্লি সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ফিল্ম ফেস্টিভালে জায়গা করে নিয়েছে সিনেমাটি।

উত্তরবঙ্গের নদী বলতেই প্রথমে তিস্তার কথা মাথায় আসে। তারপর আসে তোর্ষার নাম। সাহিত্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস, সিনেমায় বারবার তিস্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। তোর্ষা যেন খানিকটা উপেক্ষিত। এই ভাবনা থেকেই কি ছবির চিত্রনাট্যটি কোচবিহারে তোর্ষার পাড়ে এনে ফেলেছেন? একবাক্যে তাতে সায় দিয়েছেন ছবির প্রযোজক নির্মাল্য ঘোষ। তাঁর কথায়, 'তিস্তা-তোর্ষা দুই বোন হলে ছোট বোন কিছুটা দুঃখী বটে। তাই আমরা তোর্ষাকে বেছে নিই।'

> অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের সবার গুরু। আমাদের গল্পটা এক বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি। তোর্ষা কোনও শ্রেণিবিভাজন মানতে চায় না। ধর্ম, জাতপাতের শিকল ভেঙে সে নিজেই খরস্রোতা তোর্ষা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই নামটা ছবির জন্য সঠিক অর্থ বহন করবে।
>
> **-কৃষ্ণেন্দু ষান্নিগ্রাহী**
> পরিচালক

২০২৩ সালে ছবিটি তৈরির ভাবনাচিন্তা শুরু করেন নির্মাল্য এবং তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী দীপান্বিতা ঘোষ। তারপর গুটিগুটি পায়ে গতবছর ডিসেম্বরে শেষ হয় শুটিং। আগে বেশ কয়েকটি বাংলা ধারাবাহিকে অভিনয় করলেও এটাই দীপান্বিতার প্রথম ছবি। তোর্ষা মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি।

ছবির নাম থেকে মনে পড়ে যায় অদ্বৈত মল্লবর্মনের বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। পরে ঋত্বিক ঘটক এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন করেন। 'তোর্ষা একটি নদীর নাম,' এহেন নামকরণের পিছনে কি মল্লবর্মনের উপন্যাস অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল? পরিচালক কৃষ্ণেন্দুর ব্যাখ্যা, 'অদ্বৈত মল্লবর্মনের কালজয়ী উপন্যাস সম্পর্কে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর ঋত্বিক ঘটক আমাদের সবার গুরু। আমাদের গল্পটা এক বাচ্চা মেয়েকে কেন্দ্র করে। তার চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখাতে চেয়েছি। তোর্ষা কোনও শ্রেণিবিভাজন মানতে চায় না। ধর্ম, জাতপাতের শিকল ভেঙে সে নিজেই খরস্রোতা তোর্ষা হয়ে ওঠে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই নামটা ছবির জন্য সঠিক অর্থ বহন করবে।'

ছবিতে কলকাতার পাশাপাশি কোচবিহারের থিয়েটার জগতের কলাকুশলীরাও অভিনয় করেছেন। বড় অংশের শুটিং হয়েছে হরিণচওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ লাগোয়া তোর্ষা এলাকায়। কাকতালীয়ভাবে ছবির গল্পের সঙ্গে বাস্তবের একটা মিল রয়েছে। রিলে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয় জেলেবস্তির বাসিন্দাদের। বস্তি উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় পাঁচ শিশু। বুলডোজারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে স্বয়ং তোর্ষা। বাস্তবে তোর্ষাপাড়ের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের পরিকল্পনা চলছে।

সিনেমার গল্প লিখেছেন পুলককুমার দাস। সংগীত পরিচালনা করেছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর কণ্ঠে তোর্ষা নদীকে কেন্দ্র করে একটি গানও রয়েছে ছবিতে। একটি গান গেয়েছেন রূপম ইসলাম। আসন্ন গরমের ছুটিতে বাংলার সিনেমা হলগুলিতে মুক্তির অপেক্ষায় 'তোর্ষা একটি নদীর নাম।'

খাবার জোগানে নতুন ভরসা বেত-নলখাগড়া

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : ডুয়ার্সের বনাঞ্চল থেকে বেত-নলখাগড়ার মতো গাছ এবং সবুজ তৃণভূমি ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে তৃণভোজীদের খাদ্যসংকট দেখা দিচ্ছে। গত কয়েকবছর ধরে নানা মহল থেকে এমনই আশঙ্কার কথা উঠে আসছে। তাই বেত-নলখাগড়ার চাষ জঙ্গল এলাকায় বাড়ানোর কাজ শুরু করল জলপাইগুড়ি বনবিভাগ।

দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জে বেত গাছ পাইলট প্রকল্প হিসেবে রোপণ করে সাফল্য মেলায় এবার নাথুয়া ফরেস্টেও বেত গাছ রোপণের পরিকল্পনা নিয়েছে জলপাইগুড়ি বনবিভাগ। বেতের পরে নলখাগড়ার চাষ বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বনবিভাগ। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি জানান, বেত গাছ হাতি, হরিণ, বাইসনের প্রিয় খাবার। কিন্তু সেই গাছ আজ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। তাই বীরপাড়ার দলগাঁও ফরেস্ট রেঞ্জে ২ হেক্টর জমিতে ৩ হাজার ৬০০টি বেত গাছের চারা ২০২২ সালে পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে রোপণ করা হয়েছিল। এক বছরে তা থেকে বীজ তৈরি করে নাথুয়া রেঞ্জেও বেতের চারা রোপণ করা হচ্ছে। জলপাইগুড়ি বনবিভাগের সমস্ত রেঞ্জ ও বিটের আওতায় থাকা জঙ্গল এলাকায় বেত গাছ রোপণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এতে তৃণভোজীদের পর্যাপ্ত খাদ্যের জোগান হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

দলগাঁও ফরেস্ট এলাকায় এভাবেই বেত গাছ লাগাচ্ছে বনবিভাগ।

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাবের সম্পাদক ডঃ রাজা রাউত বলেন, 'বেত ও নলখাগড়া তৃণভোজীর প্রিয় খাদ্য। কিন্তু জঙ্গলে বিভিন্ন সময়ে বন্যপ্রাণীর শুমারিতে গিয়ে দেখা যায়, সেসব গাছ প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছে। বন দপ্তর সঠিক উদ্যোগ নিয়েছে।' একই বক্তব্য পরিবেশকর্মী শ্যামাপ্রসাদ পান্ডেরও।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে বেত ও নলখাগড়া। বাঁশ, বেতের মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলিই গ্রামীণ হস্তশিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অন্যদিকে, নলখাগড়া সরস্বতীপুজো সহ নানা প্রয়োজনে দরকার পড়ে। এক দশক আগেও ডুয়ার্সের জঙ্গলে প্রচুর বেত ও নলখাগড়ার গাছ দেখা যেত। হাতি সহ অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীর প্রিয় খাদ্য ছিল গাছ দুটির কচি পাতা। কিন্তু বর্তমানে বেত গাছ ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে বললেই চলে। লোকসংস্কৃতির গবেষক দিলীপ বর্মা বলেন, 'বেতের কদর আছে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরিতে। বাঁশ থাকলেও বেত গাছ লোপ পেয়েছে। পুনরায় ফিরিয়ে আনার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়।'

অ্যাফিডেভিট

I, Angmu Bhutia, D/o Dawa Bhutia, resident of Darjeeling, West Bengal, state that in my CBSE Class 10 Certificate (2022), my name appears as Angmu. An affidavit dated 11.06.2024 before the Executive Magistrate, Darjeeling, declares that Angmu and Angmu Bhutia are the same person. (C/116204)

•

আমার প্যান কার্ড নং FDEPB5550C, আধার কার্ড নং 343350748290 নাম ভুল ছাপা হয়েছে। আমার আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং রেশন কার্ড নং SPHH 1220283978 জন্মের তারিখ ভুল ছাপা হয়েছে। আমার ঠিকানাও পরিবর্তিত হয়েছে। সে কারণে গত 22.4.25, 2nd Court (S)। কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Mampi Barman এবং Mapmpi Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার জন্মের তারিখ 01-01-1990 এর পরিবর্তে 12.01.1994 হলো। আমার পরিবর্তিত বর্তমান ঠিকানা-Shyam Nagar, New Sanganer road,P.S. Shyam Nagar, Jaipur, State : Rajasthan, Pin-302019-এর পরিবর্তে -Vill, Paschim Chakiarcharra, P.O. Nishiganj, P.S. Mathabhanga, Dist. Coochbehar, W.B., Pin-736157 হলো। স্বামীর নাম : Kanteshwar Barman. (C/114697)

কর্মখালি

Wanted staff for book shop/ tea shop near NBU, Girl with proficiency in English preferred. M : 8372059506. (M/M)

•

শিলিগুড়ি সেবক রোডে শপিংমলের জন্য 4 জন সিকিউরিটি গার্ড চাই, দিনে (২), রাতে (২)। বেতন হাতে 10,800/-, 9933119446. (C/116201)

•

শিলিগুড়িতে বই দোকানের জন্য Tally জানা পুরুষ কর্মচারী প্রয়োজন। বই এর দোকানে কাজ জানা লোক অগ্রগণ্য। M: 94342-22599 (C/116206)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M : 8653198671. (C/116200)

চিকিৎসা

আপনি কি পেট ও লিভারজনিত জটিলতায় ভুগছেন? কিংবা অস্থি ও স্পাইন-এর সমস্যা আছে? সমাধানের জন্য যোগাযোগ করুন চেন্নাই-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে - ডাঃ সুমন্ত শ্রীবৎসন সি, গ্যাস্ট্রো-লিভার সার্জারি বিশেষজ্ঞ এবং ডাঃ দিলীপ চন্দ্র রাজা এস. কনসালটেন্ট স্পাইন ও সিনিয়ার অস্থি সার্জন। উপস্থিত থাকবেন - ২৬ এপ্রিল (শনিবার), সকাল ৯টা-দুপুর ২টা পর্যন্ত, বোধিস পলিক্লিনিকে, বিধান রোড, শিলিগুড়ি (হোটেল ডলি ইন-এর পাশে), ফোন : 96146-55466 / 94740-90952.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯১৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৬৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৬৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

VACANCY

Dr. P. K. Saha Hospital, Cooch Behar

Position : Technician-Operation Theatre
Qualification : Degree/Diploma in Operation Theatre Technology
Experience : At least 1 to 3 years

Position : Cleaner-Housekeeping
দায়িত্বসমূহ :
পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্তকরণ : সমস্ত হাসপাতালের এলাকা মান অনুযায়ী পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করা
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : চিকিৎসা ও সাধারণ বর্জ্য প্রোটোকল অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা
উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ : পরিষ্কার উপকরণ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা
সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ : সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা
রিপোর্টিং কর্তৃপক্ষ : রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা বা বিপদ হলে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা
রোগীর সাথে কথোপকথন : রোগী ও কর্মীদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণভাবে কথোপকথন করা
নিয়ম মেনে চলা : সমস্ত হাসপাতালের নীতি ও নিয়মাবলি মেনে চলা

Interested candidates are invited to submit their applications by email to recruitment@drpksahahosp.in or contact us at 7797676888

Government of West Bengal

Tenders are invited by the undersigned vide e-NIT No: 1542/KMD/2024-25; Dated : 22-04-2025 of the Block Development Officer, Kushmandi Dev. Block, Kushmandi, D/Dinajpur. For details in http://wbtenders.gov.in or in this Office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Kushmandi, D/Dinajpur

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন : ৯৬৭৮০৭২০৮৭

বিজ্ঞপ্তি

আমার ঠাকুরমা মৃত বঙ্কিম চন্দ্র নন্দি, পিতা মৃত চিন্তাহরণ নন্দি, সাকিন মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়ি, নিম্ন তপশীলভুক্ত জমি যাহা ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উভয়ের সাল 1959 মূলে খরিদ করে এবং তিনি তার জীবনকালে কোনও জমি বিক্রি করে নাই। কিছু অসাধু ব্যক্তি একটি দলিল ও আমমোক্তারনামা দ্বারা সেই জমি বিক্রি করেন। উক্ত দলিল ও আমমোক্তারনামাতে পিঠদলিল এ ৫২৬ ও ১৮১৮ নং দলিল উল্লেখ নাই। তারাই উক্ত জমির মূল খতিয়ানের উত্তরাধিকার থেকেও দলিল মূলে সেই জমি বিক্রি করে। যদি কোনও ব্যক্তি নিম্ন তপশিলভুক্ত জমি ক্রয় করেন তবে তাহা নিজ দায়িত্বে করবেন। তপশিল- মৌজা বিন্নাগুড়ি শিট নং ১১, মোট জমি ১০ একর, দাগ নং ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪ ও ৫৮৫, খতিয়ান নং ৪৮৩/১ ও ৪৮৩/২, জেলা জলপাইগুড়ি।

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পে' এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

নিউ আলিপুরদুয়ার এবং দিনহাটা স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম ঠিকা। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ফ্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অঞ্চল ক্যাটালগ সংখ্যা. পাণ্ডু-১৩

প্রাইভিট সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিএইচএইচ-টিওআই-১১-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	দিনহাটার প্ল্যাটফর্ম নং. ১ এ পে এণ্ড ইউজ টয়লেট
এএ/২	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএফকিউ-টিওআই-৫৩-২৪-১ (পে এণ্ড ইউজ - টয়লেট)	নিউ আলিপুরদুয়ারে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালন
এবি/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনএমজেড-ডব্লিউআরএল-৪৫-২২-১ (পে এণ্ড ইউজ-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটায়ারিং/ক্লোক রুমস)	নিউ মাল জংশনের ক্লোক রুমে মানব নিযুক্তি এবং পরিচালন

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১০.০০ ঘণ্টায়। নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-০৪-২০২৫ তারিখে ১০.৫০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মোডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কোচগুলির মেকানাইজড পরিষ্কারকরণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : জিইএম/২০২৫/বি/৬১৫৪৯৭২; তারিখ : ২১-০৪-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : ৪ (চার) বছরের জন্য ক্লিন ট্রেন স্টেশন (সিটিএস) প্রকল্পের অধীনে হল্টের সময় কাটিহার প্ল্যাটফর্মে থ্রু পাসিং ট্রেনগুলির কোচের মেকানাইজড পরিষ্কারকরণ। টেন্ডার মূল্য : ১৭,৮৭,৪৮,৫২৬.৮০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১০,৪৩,৭৫০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৪:০০ টায় এবং খোলা ১২-০৫-২০২৫ তারিখে ১৪:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য এবং টেন্ডার নথি http://www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

e-Tender Notice

The Undersigned is inviting Sealed Tender from Experienced & Resourceful bidders for 56 Nos work Nit No-01,02 & 03/2025-26 Ref Memo No 215,216 & 217/AGP Dated 17/04/2025 Out of Fund: 2-ND Installment of 15-th CFC TIED & UN TIED, PBG-IBRD, PBG-SFC. Details Office Notice Board. For details visit www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Araidanga Gram Panchayet
Ratua-II, Panchayat Samity
Pukhuria, Malda

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

নিম্নলিখিত বিবরণ অনুযায়ী জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে মে'/২০২৫-এর জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্য ই-নিলাম সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে:

ক্র. নং.	মাস/সাল	নিলামের নির্ধারিত সংখ্যা	নিলাম শুরুর তারিখ/সময়
১	মে/২০২৫	জিএসডিপিএন০২৫এন২৬০৪	০৭/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
২		জিএসডিপিএন০২৫এন২৬০৫	১৪/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
৩		জিএসডিপিএন০২৫এন২৬০৬	২১/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০
৪		জিএসডিপিএন০২৫এন২৬০৭	২৮/০৫/২০২৫/ ১১:০০:০০

ই-নিলামে পঞ্জিয়ন, প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহী বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের (www.ireps.gov.in) মাধ্যমে বিড জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডিওয়াই. সিএমএম/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ইউপিএসসিতে সাফল্য অ্যাপটি প্লাসের

নিউজ ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অ্যাপটি প্লাস অ্যাকাডেমির ষাটজনের বেশি পড়ুয়া তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা এআইআর ৮, এআইআর ৩৪, এআইআর ৪৮, এআইআর ৪৫২ এবং এআইআর ৭৮৯ পেয়েছে। সফল প্রার্থীদের মধ্যে কলকাতার সাতজন রয়েছেন। পূর্ব ভারতের সবচেয়ে পুরোনো সিভিল সার্ভিস কোচিং প্রতিষ্ঠান হল অ্যাপটি প্লাস অ্যাকাডেমি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশিষ্ট শিক্ষকদের কলকাতায় এনে ক্লাস পরিচালনা করানো হচ্ছে। ২০২৩ সালে ইউপিএসসি-র পরীক্ষাতেও ওই অ্যাকাডেমির ৮০ জনের বেশি পড়ুয়া সফল হয়েছিলেন। এছাড়া, ওই বছরের রাজ্য পিএসসি পরীক্ষায় প্রায় পাঁচশো প্রার্থী সফল হয়েছিলেন।

গ্রেপ্তার

ফালাকাটা, ২৩ এপ্রিল : প্রথমে কুপ্রস্তাব দেওয়া হয়। তাতে রাজি না হওয়ায় এক তরুণীর আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে গ্রেপ্তার হল এক তরুণ। নাম অরূপ বিশ্বাস (২৬)। তার বাড়ি ফালাকাটা থানার ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'তরুণীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাতদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

JOB
সাব-এডিটর
নিউজ ইন্টার্ন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের শিলিগুড়ি অফিসের নিউজ পোর্টাল ডেস্কের জন্য উপরে উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। সাব-এডিটর পদে অভিজ্ঞতা আবশ্যিক, শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা হতে হবে। গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা নিয়ে যাঁরা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা করেছেন/করছেন, তাঁরা ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

যোগ্য প্রার্থীরা ২৭ এপ্রিলের মধ্যে বায়োডেটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন।

ubs.torchbearer@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

আজ টিভিতে

দুগ্গামণিকে গায়ত্রীর বিষয়ে প্রশ্ন করে কঠিন সত্যের মুখোমুখি প্রকাশ। এদিকে আশ্রমে গায়ত্রীর পিছু নিয়ে হাজির নীলাভ।
দুগ্গামণি ও বাঘমামা রাত ৯.৩০ **জি বাংলা।**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ গরীবের সম্মান, ১০.০০ রাজাবাবু, দুপুর ১.০০ আই লভ ইউ, বিকেল ৪.১৫ টোটাল দাদাগিরি, সন্ধ্যা ৭.১৫ বিদ্রোহ, রাত ১০.১৫ লভ ম্যারেজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ বৌমার বনবাস, দুপুর ২.৩০ মানুষ কেন বেইমান, বিকেল ৫.০০ আসল নকল, রাত ১০.০০ বউরাণী, ১.০০ লকডাউন
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ স্বামীর ঘর, বিকেল ৪.৩০ অমানুষ, সন্ধ্যা ৭.৩৫ হার জিত, রাত ১০.২০ ওয়ান
কালার্স বাংলা : বিকেল ৩.০০ গ্যাঁড়াকল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাজা রামমোহন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মায়াবী রাত
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৪৯ আরআরআর, বিকেল ৩.৩৩ বিজনেসম্যান-টু, সন্ধ্যা ৬.২৭ তুম্বাড়, রাত ৮.৩০ স্কন্দ, ১১.৫২ রাজা সাহেব কা কমরা
অ্যান্ড পিকচার্স এইচডি : সকাল ১০.৫৯ নাচ লাকি নাচ, দুপুর ১.৩০ স্পাইডার, বিকেল ৪.১১ আ অব লওট চলে, সন্ধ্যা ৭.৩০ শাদি মে জরুর আনা, রাত ১০.০৫ ভৈরবাকোনা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১৩ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৩৩ মিশন মজনু, বিকেল ৩.৪৬ ডন-টু, ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ কেদারনাথ, ১০.৫৮ মর্দ কো দর্দ নহি হোতা
মুভিজ নাউ : সকাল ১০.২০ রকি, দুপুর ১২.১৫ দ্য হবিট : অ্যান আনএক্সপেক্টেড জার্নি, ২.৫৫ এক্স মেন : ফার্স্ট ক্লাস, বিকেল ৫.০৫ স্পিসিজ, সন্ধ্যা ৬.৪০ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নট এনাফ, রাত ৮.৪৫ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, ১০.২০ শাটার, ১১.৪০ আওয়ার্স

ডন-টু বিকেল ৩.৪৬
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

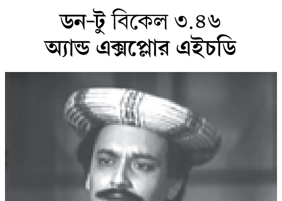
রাজা রামমোহন
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন
বিকেল ৫.৪৮ রমেডি নাউ

ডেডলিয়েস্ট স্নেকস অফ সাউথ আফ্রিকা
রাত ৯.৫০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন। বৃষ : অল্পেই সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে বাগবিতণ্ডা। অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্কট : অনৈতিক কাজ এড়িয়ে চলুন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। সিংহ : সামান্য বিষয় নিয়ে প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তর্কে গিয়ে অনুশোচনা। বাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন। কন্যা : কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে দুঃখ পেতে পারেন। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। তুলা : যেচে কাউকে উপকার করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের অসুখে সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : পিঠ ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন। বাড়িতে অতিথিদের আগমনে আনন্দ। ধনু : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। রাজনীতি থেকে সমস্যা হতে পারে। কুম্ভ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। মীন : শান্ত মাথায় থাকুন। কোনও অপরিচিত লোকের মিষ্টি কথায় ভুলবেন না।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল, ২০২৫, ১০ বহাগ, সংবৎ ১১ বৈশাখ বদি, ২৫ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৩, অঃ ৫।৫৮। বৃহস্পতিবার, একাদশী দিবা ১০।৫। শতভিষানক্ষত্র দিবা ৬।৪৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ১২।২৭। বালবকরণ দিবা ১০।৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ৯।৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ৬।৪৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।৫৩ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ৬।৪৫ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১০।৫ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।৪৭ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৬ গতে ১।০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।২৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১০।৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৭ মধ্যে দীক্ষা ধান্যরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ, দিবা ৬।৪৫ মধ্যে নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ৬।৪৫ গতে ১০।৫ মধ্যে ভূমিক্রয়বিক্রয় দিবা ৬।৪৫ গতে ২।৪৭ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যছেদন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫০ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দাঁড়িয়ে থেকে র‌্যাশন বণ্টন খাদ্যকর্তার

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ এপ্রিল : র‌্যাশন দোকানে উপভোক্তার সংখ্যা ৮০০-এর বেশি। অথচ দুই মাস ধরে উপভোক্তারা র‌্যাশন সামগ্রী পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাহাড় গুমগুমিয়া চা বাগানের ঘটনা। বুধবার ব্লক ফুড ইনস্পেকটর উৎপল ঘোষ র‌্যাশন দোকানের সামনে বসে প্রত্যেক উপভোক্তাকে খাদ্য বণ্টন করলেন। তবে দুই মাস ধরে খাদ্যসামগ্রী বণ্টন না হওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে তিনি দাবি করেছেন। তাঁর কথায়, 'যিনি অভিযোগ করছেন র‌্যাশন দোকানটি তাঁর বাড়ির পাশে। সমস্যা থাকলে তিনি আগে কেন জানাননি!'

সংশ্লিষ্ট চা বাগানের শ্রমিক তথা উপভোক্তারা ফাঁসিদেওয়া এবং নকশালবাড়ি দুটি ব্লকে বসবাস করেন। তাঁরা এই র‌্যাশন দোকান থেকে সরকারি খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অনুপ শাউরিয়ার অভিযোগ, 'এক বছর থেকে এই

দোকানে ঠিকমতো খাদ্যসামগ্রী বিলি হচ্ছে না। উপভোক্তারা আমার কাছে অভিযোগ করছে। অবশেষে আমি প্রশাসনকে জানিয়েছি। এদিন অবশ্য খাদ্যসামগ্রী বণ্টন হয়েছে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, চলতি মাসে র‌্যাশন সামগ্রী বিতরণ নিয়ে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে। হেরমান টোপ্পো, প্রশান্ত এক্কারা গতমাসে খাদ্যসামগ্রী পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। পঞ্চায়েত সমিতির খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রণবেশ মণ্ডল জানান, 'মার্চ মাসের ১৫ তারিখের পর থেকে র‌্যাশন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছিল না। ডিলারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হোক।'

যদিও ব্লক ফুড ইনস্পেকটর এনিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর বক্তব্য, 'উপভোক্তারা যাতে কোনওভাবে সরকারের দেওয়া খাদ্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এদিন আমি বসে থেকে উপভোক্তাদের র‌্যাশন বণ্টন করিয়েছি।'

একান্তে।। *বুধবার শিলিগুড়িতে শমিদীপ দত্তর তোলা ছবি।*

প্রধান অপসারিত, সমস্যা বিন্নাবাড়িতে

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যদের অনাস্থায় অপসারিত প্রধান। উপপ্রধানের ভাগ্য নির্ধারণ হবে শুক্রবার। তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যত অভিভাবকহীন। যার মাশুল দিতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। দিন-দিন পরিষেবা তলানিতে ঠেকায় ক্ষোভ বাড়ছে জনসাধারণের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে প্রধানের দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন সদস্যকে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন খড়িবাড়ির বিডিও তথা ব্লক নির্বাচন আধিকারিক দীপ্তি সাউ।

তৃণমূলের গোষ্ঠী বিবাদের জেরে তলবি সভার মধ্যে দিয়ে প্রধানের পদ খুঁইয়েছেন আলাকসু লাকড়া। ওইদিন অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল উপপ্রধানকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে। কিন্তু উপপ্রধান প্রমোদ প্রসাদের বিরুদ্ধেও তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ আট পঞ্চায়েত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন। যার প্রেক্ষিতে ২৫ এপ্রিল ফের তলবি সভা ডাকা হয়েছে। তাঁর পদ যাওয়ার সম্ভাবনাও প্রবল।

এমন পরিস্থিতিতে লাটে উঠেছে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত পরিষেবা। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ এখানকার বাসিন্দারা। স্থানীয় সিকান্দার শা বলেন, 'পঞ্চায়েতে গেলে প্রধান কিংবা উপপ্রধান কাউকেই পাওয়া

অভিভাবকহীন বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত।

যাচ্ছে না। রেসিডেন্সিয়াল ও ওয়ারিশ সার্টিফিকেটের জন্য হন্য হয়ে ঘুরতে হচ্ছে। পঞ্চায়েত সদস্যদেরও পাওয়া যাচ্ছে না।' গ্রাম পঞ্চায়েতের এক কর্মী বলেন, 'প্রধানের দায়িত্বে কেউ না থাকায় রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট দেওয়া যাচ্ছে না। কেননা, সার্টিফিকেট ইস্যুর ক্ষেত্রে প্রধানের দেওয়া ওটিপি লাগে।' ওয়ারিশ সার্টিফিকেট, আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে বলে তিনি জানান। খড়িবাড়ির বিডিও বলেন, 'নিয়মানুযায়ী প্রধান অপসারিত হলে উপপ্রধানকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধানের বিরুদ্ধেও অনাস্থা আনা হয়েছে। তাই সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নির্বাচন দপ্তরে জানানো হয়েছে। জেলার নির্দেশ পেলে খুব দ্রুত পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে কাউকে প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

'২২-এর নির্বাচনে ১৩ আসনের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৯টি আসন দখল করে। বিজেপি জেতে ৪টি। প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত থাকায় এবং তৃণমূলের জয়ীদের মধ্যে কেউ এই জাতিভুক্ত না থাকায়, প্রধান পদটি পেয়ে যান বিজেপির আলাকসু। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি বিজেপির থেকে জয়ী লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রমের সঙ্গে তৃণমূলে যোগ দেন। লক্ষ্মীকে মেনে নিতে পারলেও তৃণমূলের আট পঞ্চায়েত সদস্য আলাকসুকে মানতে পারেননি। যাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দেয়।

ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল- সর্বত্রই কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার হৃদয়বিদারক নানান ছবি, ভিডিও। প্রতিটি পোস্টে লাইক, কমেন্ট অগুনতি। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সমাজমাধ্যমে নজরদারির জন্য একটি টিম গঠন করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

সমাজমাধ্যমে নজর পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : সাম্প্রদায়িকতায় উসকানি দিয়ে একের পর এক মন্তব্য করে যাচ্ছেন নেতারা। আর তার প্রভাব গিয়ে পড়ছে সমাজমাধ্যমে। বিভিন্ন ধরনের উসকানিমূলক মন্তব্যে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে। এরমধ্যেই নতুন করে কাশ্মীরের ঘটনা সেই আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে রীতিমতো তর্জা শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। এই পরিস্থিতিতে সমাজমাধ্যমের ওপর স্থানীয়ভাবে নজরদারির জন্য একটি টিম গঠন করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুধু কাশ্মীর ঘটনার পরবর্তীতে এই সময়ের জন্যই নয়, সাতজনের এই বিশেষ কমিটি স্থায়ীভাবে সারাবছরই সমাজমাধ্যমের ওপর নজর রাখবে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কমিটির চেয়ারপার্সন করা হয়েছে ডিসি (সদর)-কে। এছাড়া পদস্থ এক পুলিশকর্তাকে নোডাল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার পর শহরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যেন না ঘটে, সেই ব্যাপারেও বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। রাজনৈতিক মহলের মতে, গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহরেও ধর্মীয় মেরুকরণের তর্জা বাড়ছে। সেইসঙ্গে সরগরম হয়েছে সমাজমাধ্যম। এমনকি জ্যোতিনগর এলাকায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের পিছনেও রাজ্যের অন্য জায়গার ঝামেলার ইন্ধন দায়ী বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল। সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমসিম খেতে হয়েছে পুলিশ প্রশাসনকে। এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের ঘটনার পর থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে তর্জা যেভাবে বাড়ছে, তাতে করে

হৃদয়বিদারক দৃশ্য। নেট দুনিয়ার ভাইরাল পহলগামের এই ছবি।

নয়া উদ্যোগ

ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে রীতিমতো তর্জা শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে

সমাজমাধ্যমের ওপর স্থানীয়ভাবে নজরদারির জন্য টিম গঠন করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

সাতজনের এই বিশেষ কমিটি সারাবছরই সমাজমাধ্যমের ওপর নজর রাখবে

পুলিশের অন্দরেও বিষয়টা ভাবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করে, সেখানে বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। অপ্রীতিকর কোনও ঘটনা যাতে না তৈরি হয়, তার জন্য এলাকার দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও বিশেষভাবে বলা হচ্ছে।

পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলেন, 'পুলিশ নিজেদের মতো নজর রাখছে। উসকানি থেকে যাতে কোনও ঝামেলা না হয়, সেটা আমাকে দেখার জন্যও বলা হয়েছে।' পুরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, 'জ্যোতিনগরে একটা ঘটনা ঘটেছে। এরপর থেকে আমাদের সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। পুলিশের সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে।'

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলছেন, 'কাশ্মীরে যা হয়েছে, সেটার নিন্দার কোনও ভাষা নেই। তবে সেটার রেশ নিয়ে যাতে শহরে কোনও ঘটনা না ঘটে, সেই দায়িত্ব আমাদের সবাইকে নিতে হবে। আমাদের পরিচিতরা যদি জাতিবিদ্বেষী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে কিছু বলার থাকবে না।'

নাট্যকার পার্থ চৌধুরী বলেন, 'সন্ত্রাসবাদী এধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকলকে প্রতিবাদ করতে হবে। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই কাজ করেছে। তবে তাই বলে গোটা সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় তোলা ঠিক হবে না। যেভাবে কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে, তাতে করে সুযোগ সন্ধানীরা এর অপব্যবহার করবে। তাই আমাদের সচেতন থাকতে হবে।'

প্রতিশোধের গর্জন নেট দুনিয়ায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : পাহাড়ি উপত্যকায় শুয়ে থাকা এক নিথর দেহ, জল শুকিয়ে যাওয়া চোখ নিয়ে পাশে বসে এক মহিলা। ছবিটি মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে। এমন ছবির পিছনের কারণ জানতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি বিশ্বকে। ছবিটাই তুলে ধরেছে কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলার নৃশংসতাকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে মুষড়ে পড়েছিল গোটা দেশ। কিন্তু সময়ের সঙ্গে জোড়ালো হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিশোধ নেওয়ার গর্জন। যা আছড়ে পড়ছে নেট দুনিয়ায়। ফেসবুক, এক্স হ্যান্ডেল, ইনস্টাগ্রাম-সর্বত্রই কাশ্মীরের জঙ্গি হামলার হৃদয় বিদারক নানান ছবি, ভিডিও। সমাজমাধ্যমে ছয়লাপ সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া। সমবেদনা, প্রতিবাদ ও প্রতিশোধের ভাষা। প্রশাসনিক দুর্বলতার ছবিটাও তুলে ধরার চেষ্টায় কেউ কেউ। প্রতিটি পোস্টে লাইক, কমেন্ট অগুনতি।

রাজদীপ দত্তের একটি পোস্টে কেউ সমালোচনা করেছেন, তো কেউ আবার সমর্থন। তবে শুধু

আমার একটি পোস্ট ঘিরে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। অনেকেই কমেন্টস বক্সে আপত্তিও জানাচ্ছেন। তবে স্বাধীন এই দেশে আমারও বাক-স্বাধীনতা রয়েছে। আমি আমার কথা বলতেই পারি। তর্ক, বিতর্ক তো হতেই পারে।

রাজদীপ দত্ত

রাজদীপ নয়, শুভ্র দাস রায়, শ্রেয়া সরকার, শৈবাল সরকারের মতো হাজার মানুষের পোস্ট ঘুরছে নেট দুনিয়ায়। কেউ মৃতদের ছবি এঁকে লিখেছেন, 'ভালো থাকবেন।' প্রকাশ রায় নিজের পোস্টে লিখেছেন, 'জঙ্গিদের না ধরা পর্যন্ত দেশ শান্ত হবে না।' একজনের পোস্ট, 'আবার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক চাই।' 'ধর্ম বাছাই করে খুন', ঘটনার পর থেকেই মুখে মুখে। ধর্মের কথা উল্লেখ করে পাতিকলোনির শঙ্কু ঘোষ বলেছেন, 'এই জঘন্য ঘটনাকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।'

বিভিন্ন পোস্টকে কেন্দ্র করে অনেকেই কমেন্টস বক্সে বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ছেন। রাজদীপ বলছিলেন, 'আমার একটি পোস্ট ঘিরে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে। অনেকেই কমেন্টস বক্সে আপত্তিও জানাচ্ছেন। তবে স্বাধীন এই দেশে আমারও বাক- স্বাধীনতা রয়েছে। আমি আমার কথা বলতেই পারি। তর্ক, বিতর্ক তো হতেই পারে।'

সবমিলিয়ে উপত্যকায় জঙ্গি হানা এবং পর্যটকদের মৃত্যুর ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকাকে। নতুন করে জোটবদ্ধ ভারত।

চোলাই উদ্ধার, গ্রেপ্তার দম্পতি

ইসলামপুর, ২৩ এপ্রিল : চোলাই বিক্রি করতে গিয়ে এক দম্পতি ধরা পড়ল বুধবার ইসলামপুর আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। এদিন টোটোতে করে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় থাকা দোকানে ওই দম্পতি চোলাই বিক্রি করতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ি শহরের রবীন্দ্রনগর লিচুবাগান এলাকায়। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আবগারি দপ্তরের ইসলামপুর রেঞ্জ প্রিভেন্টিভ অফিসার বিষ্ণুপদ দাস দপ্তরের অন্য কর্মীদের নিয়ে সেখানে হানা দিয়ে তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন। তাদের কাছ থেকে ৮০ লিটার চোলাই উদ্ধার হয়েছে। এরপর তাদের গ্রেপ্তার করে আবগারি দপ্তরে নিয়ে আসা হয়।

ইসলামপুর আবগারি দপ্তরের ওসি প্রণাম রায় বলেন, 'ওই দম্পতির কাছ থেকে ৮০ লিটার চোলাই উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি চোলাই বিক্রির কাজে ব্যবহৃত টোটোটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পাশাপাশি তারা চোলাই তৈরির সঙ্গে যুক্ত কি না তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় কয়েকটি দোকানে আবগারি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা হানা দেন। ওইদিন ১২০ লিটার চোলাই সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু

ইসলামপুর, ২৩ এপ্রিল : গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে গাইসাল-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনতলা বাজার এলাকার জাতীয় সড়কে। মৃতের নাম আফাক (৬০)। বাড়ি গাইসালের জাগিরবস্তি এলাকায়। বুধবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

স্থানীয় এবং পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার নমাজ পড়ে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন ওই বৃদ্ধ। সেই সময় শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি ছোট গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। এতে তিনি গুরুতর জখম হন। তাঁকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও চালককে আটক করেছে পুলিশ।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : স্ত্রীকে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে স্বামীকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিলেন বিচারক। শিবশংকর উপাধ্যায় নামে ওই ব্যক্তিকে মঙ্গলবার মাটিগাড়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার শিবশংকরকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

৫৯ জন 'যোগ্য' শিক্ষক শিলিগুড়িতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : মঙ্গলবারই ৫৯ জন যোগ্য শিক্ষকের তালিকা শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে এসেছিল। বুধবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে নির্দিষ্ট স্কুলে সেই নাম পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে সেই তালিকা অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। এমন অনেক শিক্ষকের নাম তালিকায় রয়েছে যাঁরা এই জেলাতে কর্মরত নেই। তাঁরা কোথায় রয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও পরে জানা যায়, শিক্ষকদের প্রথম জয়েনিং স্কুল যে জেলায় সেই অফিসে পাঠানো তালিকায় অনেকের নাম রয়েছে।

এদিকে, যোগ্য অনেক শিক্ষক এদিন স্কুলে যোগ দেন। বৃহস্পতিবার থেকে সেই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি। শিলিগুড়ির জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক বলেন, 'জেলায় নামের যে তালিকা এসেছে, সেই শিক্ষকদের বেশিরভাগ অন্য জেলায় কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়িতে খুব বেশি শিক্ষকের নাম নেই।'

যোগ্যদের তালিকায় যে সকল শিক্ষকের নাম রয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকে বদলি নিয়ে অন্য জেলায় কাজ করছেন। কিন্তু যে জেলা ও স্কুল থেকে তাঁরা কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, সেই জেলাতে পাঠানো তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। বর্তমান জেলায় তাঁর নাম নেই। বিষয়টি নিয়ে যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের কোর কমিটির সদস্য সেলিম জাফর বলেন, 'আলাদা করে অযোগ্যদের টার্মিনেশনের লেটার দেওয়া হবে না। তাঁদের বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট পোর্টালের মাধ্যমে সকলের বেতন হয়। সেই পোর্টালে অযোগ্যদের নাম থাকলেও বেতনের জায়গা শূন্য হয়ে যাবে।'

সুপ্রিম কোর্টের তথ্য অনুসারে, যোগ্য শিক্ষক রয়েছেন ১৫ হাজার ৪০৩ জন। অযোগ্যদের তালিকায় রয়েছেন ১ হাজার ৮০৩ জন। বিষয়টি নিয়ে সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখার সদস্য রঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, 'এক থেকে তিন নম্বর কাউন্সেলিংয়ের তালিকায় থাকা নাম এসেছে। আরও যোগ্যদের নাম বাকি আছে। অন্য জেলা থেকে যাঁরা বদলি হয়ে এসেছেন, তাঁদের নামও এই জেলায় আসবে।'

এদিন অনেক শিক্ষক ক্লাস নিয়েছেন। কলকাতা থেকে আন্দোলন করে এসে পৌঁছানোর পর বৃহস্পতিবার স্কুলে যোগ দেওয়ার সংখ্যা বাড়বে। এদিন সকালে জ্যোৎস্নাময়ী হাইস্কুলে দুজন শিক্ষিকাকে উপস্থিতির খাতায় সই করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। পরে অবশ্য তাঁদের সই করতে দেওয়া হয়। যে দুজন স্কুলে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সেঁজুতি চৌধুরী নামে এক শিক্ষিকা বলেন, 'আমরা খাতায় সই করলে সমস্যা হতে পারে বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ ভয় পাচ্ছিল। বিষয়টি নিয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে যোগাযোগ করা হয়। পরে আমাদের সই করতে দেওয়া হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায় বলেন, 'যে খবর রটেছে, সেটা ভুল। দুজন সই করতে এলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে যোগাযোগ করি। কাজে যাতে ভুল না হয় সেটা মাথায় নিয়ে কাজ করছিলাম। তবে যথাসময়ে শিক্ষিকারা সই করেছেন।'

অর্কিড ট্রেইল

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : পর্যটকদের জন্য সুখবর। মরশুমের প্রথম সাদা অর্কিড ট্রেইলের আয়োজন করল কার্সিয়াং অ্যাসোসিয়েশন ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড কনজারভেশন। কার্সিয়াং বন বিভাগের সহযোগিতায় প্রায় ছয় কিলোমিটার এলাকায় সাদা অর্কিড ট্রেইলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা। বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা এই ট্রেইলের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। জিটিএ-ও জায়গাটিকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে চেষ্টা করছে।

২৬ এপ্রিল মরশুমের প্রথম সাদা অর্কিড ট্রেইলের আয়োজন করা হয়েছে। চিমনি হেরিটেজ পার্ক থেকে ডোকানদারা পর্যন্ত পাইন বনের মধ্য দিয়ে ওই ট্রেইল হবে। বন দপ্তরের কার্সিয়াং রেঞ্জ অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'ইতিমধ্যে সাদা অর্কিড ফুটতে শুরু করেছে। পর্যটকরা এই রাস্তায় সেই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন।'

ICFAI UNIVERSITY TRIPURA
NAAC ACCREDITED
Approved under section 2(f) of the UGC Act 1956
21 OVER TWO DECADES OF EXCELLENCE IN PROFESSIONAL EDUCATION
MERIT SCHOLARSHIP 2.1 Lakh
ADMISSION OPEN
240+ Recruiters Ready to Provide You with the Best Job Offers upto 10 Lakhs per annum
amazon, wipro, IndiGo, Deloitte., Capgemini, Flipkart, NABARD, tcs, genpact, LUX & many more
AAA RANKED India's Best Engineering Institute 2024 CAREERS360
AAA RANKED India's Best Law Institute 2024 CAREERS360
AA+ RATING India's (Northeast Zone) Best B-School 2025 CAREERS360
1 RANKED Top Engineering Colleges by State CSR-GHRDC
2 RANKED CSR-GHRDC
5 RANKED CSR-GHRDC
PROGRAMS OFFERED
Engineering & Science: B.Tech (CE, ME, ECE, EE, CSE); B.Tech (Lateral Entry); BCA; B.Sc. in Data Science & AI; Int. MCA; MCA; M.Tech - CSE; M.Tech - Structural Engineering; M.Tech - Water Resource; B.Sc. Mathematics (Hons.); B.Sc. Chemistry (Hons.); B.Sc. Physics (Hons.); M.Sc. Physics; M.Sc. Chemistry; M.Sc. Mathematics
Management & Commerce: BBA; B.Com (Hons.); B.A/B.Sc. Economics (Hons.); MBA; Executive MBA; M.Com; MA./MSc. Economics; Master in Hospital Administration (MHA)
Law: BA-LLB (Hons.); BBA-LLB (Hons.); LL.B (3 Years); LL.M (2 Years)
Special Education: D.Ed.Spl. Ed. (ID); B.Ed Spl. Ed. (ID); M.Ed Spl. Ed. (ID); Int. B.A. B.Ed. Spl. Ed. (ID); Int. B.Com. B.Ed. Spl. Ed. (ID); Int. B.Sc. B.Ed. Spl. Ed. (ID); Integrated B.A. B.Ed. Spl. Ed. (Visually Impaired)
Liberal Arts: B.A. English (Hons.); B.A/B.Sc. Psychology (Hons.); MA English; M.A/M.Sc- Psychology; M.A. Journalism and Mass Communication
Allied Health Science: BSc. in Emergency Medical Technology; BSc. in Cardiac Care Tech.; BSc. in Dialysis Therapy Technology; Bachelor in Health Information Management; B.Sc Medical Lab Technology(BMLT) (Regular/Lateral Entry); M.Sc Medical Lab Technology(MMLT)
Nursing: GNM
Clinical Psychology: M.Phil in Clinical Psychology
Education: B.Ed; MA Education; M.Ed
Physical Education: D.P.Ed; B.P.Ed; B.P.E.S; M.P.E.S
Ph.D: Engineering (CE, CSE, ME, ECE, EE), Science (Physics, Chemistry, Mathematics), Allied Health Sciences, Management, Economics, Commerce, Law, English, Psychology, Education, Spl. Education, Sociology, Physical Education, Political Science, Philosophy.
Siliguri Office : Opp. Anjali Jewellers Ramkrishna Road, Beside Sarada Moni School P.O. & P.S. Siliguri, Ashrampara. Pin - 734001 Ph: 9933377454
University Campus : Kamalghat, Agartala - 799210 Tripura (West) Ph: 7005754371, 9612640619, 8415952506, 9366831035, 8798218069
APPLY ONLINE iutripura.in
Scan & Apply online
6909879797, Toll Free No. 18003453673, iutripura

ডিওয়াইএফআইয়ের সম্মেলনের প্রস্তুতি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : গোটা রাজ্যে ছাত্র-যুব ও তরুণ মুখে ভরসা রেখেই রাজনীতির জমি শক্ত করতে চাইছে সিপিএম। তবে দার্জিলিং জেলায় চিত্রটা কিছুটা অন্যরকম। আগামী ১৮ মে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দলের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্মেলন। তার আগে সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে চাইছেন সংগঠনের নেতারা। যদিও প্রকাশ্যে দুর্বলতার কথা কেউই স্বীকার করতে চাইছেন না। বরং সীমিত শক্তি ও প্রতিবন্ধকতার মাঝেও বেশ কিছু সাফল্যের কথা তুলে ধরেছেন যুব নেতারা।

সম্মেলনকে সামনে রেখে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়িতে অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়। সেখানে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সম্পাদক নান্টু কুণ্ডু সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তার আগে গত ১৪ এপ্রিল শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে সংগঠনের অফিস থেকে সম্মেলনের লোগো প্রকাশ করা হয়। তবে এতকিছুর পরও কি সংগঠনের দুর্বলতা কাটবে? প্রশ্নটা অনেক তরুণ কমরেডের মনেই

ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাজ্যের বেশিরভাগ জেলাতেই সংগঠনের হোলটাইমার রয়েছেন। তবে এই জেলায় নেই। সংগঠনের জেলা সভাপতি শচিন খাতি হোলটাইমার হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও তিনি সিপিএমের জেলা সদস্য হিসেবেই দলে রয়েছেন। অন্য জেলার তুলনায় এই জেলায় সংগঠনের সদস্য সংখ্যাও কম। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অভিজিৎ চন্দর দাবি, 'গতবার (২০২১ সালের সম্মেলন) জেলায় সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজারের কিছু বেশি ছিল। এবারে সেই সংখ্যা ৫২ হাজার পার করেছে।'

এ বিষয়ে নান্টুর ব্যাখ্যা, 'ভৌগোলিক কারণেও আমাদের অনেকটা পিছিয়ে থাকতে হয়। আমাদের জেলা কমিটি মূলত শিলিগুড়ি মহকুমার ওপরই নির্ভরশীল।' গত ২০০৭ সালের পর থেকেই পাহাড়ে শক্তি কমতে থাকে বামেদের। যদিও পাহাড়ে সংগঠনের দার্জিলিং ও কার্সিয়াং দুটি লোকাল

ভৌগোলিক কারণেও আমাদের অনেকটা পিছিয়ে থাকতে হয়। আমাদের জেলা কমিটি মূলত শিলিগুড়ি মহকুমার ওপরই নির্ভরশীল।

- নান্টু কুণ্ডু
দার্জিলিং জেলা সম্পাদক, ডিওয়াইএফআই

কমিটি রয়েছে। পাহাড় এলাকা ছাড়াও সমতলের ফাঁসিদেওয়া, ঘোষপুকুর, বিধাননগর, ফুলবাড়ির মতো এলাকাগুলিতে সাংগঠনিক দুর্বলতা যে রয়েছে, সেটা সংগঠনের অনেকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

গতবার জেলা কমিটি গঠনের পর প্রথম দিকে যে নবগঠিত কমিটিকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, তা নিয়েও সংগঠনের অনেকে মুখ খুলেছেন। সংগঠনের শিলিগুড়ির এক প্রাক্তন নেতার বক্তব্য, 'যে কোনও সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা থাকা দরকার। সেবার বয়সের কারণে একসঙ্গে অনেককে সংগঠন ছাড়তে হয়েছিল। ফলে নতুন কমিটি ও সম্পাদকমণ্ডলীতে অনভিজ্ঞ অনেকেই জায়গা পেয়েছিলেন। আশা করছি, এবারে নেতারা আগে থেকেই বিষয়গুলি মাথায় রেখেছেন বা রাখবেন।' সমস্যার বিষয়ে স্বীকার করে নান্টুর সংযোজন, 'দায়িত্ব পেয়ে দুটি সমস্যায় আমাদের পড়তে হয়েছে। অনেক নতুন মুখ ছিল। তাছাড়া আমাদের হাতে দায়িত্ব আসার আগে পর্যন্ত এই জেলা কমিটির বেশিরভাগ সদস্য গ্রামীণ ও শহর শিলিগুড়িতে ক্ষমতার রাজনীতিতে ছিলেন।' তবে এবারে শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করে আন্দোলনে ঝাঁপানো হবে বলে জানিয়েছেন নান্টু।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সুরের আসর।। তারাপীঠে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির ঋতুপর্ণা অধিকারী।

আম্রুত নিয়ে বিস্টকে পালটা

সাংসদকে পরিণত হতে হবে : গৌতম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রাজু বিস্টের বাড়িতে আম্রুত প্রকল্পের গাইডলাইন পাঠাতে ইচ্ছুক শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার আম্রুত ২-এর বরাদ্দ নিয়ে রাজুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এমনই মন্তব্য করেছেন তিনি। 'পর্যটক সাংসদের' কথায় হতাশ বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজু দাবি করেছিলেন, আম্রুত-১ ও ২-এর আওতায় কেন্দ্র সরকার পুরনিগমকে পানীয় জলের প্রকল্পের জন্য ৫১১ কোটি এবং নিকাশি ও জঞ্জাল অপসারণের জন্য ২৭৪ কোটি টাকা দিয়েছে। তারই জবাবে বুধবার পালটা সাংবাদিক সম্মেলন করেন গৌতম। মেয়র পারিষদ এবং আধিকারিকদের পাশে বসিয়ে হিসেব দেন তিনি। মেয়রের দাবি, আম্রুত-২'তে এখনও পর্যন্ত মাত্র ২২ কোটি টাকা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। সাংসদের তহবিলের টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডেপুটি মেয়র। গৌতমের বক্তব্য, 'সাংসদকে আরও বেশি পরিণত হতে হবে। এভাবে মিথ্যাচার করলে হবে না। কোন খাতে কেন্দ্র সরকার কত টাকা দিয়েছে, তা সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে। সেখানে দেখলেই তো হিসেব পেয়ে যেতেন। ওঁর বাড়িতে আম্রুত নিয়ে সরকারি গাইডলাইন পাঠাতে হবে।' দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি দাবি করেন, শিলিগুড়ি পুরনিগমকে কেন্দ্র সরকার এখনও পর্যন্ত প্রায় ৭৮৫ কোটি টাকা দিয়েছে। পানীয় জল, জঞ্জাল অপসারণ এবং নিকাশি ব্যবস্থার জন্য টাকা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এই টাকায় যে প্রকল্পগুলির কাজ হচ্ছে সেগুলির কাজ দেখার জন্য বিজেপি বিধায়ক এবং সাংসদরা পথে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সাংসদের সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দিতে বুধবার পালটা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিলেন মেয়র।

> সাংসদকে আরও বেশি পরিণত হতে হবে। এভাবে মিথ্যাচার করলে হবে না। কোন খাতে কেন্দ্র সরকার কত টাকা দিয়েছে, তা সরকারি ওয়েবসাইটে দেওয়া রয়েছে। সেখানে দেখলেই তো হিসেব পেয়ে যেতেন। ওঁর বাড়িতে আম্রুত নিয়ে সরকারি গাইডলাইন পাঠাতে হবে।
>
> **গৌতম দেব**
> *মেয়র, শিলিগুড়ি*

আম্রুত প্রকল্পের যে কোনও কাজে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন মিলে তহবিল বরাদ্দ করে থাকে। ১ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ জনবসতিপূর্ণ পুর এলাকায় রাজ্য সরকার ৬১.৬৭ শতাংশ, কেন্দ্র সরকার ৩৩.৩৩ শতাংশ এবং স্থানীয় প্রশাসন ৫ শতাংশ অনুপাতে বরাদ্দ দেবে। এই অনুপাতে কেন্দ্র সরকার পানীয় জলপ্রকল্পে এখন পর্যন্ত ১৭.৬৩ কোটি টাকা দিয়েছে বলে দাবি মেয়রের।

অন্যদিকে, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি প্রকল্পে কেন্দ্র ৪.৩৩ কোটি টাকা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন গৌতম। সাংসদ জেনেবুঝে মিথ্যে তথ্য দিচ্ছে বলে দাবি তাঁর। গৌতমের কথায়, 'কেন্দ্রের বরাদ্দে যে কাজ হয়, তা দেখার জন্য কেন্দ্রের নিজস্ব দল রয়েছে। তারা এসে সমস্ত কাজ পর্যবেক্ষণ করে। সাংসদ, বিধায়করা দেখে কী বুঝবেন। মাটির তলা দিয়ে পাইপ গিয়েছে, সেই পাইপ খুঁড়ে তুলবেন নাকি? এসব করলে তো গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন।'

ভিনরাজ্যে পাচারচক্র

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : ভিনরাজ্য থেকেই চলছে পাচারচক্র। বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগে ধৃত সঞ্জীব লামাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই তথ্য পেয়েছে বন দপ্তর। সঞ্জীবই মূল চক্রী, এমনটাই ধারণা করা হচ্ছে। চক্রের বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জঙ্গল থেকে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারের অভিযোগ উঠছিল দীর্ঘদিন ধরে। এরপর হাতির দাঁত, হরিণের শিং, ময়ূরের পালক, প্যাঙ্গোলিনের আঁশ উদ্ধার করে মহানন্দা অভয়ারণ্যের সুকনা রেঞ্জ। তবে কোথা থেকে এই পাচারচক্র চলছে, কারা এর মাথা, কারাই বা ক্যারিয়ার, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়। গত ৯ এপ্রিল বন দপ্তর হাতেনাতে ধরে ফেলে মাটিগাড়ার ফুলবাড়ির বাসিন্দা সঞ্জীবকে। সুকনার রেঞ্জ অফিসার দীপক রসাইলি বলেছেন, 'সঞ্জীবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অনেক তথ্য পাওয়া গিয়েছে। সেই মতো বাকিদের খোঁজ চলছে। এরপরে কোনওভাবেই যাতে বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচার না হয়, সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে।' জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, বিহার, সিকিম থেকে কাজ করছে এই পাচারচক্র। এমনকি নেপালেও সক্রিয় নেটওয়ার্ক রয়েছে চক্রীদের। সঞ্জীবের পাশাপাশি ৯ তারিখ আরও দুজন ধরা পড়ে। পরিমল সিং ও কুমার প্রধানকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ।

মিছিল

খড়িবাড়ি, ২৩ এপ্রিল : রাজ্যের চাকরিহারা শিক্ষকদের দুর্দশা, মুর্শিদাবাদের অশান্তি ও পহলগামে জঙ্গিহানার প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার খড়িবাড়িতে মিছিল করল বিজেপির খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ মণ্ডল কমিটি। প্রতিবাদ মিছিলে ছিলেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার গণেশ দেবনাথ, মণ্ডল সভাপতি তরুণ সিংহ প্রমুখ। রাজ্যের ২৬ হাজার চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দুর্দশা ও মুর্শিদাবাদের ঘটনার জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক। পাশাপাশি জঙ্গি হানার তীব্র নিন্দাও করেন তিনি।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ির অন্তর্গত শিলিগুড়ি ১ নম্বর শাখা ও শিলিগুড়ি সিএবি শাখার যৌথ উদ্যোগে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের তরফে উত্তম হোর জানান, বুধবার আয়োজিত এই শিবিরে মোট ৪৭ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। টেরাই ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। চাকুলিয়া, গোয়ালপোখরে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুর্দশা দেখলেন মহম্মদ আশরাফুল হক।

উঠোনে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখরে দুর্দশা

চাকুলিয়া, ২৩ এপ্রিল : চাকুলিয়া ও গোয়ালপোখর এলাকার অধিকাংশ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নানা সমস্যায় ধুঁকছে। নিজস্ব ঘর নেই, অন্যের উঠোনে চলছে, এমন কেন্দ্রের সংখ্যা বহু। রয়েছে শৌচালয়, বিদ্যুৎ, পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা। এছাড়া বহু কেন্দ্রের ছাদে ধরেছে ফাটল। বৃষ্টি হলে ছাদ চুইয়ে জল পড়ে। অনেক জায়গায় আবার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঢেকেছে আগাছায়। কেন এই অবহেলা, কেন এসবে নজর নেই প্রশাসনের, সেই প্রশ্ন তুলছেন আমজনতা।

উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল জানান, কিছু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সমস্যা আছে ঠিকই। তবে অনেক কেন্দ্রে নতুনভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বাকিগুলিতে সমস্যা থাকলে, তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে রয়েছে ৫৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। এছাড়া ৬২টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে গোয়ালপোখর এলাকায়। এগুলি পড়ে লোধান গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে। দুই ব্লকের অধিকাংশ উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিষেবা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। চাকুলিয়ার সুখোর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি প্রায় দশ বছর আগে নির্মাণ করা হয়েছিল। বর্তমানে সেটির জরাজীর্ণ অবস্থা। ছাদের একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। বৃষ্টি হলে ছাদে জল চুইয়ে পড়ে। সুশীলা সোরেন নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'বৃষ্টির দিনে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়। শৌচালয়ের সমস্যা রয়েছে। কেন্দ্র ঢেকেছে আগাছায়।' এবিষয়ে স্বাস্থ্যকর্মী ইসাবেলা সোরেনের বক্তব্য, 'সমস্যাগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

সুখর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভবন ঢেকেছে আগাছায়।

সমস্যা

- চাকুলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে রয়েছে ৫৪টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র
- এছাড়া ৬২টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে গোয়ালপোখর এলাকায়
- নিজস্ব ঘর নেই, অন্যের উঠোনে চলছে, এমন কেন্দ্রের সংখ্যা বহু
- রয়েছে শৌচালয়, বিদ্যুৎ, পরিস্রুত পানীয় জলের সমস্যা
- এছাড়া বহু কেন্দ্রের ছাদে ধরেছে ফাটল

কারিয়াত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে রয়েছে। দু'বছর আগে ঝাঁ চকচকে ভবন নির্মাণ হলেও আজও বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। রয়েছে শৌচালয়ের সমস্যা। এ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীরা। কেন্দ্রের এএনএম রোফা খাতুনের কথায়, 'এখানে পরিষেবার জন্য মূলত মহিলারা আসেন। পানীয় জল ও শৌচালয় নিয়ে তাঁরাই সমস্যায় পড়েন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কেন্দ্রের হাল ফেরেনি।'

চাকুলিয়ার গেরুয়া শিকারপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আবার নিজস্ব ঘর নেই। চলছে অন্যের উঠোনে। আজও নিজস্ব ভবন নির্মিত হয়নি। ব্যবস্থা নেই শৌচালয় ও পানীয় জলের। পনেরো বছর আগে কেন্দ্রটি আত্মপ্রকাশ করে। সেই থেকে এক ব্যক্তির বাড়ির উঠোনে কেন্দ্রের কাজকর্ম চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা রেহানা সুলতানার দাবি, শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় মহিলারা খুবই সমস্যায় পড়েন। কেন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, এটাই আশ্চর্যের। স্বাস্থ্যকর্মী শবনম মুস্তারি বলেন, 'সমস্যার কথা মিটিংয়ে তোলা হবে। আমাদের ভীষণ সমস্যার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুক গোয়ালপোখরে রয়েছে ৬২টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র। তার মধ্যে বনগাঁও কেন্দ্রটি গোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন। কেন্দ্রটির নিজস্ব ঘর নেই। চলছে বনগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বারান্দায়। শৌচালয়ের ব্যবস্থা না থাকায় বিপাকে পড়তে হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্মী বাপি কিসকু। একই অবস্থা সাহাপুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রেরও। কেন্দ্রের কাজকর্ম করতে হয় সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের বারান্দায়। এখানেও শৌচালয়ের সমস্যা।

স্বাস্থ্যকর্তারা অবশ্য সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। চাকুলিয়ার বিএমওএইচ আব্দুর রশিদ জানান, এলাকার বহু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যে নানা সমস্যা আছে, তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। সুরাহার জন্য প্রশাসনের তরফে সমস্তরকম চেষ্টা চলছে।

অপরদিকে, গোয়ালপোখরের ভারপ্রাপ্ত বিএমওএইচ আব্দুল বারির বক্তব্য, যে সমস্ত কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই বা অন্য সমস্যা আছে, সেগুলির কথা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

ভোগান্তি চরমে শিবমন্দিরে

অবৈধ পার্কিংয়ে পথ চলা দায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ২৩ এপ্রিল : শিবমন্দির বাজারের রেলগেট এবং আন্ডারপাসের যানজট নিয়ে আঠারোখাই তথা শিবমন্দির এলাকার বাসিন্দারা এমনিতেই জেরবার। তার ওপর আবার যুক্ত হয়েছে অবৈধ পার্কিং। এই দুইয়ের জেরে পথ চলাই দায় হয়ে উঠেছে। সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। বিডিও অফিসের কাছে এশিয়ান হাইওয়ে টু'র উড়ালপুল এবং সার্ভিস রোডের মুখে একটি বাইকের শোরুমের সামনের রাস্তা দখল করে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবৈধ পার্কিংয়ের একই ছবি দেখা যায় সেখানে। আবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঠিক উলটোদিকে একটি নার্সিংহোমের সামনেও একই অবস্থা। সেখানে আবার সার্ভিস রোডেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শিবমন্দিরের বাসিন্দা সুমন রায়ের কথায়, 'ব্যস্ততম রাস্তায় সারাদিন ধরে বাইক দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এতে যান চলাচলে অসুবিধা হয়। ফুটপাথও দখল হয়ে গিয়েছে।'

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ। তিনি বলেন, 'এমনিতেই শিবমন্দিরের রেলগেট, আন্ডারপাসে যানজটের জেরে মানুষকে নিত্যদিন ভোগান্তি পোহাতে হয়। তার উপর রাস্তায় শোরুমের বাইক, নার্সিংহোমের সামনে সার্ভিস রোডে গাড়ি রাখা হচ্ছে। অবিলম্বে সুরাহা না হলে আন্দোলনে নামব।'

রাস্তার ওপরই রাখা হয়েছে বাইক।

অভিযোগ

- উড়ালপুল এবং সার্ভিস রোডের মুখে রাস্তা দখল করে বাইক রাখা হয়
- একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ঠিক উলটোদিকে একটি নার্সিংহোমের সামনেও একই অবস্থা
- সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবৈধ পার্কিংয়ের একই ছবি দেখা যায়
- ফুটপাথও দখল হয়ে গিয়েছে

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অভিজিৎ পালের বক্তব্য, 'অনেকবার ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করে ওখানে পার্কিং করতে না বলা হয়েছে। তারপরও অনেকে মানছেন না।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ বলছেন, 'ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কথা বলে একাধিকবার ব্যবস্থা নেওয়া হলেও হাল ফেরেনি। হাসপাতালের সামনে রোগীর পরিজন এবং বাজারে আসা লোকেরা গাড়ি রাখছেন।' বাগডোগরা ট্রাফিক গার্ডের ওসি স্বপন রায়ের বক্তব্য, 'অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিই। জরিমানাও করা হয়।' অন্যদিকে, নার্সিংহোমের তরফে জানানো হয়েছে, তাদের ওখানে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। মূলত বাইরের লোকজন রাস্তায় গাড়ি রাখেন। তবে বাইকের শোরুমের পক্ষে কেউ কথা বলতে চাননি। ফলে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

দাম পড়ল কাঁচা চা পাতার

চোপড়া, ২৩ এপ্রিল : গত তিনদিনে কাঁচা চা পাতার দাম নেমে গিয়েছে অর্ধেক। ফলে উদ্বিগ্ন চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিরা। চায়ের মরশুমের এখন সেকেন্ড ফ্লাশিং চলছে। চোপড়ার চাষিরা জানাচ্ছেন, সপ্তাহখানেক আগে ২২-৩২ টাকা কেজি দরে পাতা বিক্রি হয়েছে। অথচ গত তিনদিনে দাম নেমে হয়েছে কেজি প্রতি ১২-১৩ টাকা। চা চাষিদের অভিযোগ, কোনও কারণ ছাড়াই স্রেফ অজুহাত দিয়ে কারখানার মালিকরা তাঁদের সিন্ডিকেটের মাধ্যমে হঠাৎ দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারখানা মালিকদের পালটা বক্তব্য, কাঁচা পাতার উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু গুণগতমান পড়ে যাওয়ায় দাম কমানো হয়েছে।

মালিকরা এমনটা বললেও সম্পূর্ণ উলটো বক্তব্য ক্ষুদ্র চা চাষি প্রত্যুষ সিংহের। তাঁর কথা, 'বর্তমানে চা পাতার গুণগতমান ভালোই। ভালোমানের পাতা কারখানায় পাঠালেও গড়ে দাম মিলছে। ঠিকঠাক দাম পেলে আমরা সবসময় ভালোমানের পাতা উৎপাদনের চেষ্টা করব। কিন্তু মালিকদের কৌশল এখানেই লুকিয়ে রয়েছে। মান খারাপের অজুহাতে দাম কমিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।' কারখানার মালিকদের মধ্যে প্রীতিরঞ্জন ঘোষের ব্যাখ্যা, 'উৎপাদন বেড়ে যাওয়ায় দাম কমানো হয়েছে। পাশাপাশি নিলামের বাজারে কিছুটা মন্দা চলছে।' মালিক এমনটা বললেও মানতে নারাজ চাষিদের সংগঠনগুলি। চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক পার্থ ভৌমিকের বক্তব্য, 'সেকেন্ড ফ্লাশের পাতা গুণমানের দিক থেকে অনেক এগিয়ে। অথচ চাষিরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। অধিকাংশ চাষিকে এখন ১২-১৩ টাকা কেজি দরে কাঁচা পাতা বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছে।' চা পর্ষদের ইসলামপুর আঞ্চলিক শাখার ফ্যাক্টরি অ্যাডভাইজারি অফিসার ধ্রুবজ্যোতি গোহাইকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

শক্তি বৃদ্ধিতে মণ্ডলে জোর বিজেপির

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : চলতি মাসের মধ্যে সমস্ত মণ্ডল কমিটি গঠন করতে হবে, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলাকে স্পষ্ট বার্তা দিল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। বুধবার দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক (সাংগঠনিক) অমিতাভ চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে শিলিগুড়ির দলীয় কার্যালয়ে একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকেই পূর্ণাঙ্গ মণ্ডল কমিটি গঠনের নির্দেশের পাশাপাশি তার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেন অমিতাভ।

দলীয় সূত্রে খবর, সাংগঠনিক জেলার ২৮টি মণ্ডলের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২২টির সভাপতি নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়নি। ৬টি মণ্ডলের সভাপতিও বাছাই করতে পারেনি জেলা নেতৃত্ব। যা নিয়ে এদিনের বৈঠকে উষ্মাপ্রকাশ করেন রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ। ৩০ এপ্রিলের মধ্যে এই ৬টি মণ্ডলের সভাপতি নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। প্রতিটি মণ্ডল কমিটির সদস্য সংখ্যা যাতে ৬১ জনের হয়, সেদিকে খেয়াল রাখার কথাও বলেছেন তিনি। এদিনের বৈঠকে জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল, সাংসদ রাজু বিস্ট, দুই বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় ও দুর্গা মুর্মু উপস্থিত ছিলেন।

বৃষ্টিভেজা বিকেলে। বুধবার শিলিগুড়িতে সূত্রধরের তোলা ছবি।

গ্রেপ্তার ২

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ এপ্রিল : গাঁজা পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ধৃত সত্য রায় (৩৯) ও রতন রায় (৪২) শিলিগুড়ির ভক্তিনগরের বাসিন্দা। বুধবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালিগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে নাকা তল্লাশি চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মোটরবাইকে কোচবিহার থেকে কৃষ্ণনগরে গাঁজা পাচারের ছক কষেছিল অভিযুক্তরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ২৩ কেজি গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যদিও সেই ছক ভেস্তে দিয়েছে পুলিশ।

পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলায় ভূস্বর্গ রাতারাতি পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নের নগরীতে। বেড়াতে গিয়ে কাশ্মীরে আটকে পড়েছেন অনেক পর্যটক। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন রয়েছেন উত্তরবঙ্গের।

'গোলিয়া চল রহে হে'

আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল : 'বাহার মত যাইয়ে। গোলিয়া চল রহে হে।'

চিৎকার করে হোটেলকর্মীর বলা সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে সাগর চক্রবর্তী ও তাঁর পরিবারের লোকজনের। আলিপুরদুয়ার শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সাগর, বাবা সজল চক্রবর্তী, মা শুক্লা চক্রবর্তী ও স্ত্রী প্রিয়াংকা চক্রবর্তীকে নিয়ে শ্রীনগরে গিয়েছেন ঘুরতে। মঙ্গলবার দুপুরে যেখানে সেই জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে, তার থেকে ৩ কিলোমিটার দূরের হোটেলে ছিলেন তাঁরা। বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে সেদিন আর বৈসরণ যাননি। ভেবেছিলেন, বুধবার যাবেন 'মিনি সুইজারল্যান্ড' ঘুরতে। যদি সেদিনই যেতেন, তাহলে কী যে হত, ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছেন সাগররা।

চারজন মিলে গত ১৫ এপ্রিল ট্রেনে রওনা দিয়েছিলেন শ্রীনগরের উদ্দেশে। ১৭ তারিখ সেখানে পৌঁছান। ২১ তারিখ পর্যন্ত শ্রীনগর ও তার আশপাশের এলাকা ঘোরেন। পরবর্তীতে পহলগামে তিনদিন থাকার পরিকল্পনা করে ২২ এপ্রিল সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা দেন। মঙ্গলবার দুপুরে আড়াইটে নাগাদ তারা পহলগামে পৌঁছান। হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে বাইরে বেরোনোর পরিকল্পনা ছিল।

যেই না বের হতে যাবেন, পাগলের মতো চিৎকার করে ওঠেন হোটেলের কর্মীরা। বুধবার ফোনে যোগাযোগ করা হলে সাগর বললেন, 'আমরা আগে কিছু বুঝিনি। তাঁদের কাছ থেকেই জানতে পারি বাইরের পরিস্থিতির কথা। তারপর সারারাত হোটেলের ঘরে বন্দি ছিলাম। বারবার হোটেলের কর্মীদের কাছে খোঁজ নিচ্ছিলাম, বাইরে কী চলছে।'

সেই মুহূর্তে হাত-পা কাঁপছিল তাঁদের। কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। সাগরের স্ত্রী প্রিয়াংকা বলেন, 'রাতে বাইরে গিয়ে খাবার খাওয়ার উপায় ছিল না। সাহসও ছিল না। এবারই প্রথম কাশ্মীর ঘুরতে আসা। কিন্তু প্রথমবার এসেই যা অভিজ্ঞতা হল, তা জীবনে ভোলার নয়।'

মৃত্যুপুরী থেকে ফিরছেন কেকারা

লাটাগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শ্রীনগর বিমানবন্দরে যখন কেকা ঘোষ মিত্রদের ১০ জনকে নিয়ে গাড়িটা পৌঁছাল তখন প্রায় দুপুর দুটো। তখনও ওঁরা ভাবতেই পারছিলেন না, কীভাবে মৃত্যু উপত্যকা থেকে ফিরে এলেন। সেই ঘোর কাটতে না কাটতেই আবার ধাক্কা। চোখের সামনে তখন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালেন পহলগামে জঙ্গি হামলায় স্বজনহারারা। কেউ পাথরের মতো এগিয়ে গেলেন লাউঞ্জের দিকে, কেউ তখনও কান্নায় ভেঙে পড়ছেন।

কাশ্মীর ঘুরতে এসে এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি জলপাইগুড়ির শহরের কেকা ঘোষ মিত্র, জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলেশ দেব, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ দশজন।

শ্রীনগর বিমানবন্দরে জলপাইগুড়ির পর্যটকরা। বুধবার।

গতকালের ঘটনার পর বুধবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বিমানে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়া পর্যন্ত বিমানবন্দরে তাঁরাও যেন শোকস্তব্ধ হয়েছিলেন। বিমানবন্দরে প্রায় ১০ ঘণ্টা কাটানোর সময়ই তাঁরা দেখেছেন, কত পর্যটক হন্যে হয়ে বিমানের টিকিটের খোঁজ করছেন।

বিমানবন্দর থেকেই ফোনে কেকা বলেন, 'জঙ্গিহানার পর হোটেলের জানলা দিয়ে যতবার বাইরে নজর গিয়েছে ততবারই দেখেছি সেনাবাহিনীর জওয়ানরা টহল দিচ্ছেন। গত ১৭ তারিখ শ্রীনগর থেকে যে পথ দিয়ে পহলগাম গিয়েছিলাম এদিনও সেই পথ দিয়েই শ্রীনগর বিমানবন্দরে এসেছি। তবে গতকালের ঘটনার পর পুরো রাস্তার ছবিটাই একেবারে বদলে গিয়েছে।'

রক্তাক্ত ভূস্বর্গ

বৈসরণ ভ্যালি পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বুধবার পহলগামের কাছে।

ফেরার টিকিট খুঁজতে হাহাকার

বিশ্বজিৎ সাহা

গুলমার্গ, ২৩ এপ্রিল : বাড়ি ফেরাটাই এখন যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে মাথাব্যথার সবথেকে বড় কারণ। বিমানের টিকিটে তো হাত ছোঁয়ানো যাচ্ছে না। ট্রেনের টিকিটেরও হাহাকার।

যেমন ধরা যাক বেঙ্গালুরু থেকে আসা দম্পতি নন্দিশ বাসবরাজ ও বাঁশুরি বাসবরাজের কথা। আগামী শনিবার বাড়ি ফেরার কথা ছিল তাঁদের। আগে যাতায়াতের টিকিটের দাম পড়েছিল ৩৮ হাজার টাকা। জঙ্গি হামলার জেরে সমস্ত ভ্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করে ৩০ হাজার টাকায় স্রেফ ফেরার টিকিট কেটে বুধবারই গুলমার্গ থেকে শ্রীনগর হয়ে কাশ্মীর ছাড়লেন তাঁরা।

সপরিবার কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছেন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী, ব্যারাকপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত সরকার। মঙ্গলবার গুলমার্গে পৌঁছেছিল ৮ সদস্যের পর্যটকদলটি। এর আগে দু'বার কাশ্মীরে আসার পরিকল্পনা ছিল জয়ন্তদের। একবার পারিবারিক কারণে, আরেকবার পুলওয়ামার ঘটনার জেরে আসতে পারেননি। মঙ্গলবার দুপুরে গুলমার্গে গন্ডোলা রাইড করে নামার সময় ছোট ছেলের ফোনেই প্রথম হামলার খবর পান। ঘটনার পর সড়কপথে ও রেলপথে বাড়ি ফেরার ভাবনা বাতিল করে চড়া দামে অনলাইনে বিমানের টিকিট কেটে ফেলেন তাঁরা। টিকিটের দাম নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জয়ন্ত বলেন, 'একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর এভাবে বিমানের টিকিটের দাম দ্বিগুণ ও তিনগুণ হয়ে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। সরকারের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত।'

আতঙ্কিত পর্যটকদের নিজের নিজের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি কোনও উদ্যোগ বুধবার পর্যন্ত চোখে পড়েনি। তাতে ব্যাপক ক্ষুব্ধ পর্যটকরা। অথচ কাশ্মীরের স্থানীয়রা কিন্তু তাঁদের জন্য যথাসাধ্য করছেন। স্থানীয় ট্যাক্সিচালকরা পর্যটকদের জন্য বিনামূল্যে ট্যাক্সি পরিষেবা দিচ্ছেন। তাহলে সরকার কেন বিমানের টিকিটের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে না? প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ পর্যটকরা।

অনেকদিন থেকেই ভূস্বর্গের সৌন্দর্য উপভোগ করার ইচ্ছা ছিল জলপাইগুড়ির বাসিন্দা ২৫ বছরের রায়া সরকারের। ভ্রমণের প্রথম পাঁচদিন চুটিয়ে ঘুরেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে পহলগামের খবর শোনার পরই ছন্দপতন। বুধবারই সেখানে তাঁর যাওয়ার কথা ছিল। পরিকল্পনা বদলে গুলমার্গ থেকে সোজা শ্রীনগরে চলে গিয়েছেন। ফেরার জন্য ট্রেনের টিকিট বাতিল করে বাড়তি টাকা দিয়ে ২৬ তারিখের বিমানের টিকিট পেয়েছেন রায়ারা।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা সন্দীপ সিন্ধে মঙ্গলবারের ঘটনার সময় সপরিবারে পহলগামে ছিলেন। বৈসরণ যাওয়ার পথে সেনাবাহিনী তাদের আটকে দেয় এবং হোটেলে ফিরে যেতে নির্দেশ দেয়। তখনই জানতে পারেন জঙ্গি হামলার কথা। পহলগামের হোটেলে আতঙ্কের রাত কাটিয়ে বুধবার শ্রীনগরে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। টিকিটের চড়া দামে বাজেট কুলোচ্ছে না তাঁর। সন্দীপের মতোই অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন দিল্লি থেকে কাশ্মীর ঘুরতে আসা ২৪ বছরের নেভি অফিসার যশ কৌশল। দুপুরে খাওয়ার পর ঘোড়ায় চেপে বৈসরণ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সেসময় ট্যাক্সিচালকদের কাছে শোনেন ঘটনার কথা। বুধবার সকালেই শ্রীনগর ফিরে গিয়েছেন যশও।

ঝোপ বুঝে কোপ বিমান সংস্থাগুলির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : আক্ষরিক অর্থেই কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ দশা চলছে পহলগাম হামলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে। পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনায় এই মুহূর্তে কাঁপছে কাশ্মীর উপত্যকা। বেড়াতে এসে জঙ্গি হামলার আতঙ্কে ভুগছেন হাজার হাজার পর্যটক। নিরাপদে ঘরে ফিরতে তাঁরা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কিন্তু চাইলেই যে সেটা এই মুহূর্তে সম্ভব হচ্ছে না তার কারণ, বিমানের টিকিটের আকস্মিক দামবৃদ্ধি। বহু পর্যটক দ্রুত টিকিট বাতিল করে নিজের রাজ্যে ফিরতে চাইছেন। কিন্তু বিমানের টিকিটের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই।

সাধারণ সময়ের তুলনায় এখন শ্রীনগর থেকে দিল্লি বা কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া ছুঁয়েছে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত। যা মধ্যবিত্ত পর্যটকদের জন্য কার্যত অসম্ভব। এই অবস্থায় বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে টিকিটের দাম নাগালের মধ্যে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু। তিনি বলেছেন, 'পর্যটকরা যাতে শ্রীনগর থেকে নিরাপদে ফিরে আসতে পারেন সেই চেষ্টা করছি। বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলিকে আমরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছি, কোনওরকম দাম বাড়ানো চলবে না। নাগালের মধ্যে টিকিটের দাম রাখতে বলা হয়েছে।' টিকিটের দামের ওপর কড়া নজরদারির কথাও বলেছেন তিনি। বহু পর্যটক ইতিমধ্যে বেশি দামের টিকিট কেটেই ঘরে ফেরার পথে পা বাড়িয়েছেন।

জঙ্গিদের বাধা দিয়ে হত টাট্টুওয়ালা

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সাহস করে রুখে দাঁড়ানোই কাল হল স্থানীয় টাট্টুওয়ালা সৈয়দ আদিল হুসেন শাহের। পহলগামে হামলাকারী এক জঙ্গিকে বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যু হল তাঁর।

মঙ্গলবার দুপুরে কাশ্মীরের পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় আতঙ্কে যখন পর্যটকরা প্রাণ বাঁচাতে দিগ্বিদিক ছুটছেন, তখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ বাধা দেন এক জঙ্গিকে। প্রাণপণে চেষ্টা করেন ওই আক্রমণাত্মক জঙ্গির হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে। কিন্তু পারেননি। তাঁর দিকে তাক করা একে৪৭ গর্জে ওঠে। জঙ্গিদের নিরস্ত্র করার দুঃসাহস দেখানোর পরিণাম হিসাবে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় আদিল হুসেনের শরীর।

পহলগামের গাড়ি পার্কিং এলাকা থেকে বৈসরণ ময়দান পর্যন্ত পর্যটকদের টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল কাজ সৈয়দ আদিলের। মঙ্গলবারও তিনি এক দম্পতিকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। হামলার সময় তিনি ওই পর্যটকদের রক্ষা করতে গিয়েই সন্ত্রাসবাদীর গুলিতে নিহত হন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সশস্ত্র হামলাকারীরা আগে নিশানা ঠিক করতে ধর্ম জানতে চাইছিল এবং ধর্মীয় শ্লোক আওড়াতে বলছিল। সেই অনুযায়ী তারা ২৬ জন পর্যটককে চিহ্নিত করে হত্যা করে। তবে স্থানীয়দের মধ্যে একমাত্র সৈয়দ আদিল শাহই নিহত হয়েছেন।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ছিলেন সৈয়দ আদিল। তাঁর উপার্জনেই সংসার চলত। পরিবার বলতে আদিলের বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী এবং সন্তানরা। সমর্থ ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি করে সৈয়দের বাবা হায়দার শাহ বলেন, 'মঙ্গলবার কাজে পহলগামে গিয়েছিল ছেলে। বিকাল ৩টে নাগাদ আমরা হামলার খবর পাই। ওকে বারবার ফোন করেছিলাম, কিন্তু ফোন বন্ধ ছিল। কোনওভাবেই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। পরে বিকাল ৪টে ৪০ মিনিট নাগাদ ওর ফোন চালু হয়। কিন্তু কেউ ফোন তোলেনি। এরপরেই আমরা দ্রুত থানায় যাই। সেখানেই জানতে পারি, জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে তার। এর জন্য যে-ই দায়ী হোক, তারা যেন কঠিনতম শাস্তি পায়।'

বুধবার শতাধিক মানুষ অংশ নেন আদিলের অন্ত্যেষ্টিতে। উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাও। তিনি বলেন, 'আমি আর কী বলব? আমাদের অতিথিরা ছুটি কাটাতে এসেছিলেন, কিন্তু দুঃখজনকভাবে কফিনবন্দি হয়ে ফিরতে হল তাঁদের। এই তরুণ কষ্ট করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কাজে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ফিরলেন কফিনবন্দি হয়ে। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গিদের থামানোর চেষ্টা করেছিলেন। বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এরপরই তাঁকে গুলি করা হয়। আমরা তাঁর পরিবারের পাশে থাকব। প্রশাসন সাহায্য করবে।'

মূলচক্রী সইফুল্লা কাসুরি

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিলের পর জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামের বৈসরণ উপত্যকায় সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসীহানার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ ওরফে সইফুল্লা কাসুরি। কেন্দ্রীয় সরকারের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা হাফিজ সঈদের ঘনিষ্ঠ সইফুল্লা। সে বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত। গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, হত্যালীলা দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) চালালেও সন্ত্রাসের ছক সইফুল্লা কষেছিল।

মুখভর্তি দাড়ির সইফুল্লা কাসুরি পাকিস্তানে লস্কর-ই-তৈবার সিনিয়ার কমান্ডার। তার সঙ্গে পাক সেনাবাহিনীর দহরম-মহরম রয়েছে। সশস্ত্র সেনা সইফুল্লার বিলাসবহুল গাড়ি ঘিরে থাকে। লস্করের পেশোয়ারে যে সদর দপ্তর রয়েছে তার প্রধান সইফুল্লা জেইউডির অধীনে থাকা পাক পঞ্জাব প্রদেশের সমন্বয় কমিটিতেও রয়েছে। মার্কিন বিদেশমন্ত্রক ২০১৬ সালে জানিয়েছিল, জেইউডি আসলে লস্কর-ই-তৈবার ছদ্মনাম।

গোয়েন্দা সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, পহলগাম হামলার ঠিক দু'মাস আগে পাক পঞ্জাবের কাঙ্গালপুরে সইফুল্লাকে দেখা যায়। ওই সময় সেনাকর্মীদের মনোবল বাড়াতে সইফুল্লাকে আমন্ত্রণ করেন পাক সেনার কর্নেল জাহিস জারিন। সইফুল্লার বক্তৃতায় ভারতবিরোধী বার্তা ছিল। সে ভারতীয় সেনার ওপর হামলা চালাতে পরামর্শ দেয়। কাশ্মীর দখলের হুংকার পর্যন্ত দিয়েছে। পাক বাহিনীতে তার জনপ্রিয়তা সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিল, পাক সেনাছাউনিতে তার গাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পবৃষ্টি।

শোকস্তব্ধ গোটা ভারত। এই ছবিটাই যেন তার প্রতিচ্ছবি।

পর্যটকদের স্বপ্নে জঙ্গিহানা

কাশ্মীর মানেই স্বপ্নের ট্রিপ। প্রত্যেকেরই জীবনে ইচ্ছে থাকে অন্তত দু'বার কাশ্মীর যাওয়ার। এক, বরফ দেখতে, দুই, টিউলিপ। চলতি টিউলিপের মরশুমে উত্তরবঙ্গ থেকেও বহু পর্যটক কাশ্মীর যাবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন। কেউ কেউ টিকিটও কেটে ফেলেছিলেন।

সানি সরকার ও অভিজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৩ এপ্রিল : টিউলিপে রক্তের দাগ। ভূস্বর্গ পরিণত মৃত্যু উপত্যকায়। জঙ্গিহানায় হঠাৎ বদলে যাওয়া কাশ্মীরে এখন আর কেউ থাকতে চাইছেন না, ফিরতে চাইছেন নিজভূমে। নতুন করে ভূস্বর্গে যেতে চাইছেন না তেমন কোনও পর্যটকই। মানতেও পারছেন না, দীর্ঘদিন ধরে সযত্নে লালন করা কাশ্মীর বেড়ানোর স্বপ্ন এভাবে চুরমার হয়ে যাবে। 'আজ ইচ্ছে হল, কাল চললাম', - এভাবে তো ভূস্বর্গে যাওয়া যায় না। কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা নিতে হয় অনেকদিন ধরে। নতুন করে পরিকল্পনা নিয়ে ফের কি ব্যাগ গোছানো সম্ভব? পহলগামে জঙ্গিহানা এবং পর্যটক নিধনের ২৪ ঘণ্টার পর উত্তর খোঁজার চেষ্টায় পর্যটকরা।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টিভির সামনে বসেই ভূস্বর্গে রক্তের দাগ দেখেছেন শ্রেয়সী দাশগুপ্ত। তখনই তাঁর মনে অমঙ্গলের বান ডেকে যায়। তাহলে কী হবে? নিজের মতো করে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন বারবার। কর্মস্থল থেকে রাতে স্বামী প্রীতম ফিরলে দুজনে বসে পড়েন পহলগাম যাওয়ার আলোচনায়। কিন্তু কিছুতেই নিজেদের কর্তব্য ঠিক করতে পারেননি। বুধবার সকালে বুকিং বাতিল করে দেন। শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার শ্রেয়সী বললেন, 'প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। কিন্তু কাশ্মীর যাব বলে এবার পুজোয় কোথাও যাইনি। টাকাটা জমিয়ে রেখেছিলাম। ৩০ এপ্রিল কলকাতা থেকে বিমান ছিল। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি দেখে সাহস হল না। ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছি।' ভবিষ্যতে কোনওদিন যাওয়া হবে কি না, অনিশ্চয়তায় তিনি।

মে মাসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন কামাখ্যাগুড়ির দেবাশিস গোপ। তবে জঙ্গিদের বন্দুকের নিশানা পর্যটকরা হওয়ায় ভূস্বর্গে যাওয়া ঠিক হবে কি না, দ্বিধায় রয়েছেন তিনি। দেবাশিস বলছেন, 'কাশ্মীর আমি ঘুরে এসেছি। এবার পরিবারকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে চিন্তায় পড়ে গিয়েছি। আরও পনেরোদিন দেখব, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।' তবে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করতে নারাজ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা শিবনাথ দাস। বুধবার ট্যুর প্রোগ্রাম বাতিল করে দেন তিনি। আগামী মাসে সাতজন মিলে তাঁদের ভূস্বর্গে যাওয়ার কথা ছিল। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের কর্মী শিবনাথ বলছেন, 'ট্রেনের টিকিট কাটা সহ ঘুরতে যাওয়ার সমস্ত কাজ সেরে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যাচ্ছি না।' পর্যটকদের বুকিং বাতিলে চিন্তায় পড়েছেন আলিপুরদুয়ারের ট্রাভেল এজেন্ট, পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এমনই একজন স্বরূপ দে বলেন, 'যেভাবে বুকিং বাতিল হচ্ছে, তা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাদের। এমনটা চলতে থাকলে ব্যবসায় চরম ক্ষতি হবে।'

পহলগামের ঘটনায় দুশ্চিন্তায় কাশ্মীর সফর বাতিল করেছেন কিশোরকুমার সিনহা। স্ত্রী মীনাক্ষী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে একটি পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে আগামী মাসের শুরুতেই তাঁর শ্রীনগরে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে পহলগাম, গুলমার্গ। সফর বাতিল করে কিশোরকুমার বলছেন, 'জঙ্গিদের বন্দুকের সামনে তো পরিবার নিয়ে দাঁড়াতে পারি না? তাই আর কাশ্মীর যাচ্ছি না। ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতে করব।'

আসলে পহলগামে জঙ্গিহানা ভূস্বর্গের পর্যটনের ভীতটাই নাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুতেই কাশ্মীরে পা রাখতে চাইছেন না পর্যটকরা। কাশ্মীর বেড়াতে যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেন পর্যটকরা, জঙ্গিরা যেন সেই স্বপ্নেই আঘাত এনেছে।

বড় কিছু হতে পারে, ইঙ্গিত ছিলই!

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : জম্মু ও কাশ্মীরের পহলগামে জঙ্গি হামলায় মৃত্যু হয়েছে ২৮ জনের। মৃতদের মধ্যে ২৭ জন পর্যটক। একসঙ্গে এতজন পর্যটকের খুন হওয়ার ঘটনা উপত্যকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। মঙ্গলবারই পহলগাম হামলার দায় স্বীকার করেছে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈয়বা (এলইটি)-র ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এদিকে গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, কাশ্মীরে জঙ্গিরা যে বড় কোনও ঘটনা ঘটাতে চলেছে দিনকয়েক আগেই সেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঘাঁটি গেড়ে থাকা এক জঙ্গি নেতার একটি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য গোয়েন্দাদের নজরে এসেছিল। কিন্তু সেই বার্তা বিশ্লেষণ করে পদক্ষেপ করার আগেই পহলগামে হামলা চালায় জঙ্গিরা।

হামলার চরিত্র বিশ্লেষণ করে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা একমত যে পুরোদস্তুর ছক কষেই মঙ্গলবারের ঘটনা ঘটানো হয়েছিল। হামলার আগে এলাকায় রেইকি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। যে দলটিকে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে কাশ্মীরি ও পাকিস্তানি দুই তরফের জঙ্গিরা ছিল। ইতিমধ্যে ৩ জন জঙ্গির নাম সামনে এসেছে। আসিফ ফৌজি, সুলেমান শাহ এবং আবু তালহা। আততায়ীদের অন্তত ২ জন পাকিস্তানের নাগরিক। আরও জানা গিয়েছে, জঙ্গিদের সঙ্গে থাকা বডি ক্যামেরা ও হেলমেট মাউন্ট ক্যামেরার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপারে থাকা মাস্টারমাইন্ডরা হত্যার খুঁটিনাটি দেখেছে। শুধু তাই নয়, গণহত্যা চলাকালীন আততায়ীদের রিয়েল টাইম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হামলার মাস্টারমাইন্ড হিসাবে যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার নাম সইফুল্লা কাসুরি ওরফে খালিদ। লস্করের সিনিয়ার কমান্ডার খালিদের টিআরএফের অপারেশন পরিচালনার দায়িত্বে থাকা দুই সংগঠনের অভিন্ন উৎসের প্রমাণ। সব মিলিয়ে সীমান্তপার থেকেই যে যাবতীয় পরিকল্পনা ছকা হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কাশ্মীর পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, টিআরএফকে সামনে রেখে কাশ্মীরে জঙ্গিবাদকে নতুন পথে চালিত করছে পাকিস্তান। সাধারণ কাশ্মীরি ও সেখানে বেড়াতে যাওয়া ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে লস্করের ছায়া সংগঠনটি।

তথ্য বলছে, ২০১৯-এ লস্করের মুখোশ হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল টিআরএফ। ২০২১ থেকে কাশ্মীরে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর ধারাবাহিক হামলা চালাচ্ছে তারা।

ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩৩৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ বৈশাখ ১৪৩২

হত্যা ও ধন্দ

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ পরবর্তী জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত দাবি এবং প্রচারকে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল পহলগামের বৈসরণে নারকীয় সন্ত্রাস। জম্মু ও কাশ্মীর বরাবরই জঙ্গি হামলার জেরে খবরের শিরোনামে থাকে। তবে ভূস্বর্গের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে যাওয়া পর্যটকদের ওপর এত বড় হামলা এই প্রথম।

তার ওপর পরিচয় জেনে বেছে বেছে পর্যটকদের ওপর গুলিবৃষ্টির নজিরও অতীতে ছিল না। হামলায় বাধা দিতে গিয়ে জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ গিয়েছে স্থানীয় সহিস সৈয়দ আদিল হুসেনের। জঙ্গি হামলায় নিহতদের তালিকায় তিনিই একমাত্র কাশ্মীরি। এর আগে নিরাপত্তা বাহিনীর পাশাপাশি অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের ওপর অনেকবার জঙ্গি হামলা হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় রক্ত ঝরেছে কাশ্মীরি পণ্ডিত এবং ভিনরাজ্য থেকে গিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের।

কিন্তু পরিচয় জেনে পর্যটকদের যে নারকীয় হত্যালীলা মঙ্গলবার পহলগামে ঘটেছে, তা দেখে শিউরে উঠেছে গোটা দেশ। দেশের নাগরিকের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ এই জঘন্য অপরাধে জড়িতদের কঠোর শাস্তি চাইছেন। নিহতদের জন্য শোকস্তব্ধ সাধারণ কাশ্মীরিরাও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা প্রমুখ সকলেই ভবিষ্যতে এই ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা চান।

ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দফায় দফায় বৈঠক করেছে। তাতে এখনও পর্যন্ত চারজন হামলাকারীর প্রাথমিক পরিচয় সামনে এসেছে। তাদের স্কেচ আঁকা হয়েছে। তা থেকে জানা গিয়েছে, ওই চারজনের দুজন পাকিস্তানি, বাকি দুজন কাশ্মীরি জঙ্গি। হামলার দায় স্বীকার করেছে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তৈবার ছায়া সংগঠন দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট।

পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে ভারতবিরোধী জঙ্গি সংগঠনগুলি দীর্ঘদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে সক্রিয়। কাজেই মুখে স্বীকার না করলেও হামলার দায় পাকিস্তান সরকার, সেদেশের সেনাবাহিনী এবং আইএসআইয়ের বলে মনে করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। এই দুষ্কর্মের জন্য অতীতের মতো আবার তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হতে পারে বলে চর্চা চলছে।

সবচেয়ে বেশি আলোচনার কারণ হয়ে উঠেছে পরিচয় জেনে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনা। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, জঙ্গিরা হামলার আগে বৈসরণ এলাকায় রেইকি করেছিল। তাদের এই গতিবিধি গোয়েন্দারা জানতে পারল না। ফলে প্রতিরোধের আগাম বন্দোবস্ত করা গেল না। যা সরকারের চরম ব্যর্থতার প্রমাণ। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো বটেই, বিজেপির ছোট-বড় নেতারা এতদিন প্রচার করেছেন, ৩৭০ রদ পরবর্তী কাশ্মীর শান্তির মরূদ্যান হয়ে উঠেছে।

পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর জঙ্গি হামলা সেই প্রচারে নিঃসন্দেহে চপেটাঘাত। যে সদ্য বিবাহিত তরুণী স্বামীকে হারিয়েছেন, যে সন্তান বাবাকে আচমকা গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়তে দেখেছে, তাদের চোখের জলে স্পষ্ট, কেন্দ্রীয় সরকারের কাশ্মীর নীতিতে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো থেকে গিয়েছে। মাত্র কয়েকমাস আগে জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচিত সরকার তৈরি হয়েছে। পর্যটনকে সামনে রেখে স্থানীয় অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল।

সেই স্বপ্নই যেন মঙ্গলবার গুলিবিদ্ধ হল। সম্প্রতি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনীর দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়ে কাশ্মীরকে নিজের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরেও ভারতের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলি যে নড়েচড়ে বসেনি, সেটা প্রমাণ হল। জঙ্গি হামলার স্থান, সময় এবং নিশানা নির্বাচন এই ঘটনার তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যটকদের পরিচয় জেনে এই আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে তাই বহু প্রশ্ন আছে। পহলগামে রক্ত ঝরেছে মানবতার, পারস্পরিক বিশ্বাসের এবং ভরসার।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

কাশ্মীর বললে এখন যা মনে পড়ে/১

পর্যটনকে ঘিরে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন যেসব কাশ্মীরবাসী, তাঁরা কেউ হিন্দু হত্যা করে জান্নাত নিবাসী হতে চাইবেন না।

সেবন্তী ঘোষ

শৈশবে মা-বাবার সঙ্গে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির কাছে তখন দিঘার চল শুরু হয়নি। দার্জিলিং, পুরী ও সঙ্গে কাশ্মীর ছিল অবশ্য দর্শনীয় স্থান। সত্তরের শেষ, আশির শুরু বলে রাজনৈতিক সমস্যা তেমনভাবে ছিল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কাশ্মীরবাসীর সৌন্দর্যে আমাদের সবার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

সে সময় দেশাত্মবোধ প্রদর্শনের বাধ্যতামূলক দায় ছিল না বলে তাঁরা বেশ আলগা আলগাই ছিলেন, যেমনটা আমরা হাতের কাছে দার্জিলিংয়েও দেখতাম। বেড়াতে গিয়ে পহলগাম পেরিয়ে কোথায় সীমান্ত, তা কেউ দেখাননি, আমরাও উৎসাহী ছিলাম না।

এরপর সিন্ধু-শতদ্রু-গঙ্গা-ঝিলমে আঁকাবাঁকা তরবারির ছায়া খেলে গিয়েছে। বাঁকা স্রোত আর সোজা পথে না গিয়ে জটিলতর হয়ে উঠেছে। দোষারোপ, পালটা যুক্তি, নির্বিচারে হত্যা, খুনের বদলা খুন, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, লিবারেল, ইসলামোফোবিক, হিন্দুত্ববাদ, বলিউডি ঝনৎঝংকার - এই সব কিছুর মাঝে ঘেঁটে ঘ হয়ে গিয়েছে শিকারা মালিক, শাল ও আখরোট বিক্রেতা, শালিমার বাগের মালি, সোনমার্গ পহলগামের ঘোড়াচালক।

আবার একটি কফিনের সামনে কাশ্মীরি মহিলারা। পহলগামে জঙ্গি হানায় মৃত তরুণের গ্রামে। বুধবার।

ততদিনে সন্ত্রাসী, আর কে বীর শহিদ- কাশ্মীর আর অবশিষ্ট ভারত এই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করতে শুরু করে দিয়েছে। স্পষ্টতই এক পক্ষের কাছে যে জঙ্গি, অন্যের কাছে সে স্বাধীনতা যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। একপক্ষ উড়িয়ে দিয়েছে সেনা কনভয়, ছুড়েছে পাথর। বদলে রাষ্ট্র ফিরিয়ে দিয়েছে চোখ অন্ধ করে দেওয়া ছররা বুলেট, বিধবার একঘেয়ে সেলাই মেশিন। শ্রীনগরের প্রাণ টলটলে স্বচ্ছ ডাললেক ভরে উঠেছে অবিশ্বাসের আবর্জনায়। একটি প্রজন্মের মাথায় অবিশ্বাস আর ঘৃণার বীজ উপ্ত হয়ে গিয়েছে এভাবেই। প্রতিপলে যেখানে স্বার্থের ষড়যন্ত্র, কে, কাকে বিশ্বাস করবে? বাদবাকি ভারতবাসী দূর থেকে মিডিয়ার ছাঁকনিতে দেখে, কার পক্ষ কীভাবে নেবে?

বেশ কিছু বছর আগে বিদেশে সাহিত্যসভার আমন্ত্রিত লেখকদের মধ্যে আমরা দুজন ছিলাম কবি মেয়ে। কোভিডে অকাল প্রয়াত উর্দু ভাষার কবি তরন্নুম রিয়াজ। দিল্লি থেকে যাত্রা শুরুর সময় আমরা কেউ কাউকে চিনি না। শুনলাম, ওর স্বামী কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। প্রহর গড়াতেই আমি আর তরন্নুম সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়ে উঠলাম। কারণ বাদবাকি সফর পর্যন্ত আমরা দুজনেই এক দেশ থেকে এসেছি এবং আমরা এই লেখক দলে দুজন মাত্র মেয়ে।

তার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসে একটি ফোন আসা ছিল অনিবার্য। আমার কাছে সে দিদি হয়ে থেকেছে। তরন্নুম জানিয়েছিল, বর সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার কারণে তারা কাশ্মীরে গেলে খুব সাবধানে থাকে। অ- কাশ্মীরিকে বিয়ে করলে জমিজায়গা পাওয়া যায় না। তার দাদু এসেছিল পাকিস্তানের কোনও এক এলাকা থেকে। কাশ্মীরে বসবাস করবে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থানীয় এক মহিলাকে বিয়ে করতে হয়। ধর্মে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তারা কোনও দেহরক্ষী ছাড়া শ্রীনগরে ফিরতে পারে না।

তরন্নুম রিয়াজের সঙ্গে ভারতবাসী হিসেবে আমি নিজের কোনও তফাত খুঁজে আর পাইনি। কিন্তু এর উলটোদিকের গল্পও আছে। ঢাকা লিটফেস্টে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করছিল। প্রতি লেখকের সুবিধা ও অসুবিধা দেখা, সঙ্গে থাকা তাদের কাজ। বদলে ক'দিন লেখক সঙ্গ পাবে তারা। আমার সঙ্গে যে, স্বভাবতই আমার মতো অখ্যাত লেখকের সঙ্গে থাকাটা তেমন উপভোগ করছিল না, তার দুই বন্ধু রয়েছে প্রখ্যাত লেখক বেন ওকরির সঙ্গে। তাই খাওয়ার টেবিলে সে বেন ওকরি সহ তার দুই বন্ধুর কাছে আমাকে উপস্থিত করল।

তার এক বন্ধু, মুখ বয়সের তুলনায় ভারী বিষণ্ণ। বাংলায় টুকটাক কথা বলছিল। এই পরিবেশে অন্যদের তুলনায় তাকে কেমন যেন হতাশ দেখাচ্ছিল। আমার সঙ্গী মেয়েটি ওর সঙ্গে আলাপ করাল। এবার দেখি সেই মেয়েটি আমার সঙ্গে কথা বলতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক। প্রায় জোর করেই কথা বলে জানতে পারলাম, মেয়েটি মানে সাবিনার বাড়ি শ্রীনগরে। মেয়েটির পারিবারিক শাল ও জামাকাপড়ের ব্যবসা। বাংলাদেশে নাকি বেসরকারি ডাক্তারি পড়া থেকে অনেক কিছুতেই খরচ কম, তাই এখানে পড়তে এসেছে।

তার মতো আরও বেশ কিছু কাশ্মীরি ছেলে-মেয়ে ঢাকা সহ বাংলাদেশের নানা জায়গায় পড়াশোনা করে। ভারতেও কম খরচে পড়া যায়, বলাতে উত্তর দেয়, উত্তর-পূর্বের ছেলেমেয়েদের মতো তাদেরও দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু, প্রায় পর করে রাখা হয়। পিজি থেকে বাড়ি ভাড়া পাওয়া মুশকিল। দেশ গাঁ থেকে কেউ এলে এলাকায় তাকে সন্দেহভাজন মনে করা হয়। তাদের চেহারার জন্য সহজেই লোকে আলাদা করে চিনে ফেলতে পারে। ব্যঙ্গোক্তি থেকে শারীরিক আক্রমণ, কিছুই বাদ যায় না।

তখন অবধি কাশ্মীরের কবি কলহনের রাজতরঙ্গিনী ছাড়া কাশ্মীর বিষয়ে আমার প্রায় কিছুই পড়া ছিল না। সে আমাকে হাব্বা খাতুনের কবিতা শোনাল। এই যে কথাটুকু, এর জন্য আমাকে আড়াই দিন চেষ্টা চালাতে হয়েছিল। কিন্তু শেষাবধি সে আমাকে বন্ধু মনে করেনি, দূরত্ব বজায় রেখেছে, কোনও নম্বরও বিনিময় করেনি। সে তরন্নুম রিয়াজের প্রজন্ম নয়। সামরিক বুট আর জঙ্গি সন্ত্রাসের টানাপোড়েনে সে মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়েছে। ভারতীয় এবং ধর্মে হিন্দু, গায়ে পড়ে যাওয়া দু'দিনের আমাকে, সে বিশ্বাস করবে কী করে?

সারা পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা নামমাত্র। সে ইসলাম বা খ্রিস্টান বা বৌদ্ধ জৈন ইহুদি শিখের মতো এক ঈশ্বর, এক ধর্মগ্রন্থের উপাসক নয়। তার সাংখ্য যোগ, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরকেও অশুদ্ধ মনে করে। তার ভিতর বহু থেকে একেশ্বর, আজীবক থেকে চার্বাক লীন হয়ে আছে। এই বহুত্বের পূজারি জনগোষ্ঠী যে সংস্কৃতি ধারণ করে থাকে তা বহু প্রাচীন। প্রকৃতিপুজো বা শামাধর্মের পরে পরেই তার বিবর্তন। নতুন সংঘবদ্ধ বহু ধর্মের আঘাত সহ্য করে সে টিকে আছে এবং টিকে থাকবে। আগ্রাসনের মোকাবিলায় সে আগ্রাসী হয়নি বলেই হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে।

আজ তাই রক্তের বদলে রক্ত দেখার বদলে প্রতিবেশী দেউলিয়া রাষ্ট্রটিকে কূটনৈতিক দৌত্যে পরাস্ত করা দরকার। কে না জানে ভারত বিরোধিতা ছাড়া তার এখন আর কোনও অস্ত্র নেই। কিন্তু এই যে একটি ঘৃণা, অস্ত্র বেচা, শত্রুতার জাল তৈরি করা হয়, চিরকাল এর পিছনে অঙ্কে শূন্য পাওয়ার মতো বোকা হয়ে থাকল সাধারণ মানুষ।

জেহাদে পর্যটক হত্যায় ওই অনুন্নত এলাকার, যেখানে শিল্প কলকারখানা কিছু নেই, শুধুমাত্র পর্যটন সম্বল, বলা যেতে পারে কতগুলো রুগ্ন ঘোড়া সম্বল, সেই মানুষগুলির কী লাভ হল? আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন, পর্যটনে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিলেন যেসব সাধারণ কাশ্মীরবাসী, তাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দু হত্যা করে অচিরেই স্বর্গবাসী, জান্নাত নিবাসী হতে চান?

কোথায় গেল আমাদের সাধের গর্বের ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো? রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'সব ঠিক হ্যায়' বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তাই তো সাহসীদের সঙ্গে অতি ভীতুও আশ্বস্ত হয়ে উপত্যকায় ভ্রমণ করছিল। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে আরও দুশো জঙ্গি হত্যা করে এলেও এই সব পরিবার কখনোই তাদের নিরপরাধ সদস্যদের ফেরত পাবে না। একটি ধর্মের ভিত্তিতে যেভাবে খুন করা হল, তাদের পরিবারের মনে কতখানি ঘৃণার বীজ চিরকালের জন্য রোপিত হয়ে গেল, আমরা কল্পনাও করতে পারব না।

তবে জানার ইচ্ছে হয়, কাশ্মীরে অবরোধ জারি রাখার কথা যারা বলছি, তারা কি মুর্শিদাবাদ, মালদাতেও অবরোধ জারি রাখব? পরিত্যাগ করব সেই উপদ্রুত অঞ্চল? ধিক্কার দিতে হলে সবটাই দিতে হয়। ইসলাম বিদ্বেষী হওয়া যেমন সমর্থনযোগ্য নয়, তেমন জেহাদের নামে ইসলামি সন্ত্রাসবাদকে জোরের সঙ্গে নিন্দা করতে হবে। ঠিক গাজায় আক্রমণের যেমন নিন্দা করছি, ঠিক তেমনভাবেই। আবার তেমনই সব সংখ্যালঘুকে সন্দেহের চোখে দেখব, এ কি কোনও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় বহন করে?

(লেখক সাহিত্যিক, শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৯৭২

চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৭৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার।

আলোচিত

ওই হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা যে কোনও রকম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। এগুলো সবই ভারতের দেশীয় বিদ্রোহ। তাদের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। একটা নয়, দুটো নয়, কয়েক ডজন রাজ্যে। নাগাল্যান্ড থেকে কাশ্মীর, দক্ষিণে, ছত্তিশগড়ে, মণিপুরে।

-খাজা আসিফ

(পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী)

ভাইরাল/১

পাকিস্তান সুপার লিগে বোলারের ঘুসি খেল উইকেট-কিপার। মুলতান সুলতান ও লাহোর কালান্দার্সের ম্যাচে মুলতানের পেসার উইকেট নেওয়ার পর কিপারের সঙ্গে হাই-ফাইভ করতে যান। তাঁর হাত কিপারের হাতে না লেগে লাগে মুখে। চিৎপাত কিপার।

ভাইরাল/২

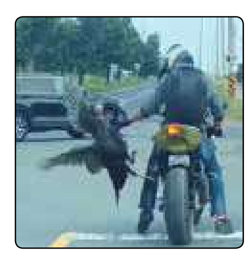

মানুষ ও টার্কির লড়াই। এক বাইকার ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল। আচমকা একটি টার্কি তাকে আক্রমণ করে। বাইকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পালটা লাথি চালায় বাইকার। দুই মহারথীর লড়াইয়ের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

জনমন জনমত

বুলেটের আওয়াজে থমকে স্বর্গীয় উপত্যকা

রোজা সিনেমাটা মনে আছে নিশ্চয় সকলের? মধুচন্দ্রিমাতে গিয়ে সেই নায়কের কিডন্যাপ হয়ে যাওয়া। ছায়াছবি মুক্তির সালটা ১৯৯২। নিও লিবারেল অর্থনীতি মাথা তুলে দাঁড়ায়নি তখনও দেশের বুকে। হাসিন ওয়াদিয়ার অশান্ত চিত্রগ্রহণ। কাট টু, ৩৭০ মুক্ত ডিজিটাল ইন্ডিয়া। কিছু ভাবার আগেই ঘটনাটাও ঘটে গেল।

এই তো সবে ইনস্টাগ্রামে পাহাড়ের বুকে নায়ক-নায়িকা সেজে রিল বানিয়ে আপলোড করছিলেন হয়তো কোনও অজানা দম্পতি। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা কাশ্মীরে। হঠাৎ একটি অতর্কিত প্রশ্ন- ধর্ম কী তোমার? আর বুলেটের আওয়াজে ঢেকে গেল বরফের উপত্যকার চেনা পহলগাম। মধুচন্দ্রিমার চাঁদ ডুবে গেল চির অন্ধকারে। বোবা কান্না জমে হল হতাশা, মিডিয়ার মাইকের সামনে।

আজকের দিনে যখন কাশ্মীরে পর্যটন ব্যবসা ধীরে ধীরে সাবালক হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে, পর্যটকদের মনে ঝিলামের প্রাচীন লোকগান- তখন এই নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর হামলা নিঃসন্দেহে ভয়ের পুরোনো বাতাবরণ ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবে সাময়িকভাবে হলেও।

মানুষ কাশ্মীরে পা দেওয়ার আগে দশবার চিন্তা করবেন। তবে এই ধর্মীয় আতঙ্কের ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ধর্ম কম, অর্থের গল্প বেশি। পর্যটকের সংখ্যা বেশি মানে বাড়তি উপার্জন। লোকের পকেটে পর্যাপ্ত টাকা। সুতরাং, কর্মের সাবলীলতায় ধর্মের গা-ছাড়া ভাব। কিন্তু এমনটা চললে ধর্মের নামে লড়াই করবে কে! অতএব, অশান্ত করো উপত্যকা। কেড়ে নাও ঘুম, মুছে দাও স্বপ্ন। জেহাদি ডিলিউশনের ইতিকথা শুনিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দাও উলটোদিকে। পাথর তুলে দাও শিশুদের হাতে তাদের ভবিষ্যৎকে অনিশ্চিত করে।

যদিও এই চেনা ছকের ব্লু-প্রিন্ট সকলেরই জানা। হয়তো আতঙ্কবাদীরা ধরা পড়বে শীঘ্রই। তবে যে ক'টা সংসার আজ ছারখার হয়ে গেল তাদের ক্ষতিপূরণের বিধান লেখা আছে কোন ধর্মে! ধর্ম যদি শান্তির কথাই বলে তবে হিংসার এই রক্তবীজ বারেবারে বোমা হয়ে ফাটেই বা কেন?

এই ফাটলের মুখে উন্নয়নের হাতুড়ির আঘাত প্রয়োজন এবং আরও বেশি করে কাশ্মীরিদের এখন দরকার ভারতবাসী হয়ে ওঠার, যাতে আর্থসামাজিক পরিকাঠামোর উন্নতিতে লেখা থাকে সংহতির মলম। সাধারণ নাগরিকের কাছে একটুকরো স্বর্গভূমি হয়েই থেকে যাক কাশ্মীর চিরকাল- খুশি ফিরে আসুক অবিলম্বে। ভয়ের ছায়া কেটে যাক জলদি। নতুন সকাল, পর্যটকদের হাসির আওয়াজ ও কাশ্মীরি ওয়াজওয়ানের গন্ধে লেগে থাকুক শান্তির বার্তা। ব্যাস, এটুকুই আশা।

সৌরভ মজুমদার
প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

কাশ্মীর বললে এখন যা মনে পড়ে/২

জঙ্গিহানার সঙ্গে দোষারোপের খেলার মাঝখানেই শ্রীনগরের হেলাল, জলিল, মনসুর, রফিকদের কথা স্মৃতিতে ভাসে।

মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস

রাত প্রায় সাড়ে ন'টায় শ্রীনগর এয়ারপোর্টে পৌঁছেছিলাম সেদিন। বিএসএনএলের লাইন করিয়েও কাশ্মীর পৌঁছোনোর পর কোনও ফোন সংযোগ ছিল না। বাইরের লাউঞ্জে আসতেই টের পেলাম কতটা দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর রাত, অল্প আলোয় ক্রমেই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এয়ারপোর্ট। সিকিউরিটি বলছে, আপনারা বেরিয়ে যান, প্রস্থান দরজা বন্ধ হবে। কোথায় যাব!

'হেলাল' নামের যে ড্রাইভারের আমাদের নিতে আসার কথা, সে এসে পৌঁছোয়নি এই দুর্যোগে। অনেক চেষ্টা করে জানা গেল, তিনি বেশ খানিকটা লেটে অনেকটা দূরে এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়ানো। এবার লাগেজপত্র সহ নাজেহাল আর ভিজে চুপ্পুস, জিরো ডিগ্রি ঠান্ডায় বাইরে অনেকটা এসে গাড়িতে উঠতে হল।

শ্রীনগর তো এলাম, অদ্ভুতভাবে হোটেল ম্যানেজার জানাল, 'ডিনার নেহি হোগা। অল ফিনিশড, ইধার তো নেহি মিলেগা।' আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত। এবার পরিত্রাতা ড্রাইভার হেলাল। সে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে ডিনারের ব্যবস্থার চেষ্টা করে। হোটেল ম্যানেজার সুযোগ বুঝে ভয়কে ত্বরান্বিত করে। 'ঠিকঠাক সব জান বুঝকর' আমাদের রওনা দেওয়া দরকার ছিল, ইত্যাদি।

এই অসম্মান আর সংশয়ের মধ্যেই হেলাল ডাল লেকের কাছেই এক ধাবায় নিয়ে যায়। সেখানে অল্পবয়সি কাশ্মীরি মুসলিম ছেলেটি অতি দ্রুত রুটি তরকা বানিয়ে অত রাতে আমাদের চিন্তা দূর করে। আর মুহূর্তে হেলাল আমাদের ত্রাতা হয়ে ওঠে। বলে

দেয়, কোথাও খাবার না পেলে তার বাড়িতেই নিয়ে যেত।

সে ছেলেকে ভুলি কী করে! পহলগামে পুরো দু'দিন এক রাত সেই আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার। যাওয়ার পথে লিদার নদী, আপেলখেতের শুকনো ডালের পাশে দরিদ্র কাশ্মীরি কন্যা আর তার শ্রমিক মুসলিম বাবার চোখের স্বপ্ন দেখে নিই হেলালের সঙ্গে যেতে যেতে।

ধর্মের নামে আবেশে আবেগে যারা জিগির তুলে এক নির্দিষ্ট ধর্মকে দোষারোপ করে, দাঙ্গা উসকে দেওয়ার চেষ্টায় থাকে, তাদের নিজের দিকে তাকানোর সময় এসেছে। জঙ্গি হানার সঙ্গে সঙ্গে দোষারোপের খেলার মাঝখানেই হেলাল, জলিল, মনসুর, রফিকদের কথা মনে পড়ে ধারাভাষ্যের মতো। কত যে সাহায্য করেছে ওরা।

গুলমার্গ পর্যন্ত গিয়ে হেলালের এক আত্মীয়ের মৃত্যুসংবাদ আসতেই ওয়াসিম আমাদের ড্রাইভার হয়ে আসে। হেলালের সিম তখনও আমাদের মোবাইলে। যা ব্যবহার করে বাড়িতে যোগাযোগ রাখছিলাম আমরা। ওয়াসিম নামের বাচ্চা ছেলেটার মুখে আমি সন্তানের ছায়া দেখেছি। কী দক্ষতার সঙ্গে সে আমাদের গন্ডোলা হয়ে কুন্ডলি পয়েন্টে সঙ্গে থাকে। সোনমার্গের বরফ ঢাকা ঘরে, রাত জাগা অন্ধকারেও ওয়াসিম, রফিক, মণিরুল এদের সাহায্য ভোলা সহজ নয়। সারি সারি চিনারের শুকনো ডালে, ওয়ালনাটের গুচ্ছ শাখায়, আপেলখেতে আবার রং ধরবে। ওই কাশ্মীরি ছেলেগুলোর শ্রমের মর্যাদাটুকু যেন দিতে পারি আমরা।

ট্যুরিস্ট নিধনে ওদের চোখেও জল টলমল করে। অনশনে থাকে রাতদিন। মোমবাতি জ্বালিয়ে পালন করে শোক।

শোক অন্তরে জ্বলন্ত। জঙ্গি তো জঙ্গিই হয়। দুর্বৃত্ত দুর্বৃত্ত-ই। তাদের ধর্ম পরিচয় নেই। মানুষ ধর্মই মহান। সে কে হিন্দু, কে মুসলিম! যে মানবিক মুখগুলো আমরা পেয়েছি হিলাল, ওয়াসিম, রফিকের হাত ধরে বরফ ঝরা রাতের দুর্ভেদ্য রহস্য ঘেরা হাউসবোটে রাত কাটানোর ভীতি মিশ্রিত রোমাঞ্চে! আর সাদা হয়ে থাকা বরফ ঘেরা উপত্যকায়।

'ধর্মের নামে মোহ এসে যারে ধরে/অন্ধ সে জন, মারে আর শুধু মরে'।

(লেখক সাহিত্যিক। জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১২৩

পাশাপাশি : ১। নিশান বা ঝান্ডা ৩। কান ভাঙানি দিয়ে বিবাদ বাধানোর চেষ্টা ৪। নির্ধারিত সময়ের আগে সভা ডাকা ৫। পাওনাদার বা অংশীদার ৭। ছেঁড়া-ফাটা কাপড় ১০। একটি ধাতু, ইংরেজি নাম জিংক ১২। তাড়াহুড়ো করা ১৪। নদী যেখানে সাগরে মিশে ১৫। বাউন্ডুলে বা ভবঘুরে, যার কোনও আশ্রয় নেই ১৬। মুখে মুখে গুণ করার চার্ট বা তালিকা।

উপর-নীচ : ১। শীতকালে যে গাছের পাতা ঝরে যায় ২। একটি মাছের নাম ৩। মাটি ভেদ করে জন্ম ৬। পৈতৃক সম্পত্তিতে ভাগ আছে ৮। ঠাট্টা, কৌতুক ৯। আড়ষ্টভাব দূর করার জন্য গা-মোড়া দেওয়া ১১। অকারণে তোষামোদ করা ১৩। মহিলা, স্ত্রীলোক।

সমাধান ■ ৪১২২

পাশাপাশি : ২। পীতপর্ণী ৫। বেয়াড়া ৬। লোটাকম্বল ৮। পানা ৯। পঙ্ক ১১। নদের চাঁদ ১৩। বদনা ১৪। মায়াডোর।

উপর-নীচ : ১। নিবেদন ২। পীড়া ৩। পরোটা ৪। অচল ৬। লোনা ৭। কলঙ্ক ৮। পাচার ৯। পদ ১০। ছুতোনাতা ১১। নর্দমা ১২। চাঁদোয়া ১৩। বর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পহলগামে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদ শিয়ালদায়। বুধবার। ছবি : রাজীব মণ্ডল

৬ জেলা পরিষদে মেন্টর নিয়োগে চর্চা

তৃণমূলে বড় রদবদলের সম্ভাবনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের পঞ্চায়েত এলাকায় যে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিতে চায়, তার আভাস মিলেছিল এবারের বাজেটে। যেখানে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে সর্বোচ্চ ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তারপর এবার রাজ্যের ৬টি জেলা পরিষদে মেন্টর ও কো-মেন্টর পদে নতুন মুখ নিয়ে আসা হল। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই মেন্টর ও কো-মেন্টরদের নিয়োগ করেছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মেন্টর ও কো-মেন্টর করা হয়েছে দলের প্রবীণ নেতা দীনেন রায় ও প্রদ্যোত ঘোষকে। নদিয়ার জেলা পরিষদের মেন্টর পদে কোনও বদল না আনা হলেও কো-মেন্টর করা হয়েছে নীলিমা নাথ মল্লিককে। ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন স্বপন পাত্র এবং কো-মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল মাহাতো। বাঁকুড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক অরূপ খাঁ। দলীয় রাজনীতিতে যিনি বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর ঘোর বিরোধী বলে পরিচিত। এখানে কো-মেন্টর করা হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় মুর্মুকে। হাওড়া জেলা পরিষদের মেন্টর হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়া জেলা তৃণমূল রাজনীতিতে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়ের সঙ্গে তাঁর তীব্র বিরোধ। বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার কয়েকমাস পর রাজীব তৃণমূলে ফিরলেও হাওড়া জেলা রাজনীতিতে তাঁকে নাক গলাতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু হাওড়া জেলা পরিষদে রাজীবকে নিয়ে আসার পিছনে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার অঙ্ক কাজ করছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই পঞ্চায়েত দপ্তর এই রদবদল করেছে। কারণ, কয়েকটি জেলা পরিষদের কাজকর্ম নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। নতুন মেন্টরদের কাজে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই দলের অন্তত ১৭টি সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদে রদবদল হতে পারে। প্রত্যেক বিধায়কের কাছে তিনজনের নাম প্রস্তাব হিসেবে চেয়েছিলেন দলনেত্রী। সেইমতো ওইসব নাম ইতিমধ্যেই তৃণমূল সুপ্রিমোর কাছে পৌঁছে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, রানাঘাট, পুরুলিয়া এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এই সাংগঠনিক রদবদল হতে পারে।

লক্ষ্য বিধানসভা

রাজ্য বাজেটে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে ৪৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে

তারপরই এই নিয়োগের সিদ্ধান্ত

ঘটনাচক্রে নবনিযুক্ত মেন্টর ও কোমেন্টররা দলীয় কোনও পদে নেই

সকলেই জেলায় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর বিরোধী বলে পরিচিত

দলের গোষ্ঠী ভারসাম্য রাখতেই এই কৌশল বলে মনে করছেন অনেকেই

শুভেন্দুকে অনুমতি

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের উপদ্রুত এলাকায় পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি রাজা বসু চৌধুরীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, প্রশাসনকে আগাম জানিয়ে পরিদর্শনে যেতে পারবেন শুভেন্দু। কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা যাবে না। মিছিল, সভা বা জমায়েত করে বক্তব্য রাখা যাবে না। তাঁর সঙ্গে বিধায়ক ও নিরাপত্তারক্ষী যেতে পারবেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গেও দেখা করতে পারবেন শুভেন্দু।

মেধাতালিকায় ধর্মের উল্লেখ

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পিএইচডি কোর্সের প্রাথমিক মেধাতালিকায় ইন্টারভিউয়ের জন্য বাছাই করা পড়ুয়াদের নামের পাশে ধর্মীয় পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। হঠাৎ লিঙ্গ এবং জাতির পাশাপাশি ধর্মের উল্লেখ মেধাতালিকায় কেন থাকবে, সেই নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক এবং আর্টস বিভাগের ডিন এই বিষয়ে বুধবার রাত পর্যন্ত কোনও উত্তর দেননি। অবশ্য এই বিষয়ে সরব হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাও। তাঁরা জানিয়েছেন, মেধাতালিকায় ধর্মীয় পরিচয়ের উল্লেখ থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

মুর্শিদাবাদ সামলাতে ব্যর্থতায় অসন্তোষ

জনপ্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ঘটনার পিছনে দলের সাংগঠনিক ব্যর্থতা রয়েছে বলে আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট জমা পড়েছিল। এবার সেখানে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক ও পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে তিনি ক্ষোভপ্রকাশ করেন। রাজ্যের মন্ত্রীরা কেন এই ঘটনার আগাম আঁচ পেলেন না, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, 'জনপ্রতিনিধিরা কি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন? তাঁরা কি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না? তাহলে কেন আগে থেকে আঁচ পাওয়া যায়নি?' শুধু তাই নয়, গোলমাল শুরু হলেও দলের জনপ্রতিনিধিরা তা কেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি, তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় আগেই ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জনপ্রতিনিধিরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে গোলমাল ছড়াতে বহিরাগতরা সুবিধা পেয়েছিল বলে মনে করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। গোয়েন্দা রিপোর্টেও মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, স্থানীয় কয়েকজনকে ব্যবহার করে বহিরাগতরা এই গোলমাল পরিকল্পিতভাবে ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই সিআইডি সেই ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের চার বিধায়ক ও জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমানের বাড়ির খুব কাছেই গোলমাল হয়েছে। বহিরাগতরা স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের ওপরে চড়াও হয়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন অংশে গোলমাল পাকানোর চক্রান্ত চলছে। দলের সমস্ত মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদকে সতর্ক থাকতে হবে। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে আরও বেশি যোগাযোগ বাড়াতে হবে। যে কোনও ধরনের অশান্তি হলে তার মোকাবিলা করে এলাকায় শান্তি ফেরানোর দায়িত্ব জনপ্রতিনিধিদের।' মুর্শিদাবাদের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে বলেও মনে করছেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের একাংশ। ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারদের সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

শোকের ছায়া

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় বাঙালি পর্যটক বিতান অধিকারীর মৃত্যুতে দুর্গাপুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বিতানের জন্ম ১৯৮৫ সালে দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি রোডের স্টিল টাউনশিপে। তাঁর বাবা বীরেশ্বর অধিকারী অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে কাজ করতেন। বিতানের মৃত্যুর খবরে দুর্গাপুরের সেকেন্ডারি রোড এবং তাঁর পুরোনো প্রতিবেশীরা শোকে ভেঙে পড়েছেন।

এখনই প্রকাশ করতে হচ্ছে না ওএমআর শিট

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : কলকাতা হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তি পেল স্কুল সার্ভিস কমিশন ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এখনই ওএমআর শিট প্রকাশ করতে হচ্ছে না কমিশনকে। বুধবার বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বার রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত আদালত অবমাননা মামলা আইনি প্রশ্নে ঝুলে রইল। এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন তোলে এসএসসি ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সুপ্রিম কোর্ট কলকাতা হাইকোর্টের মূল নির্দেশ কিছু ক্ষেত্রে পরিবর্তিত করেছিল। তাই কলকাতা হাইকোর্টে আদৌ আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণযোগ্য কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। পালটা বিচারপতি বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ বেতন ফেরত নিয়ে এসএসসির কী পদক্ষেপ তা জানতে চায়। আদালত অবমাননার এই মামলার শুনানি হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত সেই আইনি প্রশ্নের নিষ্পত্তি আগে চাইছে কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী শুনানি ২৮ এপ্রিল। ওই দিন এই বিষয়ে আবেদনকারীদের বক্তব্য স্পষ্ট করতে হবে।

ওএমআর শিট প্রকাশ ও অযোগ্যদের বেতন ফেরতের ক্ষেত্রে কমিশন ও রাজ্যের পদক্ষেপ নিয়ে জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী আদালতে জানান, মামলা আদালতে গ্রাহ্য না হওয়ায় কোনও অবস্থান জানানো সম্ভব হচ্ছে না। হাইকোর্টের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টে পরিবর্তিত হলে আদালত অবমাননার মামলা শীর্ষ আদালতে হওয়া উচিত। এসএলপি গ্রহণযোগ্য না হলে তখন হাইকোর্টে আদালত অবমাননার মামলা করা যেত। এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। এসএসসির তরফে আইনজীবী একই যুক্তি

স্বস্তিতে কমিশন

জানান। তাঁর বক্তব্য, ওএমআর শিট প্রকাশের নির্দেশ অবমাননার মামলা সুপ্রিম কোর্ট শুনতে পারে। তাই এই মামলা আদালত গ্রাহ্য না হওয়ায় অবস্থান জানানোর সুযোগ নেই। তবে আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য জানান, আদালতের নির্দেশ অমান্যের প্রশ্নে সংবিধানের ২১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টকে মামলার শুনানির অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু তথ্য আদালতে তুলে ধরতে চান তিনি। শেষ পর্যন্ত ডিভিশন বেঞ্চ জানায় এই মামলায় হাইকোর্ট কীভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে তা মূল মামলাকারীদের জানাতে হবে।

অবস্থানে টেট চাকরিপ্রার্থীরাও

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সল্টলেকে চাকরিহারা শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলনে বুধবার সকাল থেকে যুক্ত হলেন ২০২২ সালে প্রাথমিক টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের অফিসের সামনে বসে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে প্রাথমিক টেট পাশ ডিএলএড-দের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ এবং ন্যূনতম ৫০ হাজার শূন্যপদে দ্রুত স্বচ্ছ নিয়োগ চাই। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে পুলিশ তাঁদের সরিয়ে দেয়।

অসুস্থ চার অনশনকারী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : মধ্যশিক্ষা পর্ষদে অবস্থানরত ৮ জন অনশনকারীর মধ্যে ৪ জনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এঁদের মধ্যে কৌশিক মণ্ডল, শ্যামসুন্দর আচার্য ও রাজশ্রী পাইনের শারীরিক পরিস্থিতি সংকটজনক। কৌশিক এনআরএস হাসপাতালে এবং অন্য দুজন বিধাননগর সেবা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাতে মৌমিতা বিশ্বাস নামে আরও একজনের রক্তে শর্করার পরিমাণ পঞ্চাশের কাছাকাছি নেমে গিয়েছে। মালদার শিক্ষাকর্মী পরিতোষ সরকার অভিযোগ করেন, 'সঠিক সময়ে পদক্ষেপ করলে কৌশিককে হাসপাতালে ভর্তি করতে হত না।'

পিছোল সভাপতি নির্বাচন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : কাশ্মীর কাণ্ডের জেরে আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়ল রাজ্য বিজেপি সভাপতি নির্বাচন। দলের সাংগঠনিক নির্বাচন শুরু হয়েছে অনেকদিনই। কিন্তু এখনও কয়েকটি জেলা সভাপতি নির্বাচন বাকি। তবুও রাজ্য সভাপতি নির্বাচনে কোনও বাধা ছিল না। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের পরবর্তী সর্বভারতীয় সভাপতি কে হবেন তা নিয়ে চর্চার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের একাধিক রাজ্যে সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি আলোচনায় রেখেছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বার্তাও পৌঁছেছিল যে, আগামী একপক্ষকালের মধ্যেই এর ফয়সালা হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎই কাশ্মীরে জঙ্গিদের গণহত্যায় তাল কাটল। আপাতত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সংক্রান্ত ভাবনা থমকেই গিয়েছে। দিল্লি থেকে এই বার্তা বুধবার বঙ্গ বিজেপি শিবিরে এসে পৌঁছেছে। রাজ্য দলের এক প্রবীণ শীর্ষনেতা বলেন, 'কাশ্মীরে যা ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তারপর তো এই

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার জের

নিয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্য কোনও আলোচনার অবকাশই নেই। খোঁজ নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বরং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অন্যতম একজন জানিয়েছেন, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সভাপতি নির্বাচন নিয়ে কোনও কথাই বলা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সৌদি সফর কাটছাঁট করে কাশ্মীরের ঘটনার জন্য দেশে ফিরেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কাশ্মীরে ছুটে গিয়েছেন। ব্যস্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডা সহ বিজেপির শীর্ষনেতৃত্ব এখন কাশ্মীর নিয়েই চর্চার মধ্যে রয়েছেন। অন্য কিছু নিয়ে কথা বলার মতো সময়-সুযোগ তাঁদের কোথায়?'

এদিন দলের এক অভিজ্ঞ প্রবীণ শীর্ষনেতাও জানালেন, তাঁর ধারণা, রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি আপাতত আবার পিছিয়েই গেল। বহুদিন এই নিয়ে বিজেপি শিবিরে চর্চা হচ্ছে। একটা কিছু এবার হবে আশা ছিল সবারই। দিল্লি থেকে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আভাসও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ কাশ্মীরের ঘটনায় দলের এই সাংগঠনিক রদবদলের বিষয়টি আপাতত স্থগিতই রইল বলেই খবর।

বিত্ত মন্ত্রালয়
MINISTRY OF FINANCE

ত্রৈমাসিক রিটার্ন
মাসিক পেমেন্ট (কিউআইএমপি)

অর্থনৈতিক বছর চলাকালীন ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সামগ্রিক বার্ষিক টার্নওভার থাকা ক্ষুদ্র করদাতাদের ব্যবসা করার সহজতার দিকে একটি পদক্ষেপ ২০২৪-২৫ সালের জন্য।

যোগ্যতা সম্পন্ন করদাতাগণ যাঁরা কিউআরএমপি পরিকল্পনাটি পেতে চান তারা জিএসটি পোর্টালে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করুন। (www.gst.gov.in)-এ

করদাতা ইন্টারফেসে লগ ইন করুন

সার্ভিসে যান> রিটার্ন> ত্রৈমাসিক রিটার্ন বিকল্পে মনোনীত হন

যে করদাতারা ইতিমধ্যেই কিউআরএমপি স্কিম ব্যবহার করেছেন তাঁদের পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজনীয়তা নেই

সুবিধা

- জিএসটি বিবৃতি/পুনরর্পণ জিএসটিআর-১ এবং জিএসটিআর-৩বি ফর্ম-এ তিন মাসে একবার নথীভুক্তিকরণ করুন
- খুব সহজে এই পরিকল্পনাটিতে নির্বাচিত এবং অনির্বাচিত হন
- সহজবশ্য ইনভয়েস ফার্নিসিং ফেসিলিটি (আইএফএফ)-এর সুবিধা উপভোগ করুন
- একটি ত্রৈমাসিকের প্রথম দুই মাসে সংশোধিত যোগ পদ্ধতি (পূর্বে পূরণ করা চালান) অথবা স্ব-মূল্যায়ন পদ্ধতিতে (আইটিসি সামঞ্জস্য করার পর প্রকৃত কর) সুবিধা অনুসারে মাসিক কর প্রদান করুন
- আইটিসি-এর স্ব-মূল্যায়ন এবং কর প্রতি তিন মাসে একবার প্রদান করুন

আর্থিক বছর ২০২৫-২৬ সাল অনুসারে কিউআরএমপি পরিকল্পনাটিতে মনোনীত হওয়ার শেষ তারিখ

৩০ শে এপ্রিল, ২০২৫

যোগ্যতাসম্পন্ন নিবন্ধীত ব্যক্তিবর্গ পূর্বের তিন মাসের প্রথম মাসের শেষ দিন থেকে যে কোনও তিন মাসের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত মনোনীত হতে পারবেন।

জিএসটি রিটার্ন ফাইলিং দ্রুত, সহজ এবং সরলীকৃত

আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য, বিজ্ঞপ্তি নং ৮১ থেকে ৮৫/২০২০- কেন্দ্রীয় কর এবং বিজ্ঞপ্তি নং ১৪৩/১৩/২০২০ জিএসটি ১০.১১.২০২০ তে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিগুলি অনুসরণ করার আবেদন করা হচ্ছে

কিউআরএমপি পরিকল্পনাটি সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে স্ক্যান করুন

CBC 15502/13/0003/2526

কেন্দ্রীয় অপ্রত্যক্ষ কর এবং নীতি বোর্ড
@cbicindia @cbic_india @cbicindia @CBICINDIA CBIC India

৩৫ বছরে প্রথমবার একসঙ্গে শামিল গোটা কাশ্মীর

প্রতিবাদে বনধের ডাক, স্তব্ধ শ্রীনগর

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : বন্ধ দোকান-বাজার। খোলেনি কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ঝাঁপ বন্ধ। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা হাতেগোনা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষজনকে বাড়ির বাইরে আসতে দেখা যায়নি। তবে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে যেসব জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে সেখানে ভিড় নজর কেড়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের একাংশকে মোমবাতি মিছিলে শামিল হতে দেখা গিয়েছে। কাশ্মীরের পহলগামে বেনজির জঙ্গি হামলায় ২৭ জন পর্যটকের মৃত্যুর পরের দিনে উপত্যকার ছবিটা এমনই। বস্তুত ৩৫ বছর বাদে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে ডাকা বনধে শামিল হল গোটা কাশ্মীর।

বনধের ডাক দিয়েছিল কাশ্মীরের কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির যৌথমঞ্চ মুতাহিদা মজলিস উলেমা। মঞ্চের তরফে হুররিয়াত কনফারেন্সের চেয়ারম্যান মিরওয়াইজ উমর ফারুক মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'মুতাহিদা মজলিস উলেমা নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছে। আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের কাছে আগামীকাল বনধ পালনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে এই জঘন্য অপরাধের বিরোধিতা করার আবেদন জানাচ্ছি।' আলাদা করে বনধের ডাক দিয়েছিল দুই বণিক সংগঠন কাশ্মীর চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং কাশ্মীর ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স ফেডারেশন। জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আবেদন জানিয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীরের বেসরকারি স্কুলগুলির সংগঠন পিএসএজেকে।

শাসক ন্যাশনাল কনফারেন্স থেকে বিরোধী পিডিপি, পিপলস কনফারেন্স, আপনি পার্টি... অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এদিনের বনধকে সমর্থন জানায়। সেই পথে হেঁটেছে নাগরিক সংগঠনগুলিও। ফলে উপত্যকার সব জেলায় সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়েছে। পহলগামে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার পর্যটকদের ওপর হামলা চালানোর সময় জঙ্গিদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন টাট্টুঘোড়ার চালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ। ঝাঁপিয়ে পড়ে এক জঙ্গির হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা। গোটা কাশ্মীরে ছায়া ফেলেছে আদিলের মৃত্যু। সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে মৃত তরুণের পরিবার।

পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন আদিলের বৃদ্ধ বাবা হায়দর শাহ। তিনি বলেন, 'এর জন্য যারাই দায়ী হোক না কেন তাদের পরিণতি যেন ভয়ংকর হয়।' শ্রীনগরের হোটেল ব্যবসায়ী ইকবাল ট্রাম্বুর কথায়, 'এটা ট্র্যাজেডি নয়, এটা রুখে দাঁড়ানোর ডাক। পর্যটকদের ওপর আক্রমণ নজিরবিহীন। একে কখনোই সমর্থন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই এই হিংসার নিন্দা করতে হবে। কাশ্মীরিরা যে সন্ত্রাসবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে সেটা বোঝানোর সময় হয়েছে।' অতীতে কার্ফিউ, সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষ, নানা বিক্ষোভ-আন্দোলনের কারণে দিনের পর দিন অচল থেকেছে কাশ্মীরের স্বাভাবিক জনজীবন। কিন্তু জঙ্গি হামলার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনগুলির একযোগে বনধ পালন জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির প্রতি উপত্যকাবাসীর বার্তা বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। নিরীহ পর্যটকদের খুন করে কাশ্মীরি জঙ্গিবাদ নিজেই নিজের কবর খুঁড়ল কি না সেটা ভবিষ্যৎ বলবে।

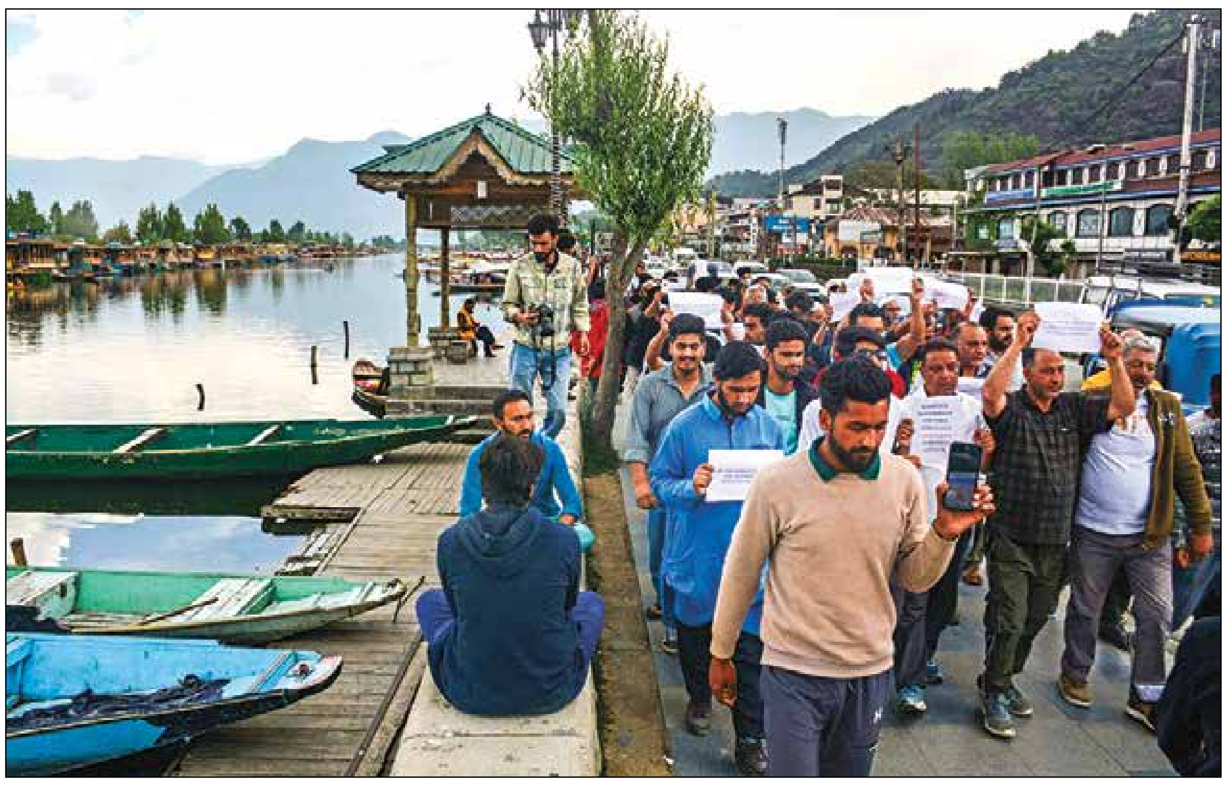
পর্যটকদের ওপর জঙ্গিদের আক্রমণের প্রতিবাদে শ্রীনগরে রাজপথে নামলেন কাশ্মীরিরা। বুধবার ডাল লেকের সামনে।

বুমেরাং হতে পারে জঙ্গিদের নয়া ছক

পোশাকে বডি-ক্যাম, বেছে বেছে খুন

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : দক্ষিণ কাশ্মীরের পহলগাম। সেখানকার পাইনঘেরা বৈসরণ উপত্যকার আরেক নাম 'ভারতের মিনি সুইৎজারল্যান্ড'। শীতে তুষারপাতের পর স্কি-এর সুযোগ এখানকার বাড়তি আকর্ষণ। নিসর্গ প্রকৃতির এই এলাকায় সারা বছর পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকে। নিরিবিলি বৈসরণে সেনা-পুলিশের গতিবিধিও কিছুটা কম। মঙ্গলবার সেই একটুকরো সুইৎজারল্যান্ডকে পর্যটকদের রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছে জঙ্গিরা।

জম্মু ও কাশ্মীরে পর্যটক, তীর্থযাত্রীদের সফট টার্গেটে পরিণত করা সন্ত্রাসবাদীদের পুরোনো কৌশল। কিন্তু এবার যে কায়দায় বৈসরণে হামলা চালানো হয়েছে, তার সঙ্গে অতীতের কোনও নাশকতার ঘটনা খাপ খায় না। মঙ্গলবার জঙ্গিদের পোশাকে বডি ক্যামেরা ও হেলমেটে ছিল হেড ক্যামেরা। সেখানে আততায়ীদের যাবতীয় নৃশংসতা রেকর্ড করা হয়েছে। খুন করার আগে পর্যটকদের নাম ও ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই বার্তা দেওয়া যে কাশ্মীরি জঙ্গিরা শুধু ভারত নয়, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এর মধ্য দিয়ে কাশ্মীরি-অকাশ্মীরি, স্থানীয়-বহিরাগত এবং সাম্প্রদায়িক বিভাজনের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছে জঙ্গিরা।

একইসঙ্গে কাশ্মীরের অন্দরে যদি সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা হয়, তার শাস্তিও যে চরম হবে সেটা বোঝানোর চেষ্টায় খামতি রাখেনি আততায়ীর দল। স্থানীয় ঘোড়াচালক সৈয়দ আদিল হুসেন শাহ জঙ্গিদের একজনের অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জঙ্গিদের তথাকথিত 'আদর্শবাদ' বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সব মিলিয়ে কাশ্মীরে সন্ত্রাস যে নতুন পথে পা ফেলার চেষ্টা করছে, সে ব্যাপারে একমত পোড়খাওয়া গোয়েন্দারা।

তাঁদের মতে, হামলা চালানোর সময় ক্যামেরার ব্যবহার থেকে স্পষ্ট যে জঙ্গিদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই দায়িত্ব তারা কতটা পালন করতে পেরেছে সেটা প্রভুদের জানানোর দায় রয়েছে তাদের। এইসব ভিডিও ফুটেজ ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহ জোগাতে এবং ভারতে উত্তেজনা ছড়াতে কাজে লাগানো হতে পারে। এছাড়া সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর কাশ্মীরের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ আরও পোক্ত হয়েছে। উপত্যকার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পর্যটকদের গতিবিধি বেড়েছে। যার সূত্র ধরে কাশ্মীরিদের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ব্যক্তিগত সখ্য তৈরি হচ্ছে। অর্থনীতি সচল হওয়ায় উপত্যকায় ভারতবিরোধী জিগির তোলা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছে। পর্যটকদের খুন করে সেই ধারায় ছেদ টানার চেষ্টা চলেছে।

জঙ্গিদের কৌশল যে বুমেরাং হতে চলেছে, ঘটনার কয়েকঘণ্টার মধ্যে সেটা বোঝা গিয়েছে। পহলগামে হামলার প্রতিবাদে কাশ্মীরের জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে।

বেরিয়েছে মোমবাতি মিছিল। বুধবার বনধে অচল হয়ে গিয়েছিল গোটা উপত্যকা। জম্মুর গণ্ডি ছাড়িয়ে 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ', 'ট্যুরিস্ট হামারা জান হ্যায়', 'উই আর ইন্ডিয়ান' লেখা পোস্টারে ছেয়ে গিয়েছে কাশ্মীর। হোটেল ব্যবসায়ী আসিফ বুরজার কথায়, 'যা ঘটেছে তা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এটা পর্যটন বা আর্থিক বিষয় নয়। আমাদের মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে।' জঙ্গিদের শাস্তির দাবিতে সুর চড়িয়েছে কাশ্মীর। শেষ কবে এমন ছবি দেখা গিয়েছে মনে পড়ছে না।

শোকস্তব্ধ বলিউড

পহলগামে ঘটা বিশ্বাসঘাতকতা তথা অমানবিক হিংসার ঘটনায় দুঃখ এবং ক্ষোভপ্রকাশের ভাষা নেই। এইরকম সময়ে শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যেতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য প্রার্থনা করছি। মৃতদের পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই

– শাহরুখ খান

পহলগামের ঘটনা নিন্দনীয়। পর্যটকরা সেখানে ছুটি কাটাতে, মধুচন্দ্রিমা করতে, পরিবারের সঙ্গে আনন্দ করতে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। এতজন নিরীহ মানুষের জীবনে এমন ঝড় কখনও কাম্য ছিল না

– প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

যাই ঘটুক না কেন, যত মূল্য দিতে হোক না কেন, যে প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, পহলগামের সন্ত্রাসীদের পালাতে দেওয়া যাবে না। গণহত্যাকারীদের নিজেদের জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হবে

– জাভেদ আখতার

পহলগামে উপস্থিত বুদ্ধিতে প্রাণ বাঁচল বাঙালি অধ্যাপকের

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : স্ত্রী মধুমিতা ও একমাত্র ছেলেকে নিয়ে কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিলেন অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক দেবাশিস ভট্টাচার্য। কিন্তু ভূ-স্বর্গে পা রাখা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা ভট্টাচার্য পরিবারের হয়েছে তা চিরকাল তাঁদের মনে থাকবে। পহলগামে জঙ্গিদের বন্দুকের মুখোমুখি হওয়ার পরেও বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছেন দেবাশিস। নাম ও ধর্মীয় পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পর্যটকদের খুন করছিল জঙ্গিরা। বাঙালি অধ্যাপকের দিকেও বন্দুক তাক করেছিল এক জঙ্গি। কিন্তু গুলি চালানোর আগেই বারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহম্মাদুর রসুলুল্লাহ' বলতে থাকেন দেবাশিস। তা শুনে থমকে যায় সেই জঙ্গি। তারপর সেখান থেকে চলে যায়। বরাতজোরে বেঁচে যান দেবাশিস।

তিনি জানিয়েছেন, শ্রীনগর থেকে পহলগামে গিয়েছিলেন তাঁরা। মোবাইলে ছবি তুলছিলেন। আচমকা গুলির শব্দ শুনতে পান। এক শালওয়ালা তাঁদের বলেন ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বনকর্মীরা বাঁদরদের ভয় দেখাতে অনেক সময় গুলি ছোড়েন। তবে খানিক পরেই সত্যিটা বোঝা যায়। এক এক করে পর্যটকদের গুলি করে মারতে থাকে জঙ্গিরা। স্ত্রী-ছেলেকে নিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করেন দেবাশিস। অধ্যাপক জানান, আর একজন তাঁদের সঙ্গে লুকোনোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই লোকটিকে গুলি করে মারে জঙ্গিরা। তাঁর রক্তের ছিটে গিয়ে পড়ে দেবাশিসের গায়ে। এরপর তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে এক জঙ্গি। তখনই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...' বলতে থাকেন তিনি। দেবাশিস বলেন, 'আমি ভালো করে বলতে পারছিলাম না। তাও বিড়বিড় করছিলাম। বন্দুকধারী আমার শব্দগুলো শুনতে চাইছিল। কয়েক সেকেন্ড পরেই ও চলে গেল।'

নিন্দা পাক-চিনের, পাশে থাকার বার্তা ট্রাম্প, পুতিনের

নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা করার পাশাপাশি ওই ঘটনায় পাকিস্তানের কোনও হাত নেই বলে সাফ জানিয়ে দিল ইসলামাবাদ। যদিও ভারত তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'পহলগাম সন্ত্রাসবাদী হামলার সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা কোনওপ্রকার সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করি না। স্থানীয়দের কোনওভাবেই নিশানা করা উচিত নয় জঙ্গিদের। এই ব্যাপারে আমাদের কোনও দ্বিধা নেই।' মোদি সরকারের কারণেই নাগাল্যান্ড থেকে কাশ্মীর, মণিপুরে অশান্তি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, 'নাগাল্যান্ড, মণিপুর, কাশ্মীর এবং ছত্তিশগড় সহ বহু রাজ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চলছে। সরকার যেহেতু শোষণ করছে, তাই হামলা ভারতের ঘরের অশান্তি।'

তবে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে পহলগামে হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, 'ভারতের তরফে বেআইনিভাবে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় হামলায় যেভাবে পর্যটকরা মারা গিয়েছেন তাতে আমরা উদ্বিগ্ন। নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

তবে পাকিস্তান যাই বলুক, পহলগামের ঘটনায় ভারত আন্তর্জাতিক সমর্থন পেয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভারতে জঙ্গি হামলার ঘটনা আমাকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং সহমর্মিতা রয়েছে।' রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, 'পহলগামের এই নৃশংস অপরাধের নিন্দা করার কোনও ভাষা নেই। বহু নিরীহ মানুষ এই জঙ্গি হামলার শিকার।' ইজরায়েলের তরফেও ভারতের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূত শু ফেইহং‌ও জঙ্গি হামলার নিন্দা করেছেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেন, 'ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলা ভয়াবহ। অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। আমরা ভারতের পাশে আছি। আক্রান্তদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা রয়েছে।' ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়াও।

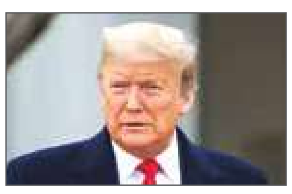

> ভারতে জঙ্গি হামলার ঘটনা আমাকে বিব্রত করেছে। আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ভারতের পাশে আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভারতের জনগণের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন এবং সহমর্মিতা রয়েছে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসের নিন্দা বিরোধীদের

শা-রাহুল কথা, কেন্দ্রকে দুষল তৃণমূল

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : পহলগামের বৈসরণে পর্যটকদের ওপর নারকীয় সন্ত্রাসের ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'পহলগাম হামলা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর কাপুরুষোচিত আঘাত। কংগ্রেস এই হামলার তীব্র নিন্দা করছে। এটা ভারত রাষ্ট্রের ওপর সরাসরি হামলা। আমাদের উচিত এই হামলার মোক্ষম জবাব দেওয়া। সরকারকে আর্জি জানাচ্ছি, আপনারা সমস্ত শক্তি দিয়ে জঙ্গিদের খুঁজে বের করুন। সন্ত্রাসবাদের শিকড় সমূলে উপড়ে ফেলতে কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে সমন্বয় এবং সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' সহমতের ভিত্তিতে সন্ত্রাসবাদকে চ্যালেঞ্জ জানাতে সরকারকে একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার বার্তাও দিয়েছেন খাড়গে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাকে ফোন করে পহলগাম পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। পরে তিনি সমাজমাধ্যমে জানিয়েছেন, 'পহলগামের ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবার ন্যায়বিচার চান।'

এদিকে হামলার সমালোচনা করলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এক ভিডিওবার্তায় বলেন, 'কোটি কোটি টাকার প্রতিরক্ষা বাজেট হয়। অথচ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারছে না কেন্দ্র। কোথায় গেল ইনটেলিজেন্স? কোথায় গেল নিরাপত্তা?'

সিপিএমের পলিটব্যুরোর তরফে বলা হয়েছে, যারা হামলা চালিয়েছে তারা দেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষের শত্রু। জনবহুল পর্যটন স্থানে সুরক্ষার ঘাটতি সহ সমস্ত দিক তদন্ত করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। সিপিআইয়ের ন্যাশনাল এগজিকিউটিভের তরফেও জঙ্গি হামলার নিন্দা করা হয়েছে। বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের নিশানা করার যে অভিযোগ উঠেছে তার জবাবে গর্জে উঠেছেন মুসলিম রাজনীতিকরাও। বিজেপির সংখ্যালঘু নেতা মুক্তার আব্বাস নাকভি বলেন, 'যারা ইসলামকে ঢাল করে মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে, তারা ধর্ম ও মানবতা উভয়েরই শত্রু।' আসাদউদ্দিন ওয়াইসি বলেন, 'ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করে নির্বিচারে হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।' পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, 'এই হামলা পর্যটকদের ওপর নয়, আমাদের ওপরও হয়েছে। আমাদের কাশ্মীরিয়ত পরিচয়ের ওপর হামলা হয়েছে।'

শ্রীনগরে লালচকের সামনে মানুষের সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর মেহবুবা মুফতি।

> পহলগাম হামলা দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতার ওপর কাপুরুষোচিত আঘাত। কংগ্রেস এই হামলার তীব্র নিন্দা করছে।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

> এই হামলা পর্যটকদের ওপর নয়, আমাদের ওপরও হয়েছে। আমাদের কাশ্মীরিয়ত পরিচয়ের ওপর হামলা হয়েছে।
>
> **মেহবুবা মুফতি**

৬.৩ শতাংশ বৃদ্ধির পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাংকের

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৩ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিল বিশ্ব ব্যাংক। এর আগে তাদের পূর্বাভাস ছিল ৬.৭ শতাংশ বৃদ্ধির।

বিশ্ব ব্যাংক সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০২৪-২৫-এর তুলনায় বৃদ্ধির হার শ্লথ হবে চলতি অর্থবর্ষে। বেসরকারি বিনিয়োগে মন্থর গতি, সরকারি খরচ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বৃদ্ধির হার কমবে। সুদের হার কমানো এবং লাল ফিতের ফাঁস আলগা হওয়ার ইতিবাচক প্রভাব পড়লেও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অস্থিরতা বৃদ্ধির হারকে ধাক্কা দেবে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রেও বৃদ্ধির পূর্বাভাস ছাঁটাই করেছে বিশ্ব ব্যাংক। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারও চলতি অর্থবর্ষে বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

দিল্লিজুড়ে সতর্কতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : কাশ্মীরের পহলগামে মঙ্গলবারের ভয়াবহ জঙ্গি হামলার ঘটনায় দেশজুড়ে আতঙ্ক আর শোকের ছায়া। দিল্লি, মুম্বই, অমৃতসর ও জয়পুর সহ দেশের একাধিক বড় শহরে জারি হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্কতা। ইন্ডিয়া গেট, লালকেল্লা, অক্ষরধাম, হাউজ খাস, কনট প্লেসের মতো পর্যটনকেন্দ্র ও জনবহুল এলাকায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। সীমান্ত চেকপোস্টে চলছে তল্লাশি। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল ও স্যাট কমান্ডোদের মোতায়েন করা হয়েছে বিভিন্ন 'হাই রিস্ক' অঞ্চলে। প্রত্যেক জোনাল আধিকারিককে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে গোটা দেশেই। জঙ্গিরা ধর্মের ভিত্তিতে নিরীহ পর্যটকদের হত্যা করেছে, এই তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়তেই জম্মু সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। যার ছায়া এসে পড়েছে দিল্লিতে সিএএ-র আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত শাহিনবাগ, জামিয়া নগরেও। রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ সেখানে। সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন এলাকার মানুষ। জনমুখর এই এলাকা রাতারাতি থমথমে হয়ে গিয়েছে।

'মাটিতে না পড়া অবধি গুলি চালা'

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত হয়েছেন বেঙ্গালুরুর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ভরত ভূষণ (৪১)।

বেঙ্গালুরুর ম্যাটিকেরে অঞ্চলের বাসিন্দা এই তরুণ স্ত্রী সুজাতা ও তিন বছরের পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গত ১৮ এপ্রিল ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন 'মিনি সুইৎজারল্যান্ড' পহলগামে। ২৩ এপ্রিল সকালে তাঁদের বেঙ্গালুরু ফেরার কথা ছিল। মঙ্গলবার স্ত্রী ও শিশুসন্তানের চোখের সামনেই গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় ভরতকে।

নিহতের শাশুড়ি বিমলা জানিয়েছেন, 'ওরা (জঙ্গিরা) ওদের আধার কার্ড দেখতে চায়। তারপর প্রশ্ন করে, 'তোমরা হিন্দু না মুসলিম?' ভরত জানায়, তারা হিন্দু। তখন ওদের বাঁচতে দেওয়া হয়নি। ওদের বাচ্চাকে মাটিতে নামাতে বলে, তারপর আমার জামাইকে গুলি করে। মাথায় গুলি করে মারে। প্রায় তিন মিনিট ধরে গুলি চালায়, যতক্ষণ না সে মারা যায়। মেয়ে আমাকে বলেছে, একজন নাকি বলছিল, মাটিতে না পড়া পর্যন্ত গুলি চালা।'

নিহতের শাশুড়ি জানিয়েছেন, 'জঙ্গিরা নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি কি হিন্দু? তারপরই গুলি চালায়। আমার জামাইকে মাথায় গুলি করে মেরে ফেলে ওরা। মেয়েকে ও ওর ছেলেকে কিছু করেনি। আমার মেয়ে ডাক্তার, সে বুঝতে পারে ওর স্বামী আর নেই। তারপর মোবাইল আর পার্স নিয়ে পালায়।'

তিনি আরও বলেন, 'আমার মেয়ে তখন ফোন করে জানায় ঘটনাটা। সকাল ১০টা ৩০-এ ওদের ফ্লাইট ছিল। এখন তারা ফিরছে একটা দেহ নিয়ে।'

নিহত ভরতের এক পড়শি জানান, 'আমরা তো শুনেছিলাম, কাশ্মীর এখন পুরোপুরি শান্ত। ওরাও তো তা-ই জানত, তাই বেড়াতে গিয়েছিল। এমনটা যে হতে পারে বিশ্বাসই হচ্ছে না!'

মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে স্বামীকে হারালেন হিমাংশী

পহলগাম, ২৩ এপ্রিল : বিয়ে হয়েছিল ১৬ এপ্রিল। আর ২২ এপ্রিল সব শেষ।

বুধবার স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নববিবাহিতা স্ত্রী। চোখে শূন্যতা। কিছু পরেই নিস্তব্ধতা ভেঙে কফিনবন্দি দেহ আঁকড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন তরুণী। বলতে লাগলেন, 'তুমি ভালো থেকো। তুমি আমাদের গর্ব।' তারপর বাঁধ ভাঙে কান্নার। চিৎকার করে অঝোরে কাঁদছিলেন হিমাংশী। সপ্তাহখানেক আগে তাঁর বিয়ে হয়েছিল নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়ের সঙ্গে। মধুচন্দ্রিমায় তাঁরা গিয়েছিলেন কাশ্মীর।

মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহলগামে সস্ত্রীক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন নৌসেনার ওই লেফটেন্যান্ট। ভেলপুরি খাচ্ছিলেন দু'জনে মিলে। হঠাৎ তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় জঙ্গিরা। হিমাংশীর কথায়, 'আমাদের সামনে এসেই ওরা বলল, ওকে (বিনয়) দেখে মুসলমান মনে হয় না। গুলি কর।' গুলি চলে। সদ্যবিবাহিতার সামনে গুলি খেয়ে লুটিয়ে পড়েন স্বামী।

বৈসরণে জঙ্গি হামলার পরই সেই ছবি সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। দেখা যায়, মৃত তরুণের দেহ আগলে বসে রয়েছেন এক তরুণী। পাশে পড়ে একটা ব্যাগ। পুরো ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতবাক। পরে জানা যায়, ওই তরুণ নৌসেনার লেফটেন্যান্ট বিনয়। হরিয়ানার বাসিন্দা বর্তমানে কর্মরত ছিলেন কোচিতে। মধুচন্দ্রিমার জন্য ইউরোপকেই বেছে নিয়েছিলেন বিনয়-হিমাংশী। কিন্তু ভিসা পাননি। শেষমেশ ভূস্বর্গ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ভূস্বর্গ যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে, তা কে জানত!

স্বামীকে হারিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর সামনেও কান্নায় ভেঙে পড়লেন হিমাংশী।

বুধবার দিল্লি বিমানবন্দরে বিনয়ের কফিনবন্দি দেহ আসে। স্বামীর কফিনবন্দি দেহের সামনে অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে হিমাংশী বলতে থাকেন, 'প্রার্থনা করি, তোমার আত্মা যেন শান্তি পায়...।' নিজেকে খানিক সামলে নিয়ে আরও বলেন, 'ওর মতো হাসিখুশি মানুষ খুব কম দেখেছি। যেখানে থাকত মাতিয়ে রাখত সবাইকে। আমরা সকলে ওর জন্য গর্বিত...।'

স্কুলে নয়া ভোজনকক্ষ

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য আলাদা করে কোনও ঘর ছিল না। ক্লাসরুমে বসেই খেতে হত পড়ুয়াদের। ফলে শ্রেণিকক্ষ নোংরা হয়ে যেত। তাই স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ার জন্য আলাদা একটি ঘরের দাবি উঠছিল দীর্ঘদিন ধরে। অবশেষে সেই দাবি পূরণ হল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে বুধবার ২ নম্বর ওয়ার্ডে গান্ধি শ্রমিক হিন্দি বিদ্যালয়ে নবনির্মিত ভোজনকক্ষের উদ্বোধন করা হল।

উদ্বোধনের পর এদিনই নতুন ঘরে বসে খাবার খেল পড়ুয়ারা। সকলের চোখেমুখে খুশি লক্ষ করা গেল। স্কুলের প্রধান শিক্ষক পঙ্কজকুমার সিং বলেন, 'এতদিন ক্লাসরুমে বসে খেতে হত পড়ুয়াদের। এতে অসুবিধে যেমন হত, তেমনি নোংরা হত ঘর। এবার আলাদা একটা ঘর হওয়ায় সমস্যা মিটিল। বাচ্চারাও খুব খুশি।'

এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গার্গী চট্টোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে। এই স্কুলের পাশাপাশি এদিন পুরনিগমের তরফে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ হিন্দি প্রাইমারি স্কুলে রান্নাঘর এবং ভোজনকক্ষের উদ্বোধন করা হয়।

দুর্ঘটনা রোধে স্পিডব্রেকার

ইসলামপুর, ২৩ এপ্রিল : বেপরোয়া বাইকের দৌরাত্ম্য কমাতে ও দুর্ঘটনা রুখতে ইসলামপুর শহরের বিভিন্ন ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে কয়েকদিন ধরে স্পিডব্রেকার বসানো হচ্ছে। বুধবার বাস টার্মিনাসের পিছনে, আদালত সংলগ্ন ইসলামপুর গার্লস স্কুলের পাশের রাস্তা সহ একাধিক জায়গায় ফাইবারের স্পিডব্রেকার বসানো হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে বহুদিন ধরে স্পিডব্রেকারের দাবি জানাচ্ছিলেন শহরবাসী। তাঁদের দাবি, শহরজুড়ে বেপরোয়া বাইকের দৌরাত্ম্য কমাতে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ করা উচিত।

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদে হাসমি চকে কুশপুতুল পোড়াচ্ছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল। -সূত্রধর

সর্বত্র প্রতিবাদ

শিলিগুড়ি ব্যুরো

২৩ এপ্রিল : কাশ্মীরে জঙ্গি হামলায় গোটা দেশের মতো শিলিগুড়িতেও গর্জে উঠল জনতা। মশাল মিছিল, মোমবাতি জ্বালিয়ে মৌনমিছিলে পা মেলালেন শহরবাসী। জঙ্গিদের কুশপুতুল পোড়ানো হল। বুধবার দুপুর থেকে রাত শহরের বিভিন্ন প্রান্তে জঙ্গি হামলার প্রতিবাদ জানালেন শহরবাসী।

বুধবার দুপুরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে একটি মিছিল করা হয়। ওই মিছিলের পরে ভেনাস মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। পাশাপাশি জঙ্গিদের কুশপুতুল দাহ করে প্রতিবাদ জানানো হয়। দীর্ঘক্ষণ ভেনাস মোড়ে চলে ওই প্রতিবাদ কর্মসূচি। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়ারা এদিন জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

বিকেলে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ কালো ফেট্টি বেঁধে প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল করে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে পদক্ষেপের দাবি তোলা হয়েছে। এদিন শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের পক্ষ থেকে মশাল মিছিল করে জঙ্গিদের কুশপুতুল দাহ করা হয়। সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির ডাকে অপরাধীদের কঠিন শাস্তির দাবিতে বিধান রোডে গোষ্ঠ পাল মূর্তির সামনে থেকে মিছিল করা হয়। মিছিলটি বিধান রোড, হিলকার্ট রোড ঘুরে অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। ওই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। পাশাপাশি সিপিএম ৪ নম্বর

কাশ্মীরে জঙ্গি হামলা

এরিয়া কমিটির পক্ষে হিলকার্ট রোডে মিছিল করে উড়ালপুলের সামনে পথ অবরোধ করা হয়। মাড়োয়ারি যুব সমাজের পক্ষ থেকেও এদিন একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। অন্যদিকে, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শহরের হিলকার্ট রোডে মোমবাতি মিছিল করা হয়। মিছিল থেকে অপরাধীদের কঠিন শাস্তির দাবি করেছেন কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা। এদিনের মিছিলে মাটিগাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক শংকর মালাকার উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা গৌতমের

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়টি বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটের প্রচারে গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল। ভবন নির্মাণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার আদালতে যান গৌতম। সেখানে তৃণমূলপন্থী আইনজীবীদের সমর্থনে প্রচার করেন মেয়র। প্রচার শেষে গৌতম বলেন, 'আদালতের নয়া ভবন তৈরির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁকে আগেই চিঠি দিয়েছিলাম। বাকি সিদ্ধান্ত সরকার নেবে।'

বাজেয়াপ্ত ট্রাক

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বালি-পাথর নিয়ে যাওয়ায় সময় বাজেয়াপ্ত করা হল ৬টি ট্রাক। প্রধাননগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন ভোরে ওই ট্রাকগুলো নজরে আসে। তবে ট্রাক থামানোর পর সুযোগ বুঝে সব ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়। কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ট্রাকগুলি বাজেয়াপ্ত করে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আগাম ব্যবস্থায় স্বস্তি

স্বাভাবিক পানীয় জল সরবরাহ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বুধবার সকাল থেকে শহরের ১০টি ওয়ার্ডে পানীয় জল মিলবে না বলে আগাম জানিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। জলকষ্ট হবে ধরে নিয়ে ট্যাংকার এবং পাউচ প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু সব আশঙ্কা উড়িয়ে এদিন পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক ছিল ১০টি ওয়ার্ডে। সকালে স্ট্যান্ডপোস্টে যেমন জল এসেছে, তেমনই বিকেলে জল পেয়েছেন শহরবাসী।

রথখোলা মাঠের কাছে পুরনিগমের পানীয় জলের ট্যাংকার।

এদিন বহু এলাকায় পানীয় জলের ট্যাংকার পাঠিয়েছিল পুরনিগম। রথখোলা মাঠ, ফুলেশ্বরী, ডাবগ্রাম, কলেজপাড়া, হাকিমপাড়া সহ একাধিক এলাকায় ট্যাংকার ঘুরতে দেখা যায়। পরিষেবা স্বাভাবিক থাকায় ট্যাংকারগুলির সেভাবে প্রয়োজন পড়েনি। পরে মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'মঙ্গলবার রাত থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করে পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। সাধারণ মানুষ স্ট্যান্ডপোস্টে জল পেয়েছেন।'

ঝংকার পাম্পিং স্টেশনে জরুরি ভিত্তিতে কাজের জন্যে শহরের ১০টি ওয়ার্ডে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ রাখা হবে। এমনটাই আগাম ঘোষণা ছিল পুরনিগমের। মাইকিং করার পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়। আগেভাগেই কাউন্সিলারের অফিস এবং বরো অফিসে জলের পাউচ পৌঁছে দেওয়া হয়। সকালে কয়েকটি জায়গায় ট্যাংকারে জল নিতে দেখা যায় বাসিন্দাদের।

এদিন দুপুরের মধ্যেই কাজ শেষ করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। বিকেলের মধ্যে রিজার্ভারে জল তুলে আর পাঁচ দিনের মতোই এদিন বিকেলেও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হয়। তা সত্ত্বেও সমস্যা এড়াতে বিকেলেও কিছু এলাকায় জলের ট্যাংকার রাখা হয়েছিল।

বিকেলে রথখোলা মাঠের কাছে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে জল পাওয়া গিয়েছে। তবুও ট্যাংকার থেকে জল নিতে দেখা যায় সুবিমল সাহাকে। সরবরাহ স্বাভাবিক থাকলেও কেন ট্যাংকার থেকে জল নিলেন? সুবিমলের বক্তব্য, 'স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে অনেকে জল নিচ্ছেন। শুধু শুধু ভিড় বাড়িয়ে কী লাভ? ট্যাংকার থেকে জল নেওয়ার লোক নেই।' তাঁর মতো হাতেগোনা কয়েকজনই ভিড় এড়াতে ট্যাংকার থেকে জল ভরেছেন।

বাড়িতে চুরিতে গ্রেপ্তার তিন

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : গত ১৫ এপ্রিল পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়িতে চুরি হয়। নগদ টাকা, গয়না চুরি যায়। থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই তদন্তে নামে পুলিশ। অবশেষে মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনটাই দাবি এনজেপি থানার পুলিশের।

ফুলবাড়ি থেকে মহম্মদ রফিকুল ও মহম্মদ সমীরকে প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই রাতে এনজেপির রাজাহাওলি এলাকা থেকে মহম্মদ সাদ্দামকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। চুরি যাওয়া সামগ্রী এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। টাকা এবং গয়না উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন উর্দিধারীরা। নানা জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : মিলনপল্লি সরকারি আবাসন সংলগ্ন একটি চায়ের দোকানে সন্ধ্যার পর থেকেই চলত অশালীন কার্যকলাপ। এই অভিযোগে স্থানীয় মহিলারা বুধবার ওই দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ঝামেলার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আটক করা হয় ওই দোকানের মালিককে।

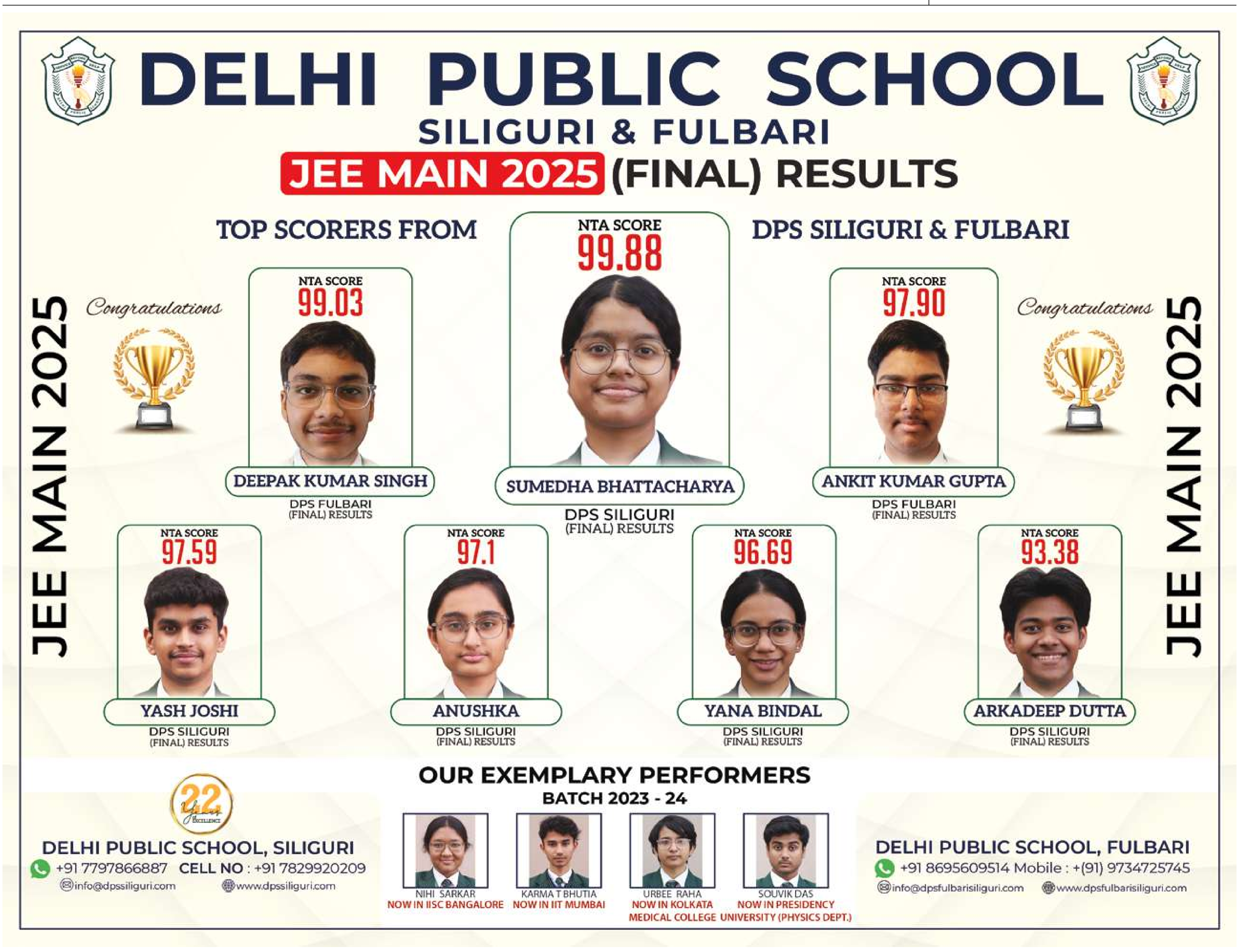

রক্তাক্ত ভূস্বর্গ

বৈসরণ ভ্যালিতে সার্চ অপারেশন শেষে। বুধবার পহলগামের কাছে। - এএফপি

কলমা পড়তে না পারায় খুন

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : পহলগামের বৈসরণ উপত্যকার নিসর্গ শোভা দেখতে এসে মঙ্গলবার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। সেখানে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা আচমকাই হামলা চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলাকারীরা ধর্ম জানার পর টার্গেট করে গুলি চালায়। নিহত ২৬ জন পর্যটকের মধ্যে ছিলেন কানপুরের শুভম দ্বিবেদী ও পুনের ব্যবসায়ী সন্তোষ জাগদালে।

শুভম (২৮) তাঁর স্ত্রী সহ পরিবারের নয় সদস্যকে নিয়ে এক সপ্তাহের ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সোনমার্গ ও গুলমার্গ ঘুরে পহলগামে পৌঁছোনোর পর মঙ্গলবার দুপুরে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে উপত্যকায় ইতিউতি ঘুরতে বের হন। তখন কি তাঁরা জানতেন, এটাই তাঁদের একসঙ্গে শেষ বেড়ানো!

শুভমের ভাই জানিয়েছেন, 'ভাইয়া ও ভাবি মিলে ম্যাগি খাচ্ছিলেন। তখনই ইউনিফর্ম পরা দুই ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা কি মুসলিম? হ্যাঁ হলে কলমা পড়ো।' উত্তর দিতে না পারায় শুভমকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে তারা। তাঁর স্ত্রীর উদ্দেশে হামলাকারীরা বলে, 'সরকারকে গিয়ে বোলো আমরা কী করেছি।'

শুভমের বাবা সঞ্জয় দ্বিবেদী বলেন, 'বিয়ের মাত্র দু'মাস পর ওরা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছিল। বউমা ওদের বলেছিল, 'ওকে যখন মারলে, আমাকেও মারো'। কিন্তু জঙ্গিরা বলে, 'তোকে বাঁচিয়ে রাখছি যাতে তুই গিয়ে আমাদের বার্তা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারিস।'

অন্যদিকে পুনের ব্যবসায়ী সন্তোষ জাগদালেকে একই কৌশলে হত্যা করা হয়। প্রাণ বাঁচাতে পরিবারের সকলকে নিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন একটি তাঁবুতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। তাঁর মেয়ে আশাবরী জানিয়েছেন, 'ওরা বাবাকে গালি দিতে দিতে ডেকে আনে, বলে তু বাহার আ... কলমা পড়। না পড়তে পারায় মাথা, কানে ও পিঠে তিনটে গুলি

পহলগামে গুলিবিদ্ধ

করে মেরে ফেলে বাবাকে।' তিনি আরও বলেন, 'জঙ্গিরা বলছিল মোদিকে সমর্থন করায় এই শাস্তি, আর এও বলছিল, তারা নিরীহ নারী ও শিশুকে মারে না।'

আশাবরী, তাঁর মা ও অন্য এক আত্মীয়াকে রেহাই দেয় হামলাকারীরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ও নিরাপত্তা বাহিনী এসে তাঁদের উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন স্থানীয় গাইড ওয়াহিদ। তিনি জানান, অনেক মৃতদেহ তিনি পড়ে থাকতে দেখেছেন। অন্য এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'ওরা স্পষ্টভাবে শুধু পুরুষদের মারছিল, মহিলাদের ছেড়ে দিচ্ছিল।'

ফৌজি পোশাক দেখেই কান্না মা ও শিশুর

শ্রীনগর, ২৩ এপ্রিল : চোখের সামনে সবে গণহত্যা দেখেছেন তাঁরা। জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতে দেখেছেন একান্ত প্রিয়জনকে। চোখেমুখে আতঙ্ক নিয়েই পহলগামের বৈসরণ উপত্যকা ছেড়ে বেরিয়ে এসে পাথরের স্তূপে বসে পড়েছেন প্রাণে বাঁচা পর্যটকরা। ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীও। স্বজনহারানো পর্যটকদের তাঁরা জল ও খাবার দিয়ে সাহায্য করেন।

আচমকাই চিলচিৎকার করে ওঠে একটি শিশু। কেঁদে ওঠেন তার মা-ও। হাতজোড় করে জওয়ানদের দিকে তাকিয়ে মহিলা শিশুর প্রাণভিক্ষা চান জওয়ানদের কাছে। তাঁকে বলতে শোনা যায় 'প্লিজ আমার বাচ্চাটাকে মেরো না। আমাকে মারো। ওকে ছেড়ে দাও।' তার জবাবে এক জওয়ান চিৎকার করে অভয় দিয়ে বলতে থাকেন, 'ভয় পাবেন না। আমরা ভারতীয় সেনা। আপনাদের নিরাপদে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। কোনও ভয় নেই।...'

কী ব্যাপার! আসলে ফৌজি পোশাক দেখেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন মা ও নাবালক। কিছুক্ষণ আগেই তো তাঁরা দেখেছিলেন ওই একই ধরনের পোশাক পরে ঠান্ডা মাথায় গণহত্যা চালাতে। তাই জওয়ানদের পরনের জলপাই উর্দিটাই তাঁদের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, সেনাবাহিনী যখন মৃত্যু উপত্যকায় পৌঁছোয়, তখন কিছু আহত ও আতঙ্কিত পর্যটক সাহায্য চাইছিলেন, আবার কেউ কেউ কাঁদছিলেন প্রাণভয়ে।

সবার মধ্যে আতঙ্ক এতটাই গভীর ছিল যে, সেনা সদস্যদের দেখে এক মহিলা কেঁদে ফেলেন ও হাতজোড় করে বলেন, 'আমার ছেলেকে কিছু করবেন না, প্লিজ।' জওয়ানদের একজন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'আমরা ভারতীয় সেনা। আমরা আপনাদের সুরক্ষা দিতে এসেছি।' ভিডিওতে দেখা যায়, মহিলার শিশু সন্তানও কান্নায় ভেঙে পড়ে 'পাপা, পাপা!' বলে চিৎকার করে উঠছে।

অসহায় উত্তরের শিক্ষকরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : 'বিএড পাশ করে অঙ্কের শিক্ষক হয়েও রাস্তায় শুয়ে আছি', ছলছল চোখ নিয়ে বললেন দক্ষিণ দিনাজপুরের দানগ্রাম ঈশ্বরচন্দ্র হাইস্কুলের চাকরিহারা শিক্ষক সুখদেব মণ্ডল। সল্টলেকের করুণাময়ীতে আচার্য সদনের সামনে তপ্ত রোদে পিচের রাস্তায় পা ফেলা দায়। সেই রাস্তার ওপরেই খবরের কাগজ পেতে শুয়ে রয়েছেন সুখদেব। সঙ্গে তাঁর আরও পাঁচ সহকর্মী। তাঁরাও চাকরি হারিয়েছেন। সোমবার থেকেই দু-চোখে আশা নিয়ে এসএসসি ভবনের বাইরে তাঁরা অবস্থানরত।

একটু এগোতেই দেখা গেল, ফোনে পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন একজন। কোনও কাগজের ওপর নয়, তিনি বসে রয়েছেন পিচের রাস্তাতেই। ঢকঢক করে কিছুটা জল খেয়ে জলপাইগুড়ির 'ময়নাগুড়ি হাইস্কুল'-এর শিক্ষক প্রসেনজিৎ ঘোষ বললেন, 'জলপাইগুড়ি ডিআই অফিসের সামনে তিনবছরের ছেলেকে নিয়ে বিক্ষোভ করেছিলাম। ডিআই অফিসে তালাও ঝুলিয়েছিলাম। ফল হয়নি কিছুই। তাই কলকাতায় চলে এসেছি।' ২০ লক্ষ টাকার ব্যাংক ঋণ রয়েছে তাঁর। হুগলিতে নিজের বাড়ি করেছেন। প্রসেনজিৎ বলেন, 'কখনও যদি জানতাম চাকরি চলে যাবে, কোনওদিনও লোন নিতাম না। ৩১ ডিসেম্বর অবধি বেতন হবে জানি। কিন্তু তারপর ইএমআই দেব কী করে?'

পাশেই বসেছিলেন কোচবিহারের প্রেমেরডাঙা দেওয়ান বর্মন হাইস্কুল-এর শিক্ষক শরিফুল ইসলাম। ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে একবার বলুন না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা না হলে আমরা বিক্ষোভ থেকে উঠব না।'

> **ফল হয়নি কিছুই**
>
> জলপাইগুড়ি ডিআই অফিসের সামনে তিনবছরের ছেলেকে নিয়ে বিক্ষোভ করেছিলাম। ডিআই অফিসে তালাও ঝুলিয়েছিলাম। ফল হয়নি কিছুই। তাই কলকাতায় চলে এসেছি।
>
> **প্রসেনজিৎ ঘোষ**, শিক্ষক, ময়নাগুড়ি হাইস্কুল

আচার্য সদনের সামনে আগের দিনের তুলনায় এদিন ভিড় কিছুটা হালকা হওয়ায় আন্দোলনরতদের চোখেমুখে ছিল হতাশার ছাপ। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের চিন্তা চোখেমুখে স্পষ্ট। চড়া রোদে খোলা আকাশের নীচে আচার্য সদনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটছে তাঁদের। দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে সোমবার ট্রেনে কলকাতায় এসেছেন সুকুমার সোরেন।

তিনি বলেন, 'আমার স্কুল মালদায়। এখানে এসেছি শুধুমাত্র চাকরির কোনও স্থায়ী সমাধানের আশায়। মাথার ওপর পরিবারের চাপ। স্কুল থেকে এখনও কোনও ফোন আসেনি। এদিকে এসএসসি থেকে আমাদের কোনও স্পষ্ট বার্তাও দিচ্ছে না। কলকাতার গরমে প্রায় ঝলসে যাচ্ছি। তবুও মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।'

মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : সমাজকর্মী মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করল দিল্লির একটি আদালত। পাশাপাশি ১ লক্ষ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মুখ মেধার।

২৩ বছর আগে মেধার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। সেইসময়ে তিনি গুজরাটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পরিচালনা করতেন। একবছর আগেই সেই মামলায় মেধাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। সাজা হয়েছিল ৬ মাস কারাদণ্ডের। যদিও ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে মেধাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। বুধবার বন্ড জমা দেওয়ার জন্য মামলাটি আদালতে ওঠে। আদালতে মেধা হাজির না হওয়ায় আদালত অবমাননার অভিযোগে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। টিভি চ্যানেলে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানিকর বিবৃতি দেওয়ার অভিযোগ মেধা পাটকরের বিরুদ্ধে এনেছিলেন সাক্সেনা।

বারলার স্ত্রী প্রয়াত

নাগরাকাটা, ২৩ এপ্রিল : বুধবার দুপুরে প্রয়াত হলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জন বারলার স্ত্রী মহিমা বারলা। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। মহিমা দীর্ঘদিন ধরে নয়াদিল্লির এইমসে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিডনির অসুখে ভুগছিলেন তিনি। কিডনি প্রতিস্থাপনও করা হয়েছিল। এইমসে ডায়ালিসিস চলছিল মহিমার। মাঝে অস্ত্রোপচারও করা হয়। ফের কিডনি প্রতিস্থাপনের কথা ছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্ত্রী বিয়োগের পরে শোকার্ত জন বলেন, 'আমার জীবনে মহিমার অবদান এবং আত্মত্যাগ কোনওদিন ভোলার নয়।' বৃহস্পতিবার মহিমার মরদেহ বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানে শেষকৃত্যের জন্য আনা হবে। বারলা দম্পতির এক পুত্র বর্তমান। মহিমার প্রয়াণের পর শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের নেতারাও।

নিন্দায় মিছিল

কিশনগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে অশান্তি এবং পহলগামে জঙ্গি হামলায় পর্যটকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের সদস্যরা মিছিল বের করলেন কিশনগঞ্জে। শহরের মাতৃমন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে ওই মিছিল রুইধাসা ময়দানে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী সংঘ পরিবারের সদস্যরা পশ্চিমবঙ্গ এবং কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি জানান। এই দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে ই-মেল পাঠানো হয়েছে।

সপরিবারে।। *তাজমহলে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও তাঁর পরিবার। বুধবার আগ্রায়। - পিটিআই*

৬০০ কোটি টাকারও বেশি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : স্কুল সার্ভিস কমিশন বা এসএসসির দুর্নীতিতে ৫৬.৫০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করল ইডি। বুধবার বিবৃতি জারি করে এই বিষয়ে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এসএসসির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি-র দুর্নীতিতে প্রসন্নকুমার রায়ের এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে জমি, বাণিজ্যিক স্থান, ফ্ল্যাট, ভিলা রয়েছে। সম্প্রতি ২০১৬ সালে প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্ট। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী চাকরি বাতিল হয়। অযোগ্য অর্থাৎ তালিকাভুক্ত নয়, এমন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মীদের অবৈধভাবে নিয়োগ এবং যোগ্যদের বঞ্চিত করার অভিযোগে সিবিআই দুটি এফআইআর দায়ের করে। তার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ইডি। তদন্তকারী সংস্থার তরফে বিবৃতিতে এও জানানো হয়েছে, প্রাথমিক ও এসএসসির দুর্নীতি মিলিয়ে মোট ৬০৯.৯ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। তদন্ত এখনও চলছে।

এর আগে এসএসসির গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির নিয়োগ দুর্নীতিতে ১৬৩.৬৬ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করে ইডি। মিডলম্যান প্রসন্নকুমার রায় ও এজেন্ট চন্দন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের থেকে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসএসসির সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত একটি মামলায় এর আগে ২৩৮.৭৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ইডি। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত আরও একটি মামলায় ইতিমধ্যেই ১৫১ কোটি টাকার সম্পত্তি ইডি বাজেয়াপ্ত করে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৬০০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

উদ্ধার ৬ নাবালক

কিশনগঞ্জ, ২৩ এপ্রিল : কাজের লোভ দেখিয়ে ছয় নাবালককে ভিনরাজ্যে পাচারের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল রেল পুলিশের তৎপরতায়। মঙ্গলবার রাতে কিশনগঞ্জ স্টেশনে ওই নাবালকদের উদ্ধার করে আরপিএফ। যাদের বয়স বারো থেকে চোদ্দোর মধ্যে। তারা কিশনগঞ্জ ও আরারিয়া জেলার বাসিন্দা। বুধবার আরপিএফ ইনস্পেকটর ঋদেশকুমার শর্মা বলেন, 'একটি পাচারচক্র নাবালকদের কাজের লোভ দেখিয়ে বেঙ্গালুরু নিয়ে যাচ্ছিল। দু'নম্বর প্ল্যাটফর্মে তাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখে আমাদের সন্দেহ হয় এবং এক অফিসার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেন। যে এদের নিয়ে যাচ্ছিল, সে পুলিশ দেখে পালিয়ে গিয়েছে।' ওই ছয় নাবালককে তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেন জেলা চাইল্ড লাইনের সুপারভাইজার মহম্মদ আবদুল কৈমুর।

আতঙ্কের পরিবেশ

প্রথম পাতার পর

প্রতিবছর মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পর্যটনের ভরা মরশুম কাশ্মীর উপত্যকা। পর্যটকরা যাতে অসুবিধায় না পড়েন সেজন্য ট্যাক্সি ইউনিয়ন এদিন ফ্রি সার্ভিসের ব্যবস্থা করেছিল। ফ্রি সার্ভিস না হলেও অটোচালকরাও এদিন পর্যটকদের কথা মাথায় রেখেই রাস্তায় ছিলেন। বনধে শ্রীনগরের ব্যস্ততম লালচকও ছিল শুনসান। এদিন বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ যাত্রীদের অপেক্ষায় লালচক ঘড়ি মোড়ে বসে থাকা দুই অটোচালক রামবাগের বাসিন্দা নাসির খান এবং জাহাঙ্গির চকের বেলাল দারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পহলগামের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলতেই দুজনের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া, 'সত্যনাস হো গয়া'। ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে থাকায় কী হয়েছে তা সঠিকভাবে বলতে না পারলেও বেলাল দারের কথায়, 'শুনেছি যেখানে জঙ্গি হামলা হয়েছে সেখানে সেনাবাহিনীর কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। রয়েছে মিলিটারি ক্যাম্প। তা সত্ত্বেও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল তা তারাই বলতে পারবে। তবে আমাদের জীবিকার যে সমস্যা তৈরি হল তা স্বাভাবিক হতে যে কত সময় লাগবে কে জানে।'

নাসির খানের পাঁচ সদস্যের সংসার চলে অটো চালিয়ে। নাসির খানের কথায়, অটো পরিষেবা পর্যটকদের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। প্রতিদিন গড়ে তিন হাজার টাকা আয় হয় অথচ বুধবার বিকেল পর্যন্ত আয় হয়েছে মাত্র ৩০০ টাকা।

শ্রীনগরের অন্যতম ব্যস্ত বাজার গনিখান মার্কেট। শুধুমাত্র খাবারের দোকান এবং ওষুধের দোকান ছাড়া কয়েকশো দোকানের শাটার এদিন নামানো ছিল।

দুপুর দুটো নাগাদ রাস্তার ওপরেই ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত কিছু কিশোর। রাস্তার পাশে নিজের খুচরো ওষুধের দোকান খুলে ক্রেতার অপেক্ষায় খুরশিদ ওয়ানি। ২০ বছরের ওপর ওষুধের ব্যবসা খুরশিদের। খুরশিদ বলেন, 'কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ এই অশান্তি চায় না। তা সত্ত্বেও বারবার অশান্ত হয় এই উপত্যকা। যার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকে, এর উত্তর আমরা চাই।'

এদিনের বনধ নিয়ে শ্রীনগরের বাসিন্দা তরুণ আদিল ইমতিয়াজ বলেন, 'আমরা জানি প্যালেস্তাইনের ওপর হামলার ঘটনার প্রতীকী প্রতিবাদ করে যেমন কোনও ফল হয় না, ঠিক এই ঘটনারও কোনও ফল হবে বলে আমি মনে করি না।'

তবুও ধর্না এসএসসিতে

প্রথম পাতার পর

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনজন মহিলা কর্মীকেও যেতে দেওয়া হয়েছে।

তবে কমিশনের আরও কয়েকজন কর্মী দপ্তরে ঘেরাও হয়েই আছেন। তালিকা দেখে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ধর্না চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষকদের একাংশ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চাকরির শর্তে তাঁদের আপত্তি। সেই সমস্যার সমাধান না হলে তাঁরা স্কুলে যাবেন না বলে জানিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের সুখদেব মণ্ডল বলেন, 'প্রায় চোরের মতো বেরিয়ে গেলেন চেয়ারম্যান। তবে আমরা ছেড়ে কথা বলব না।' আন্দোলনকারীদের দাবি, যোগ্য-অযোগ্য, উভয় তালিকাই প্রকাশ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, সেই তালিকা প্রকাশ এখন সম্ভব নয়। শিক্ষকরা তাই আবার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। তাছাড়া ২২ লক্ষ ওএমআর শিট প্রকাশের দাবিও আছে। চেয়ারম্যানকে ঘেরাওমুক্ত করার সাফাই দিয়ে মেহবুব বলেন, 'আজ আমাদেরই মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। সেখানে চেয়ারম্যান উপস্থিত না থাকতে পারলে আমাদের ওপরেই দোষ পড়বে।'যে চারটি শর্তে এসএসসি চেয়ারম্যানকে মুক্তি দিয়েছেন শিক্ষকরা, সেগুলি হল ডিআই অফিসে পাঠানো যোগ্যদের তালিকা সকলের সামনে প্রকাশ, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করে 'টেন্টেড' বা 'দাগি'দের বরখাস্তের চিঠি দেওয়ার ব্যবস্থা, রিভিউ পিটিশনের জন্য রাজ্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি আন্দোলনকারীদের সামনে পেশ এবং এই শিক্ষকদের নতুন করে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা যাবে না। সোমবার এসএসসি অফিসে আটকে ছিলেন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার। প্রথম রাত কাটিয়েছেন বিস্কুট ও মিনারেল ওয়াটার খেয়ে। মঙ্গলবার নুন-চিনির জল দিয়ে প্রাতরাশ সেরেছেন। কোনও খাবার ভেতরে যেতে দেননি বিক্ষোভকারীরা। পরে অবশ্য বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার ডিসি অনীশ সরকারের অনুরোধে খাবার এবং ওষুধ যেতে দেন। চাকরিহারা শিক্ষকদের একাংশ এসএসসি'র কাছ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয়, চাকরির স্থায়িত্ব দাবি করছে। সেই নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান। মালদার ভুনা আদিবাসী হাইস্কুলের শিক্ষক সুব্রত দাস বলেন, 'আমাদের কাছে স্কুল থেকে এখনও নোটিশ আসেনি।'

প্রতিবাদী মিছিল

চোপড়া, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে পর্যটকদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সদর চোপড়ায় বুধবার রাতে মোমবাতি মিছিল বের করা হয়। স্থানীয় তরুণদের একাংশের উদ্যোগে চোপড়া থানা মাঠের সামনে থেকে মিছিল বেরিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে কালাগছ এলাকা পরিক্রমা করে ফের থানা মাঠে শেষ হয়েছে।

জবাব দিতে ঘনঘন বৈঠক

প্রথম পাতার পর

যদিও সমস্তরকম আশ্বাস সত্ত্বেও কাশ্মীর ছাড়ছেন ভীতসন্ত্রস্ত পর্যটকরা। কাশ্মীরের বিভিন্ন রাস্তায় পর্যটকদের গাড়ির ভিড়। এর জেরে যানজট তৈরি হয়েছে বিভিন্ন এলাকায়। উপত্যকায় জঙ্গি হামলা নতুন নয়। কিন্তু পর্যটকদের ওপর এমন বেপরোয়া হামলা আগে কখনও তেমনভাবে ঘটেনি।

উপত্যকা আর নিরাপদ নয় বুঝে কাশ্মীর ছাড়ছেন দেশি-বিদেশি পর্যটকরা। দিল্লি থেকে আসা পর্যটক সমীর ভরদ্বাজ বলেন, 'আমাদের পহলগামে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমরা দিল্লি ফিরে যাচ্ছি। পরে সুযোগ পেলে আসব।' যাঁদের এপ্রিলের শেষ ও মে মাসে যাওয়ার কথা, তাঁরাও বুকিং বাতিল করে হিমাচল বা অন্য কোনও পাহাড়ি পরিবেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করছেন ট্যুর অপারেটরদের। পহলগামে জঙ্গিহানায় ২৬ জনের মৃত্যুকে 'ভারত রাষ্ট্রের ওপর আঘাত' বলে মন্তব্য করেছে কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বুধবার বলেন, 'এখন রাজনৈতিক ঐক্যের সময়। গোটা জাতি যখন শোকস্তব্ধ, তখন কারও ব্যর্থতা চিহ্নিত করার চেষ্টা উচিত নয়। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের উচিত সর্বদল বৈঠক ডেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করা।'

মানুষটা আর

প্রথম পাতার পর

আমাদের হোটেলের সামনেই সাঁজোয়া গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তায় সামান্য কয়েকটা গাড়ি অবশ্য চলছে। আজকের দিনটা হোটেলে বসেই কাটিয়ে দিলাম পুরো।

তবে ওই পরিবারটা এখন কোথায়, তা নিয়ে আর কেউ মুখ খুলছে না। আমরাও খুব একটা কারও সঙ্গে কথা বলিনি। এখানকার হোটেলের লোকগুলোও যে খুব উদ্বেগে রয়েছেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কারণ ওঁরা বুঝতে পারছেন, যা অবস্থা তাতে এখনই কেউ আর কাশ্মীরমুখো হবেন না। মোটামুটি যাঁরাই বেড়াতে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই ট্যুর ক্যানসেল করে ফিরতে চাইছেন। আমরা, পর্যটকরা এখন কাশ্মীর ছাড়তে পারলে বাঁচি।

তবে এখানকার লোকজন খুব হেল্পফুল। পর্যটক হিসাবে হোটেলে কোনও অসুবিধা হয়নি আমাদের। ঘুরতে বেরিয়েও তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। আসলে পর্যটন ব্যবসাটাই তো এখানে মূল। তাই আমাদের আপ্যায়নটা ভালোই করেছে। কিন্তু এমন অবস্থা যে হবে, তা তো কেউ কল্পনা করতে পারেনি!

অনুলিখন : শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

তুষারপাত

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বুধবার বিকেলে সিকিমের ছাঙ্গুতে তুষারপাত হয়। ভারী শিলাবৃষ্টিও হয়। সকাল থেকে সূর্যের দেখা মেলেনি। কনকনে ঠান্ডা ছিল দিনভর। তবে শিলাবৃষ্টি ও তুষারপাতের ফলে পর্যটকদের কোনও সমস্যা হয়নি।

জামিন

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : টাকা চুরি করার অভিযোগে মহারাষ্ট্রের মালসিরাশে গিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে অভিযুক্তকে তোলা হলে বিচারক তার জামিন মঞ্জুর করেছেন।

১৫ তারিখ শিলিগুড়ি থানা এলাকার মিলনপল্লিতে একটি দোকানের মালিক অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। দোকানমালিক মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, মহারাষ্ট্রের ময়ূরীশ বাজিরাও কুলালকে তিনি ৪১ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন ব্যাংকে গিয়ে টাকা জমা দেওয়ার জন্য। ওই টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যায় ময়ূরীশ। তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযুক্তর সঙ্গে তার ভাই শ্রীকৃষ্ণ বাজিরাও কুলালও জড়িত ছিল। পুলিশের বিশেষ দল মহারাষ্ট্রের মালসিরাশে অভিযান চালায়। ময়ূরীশকে ২০ তারিখ গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার পুলিশ আদালতে মূল অভিযুক্তকে খোঁজা ও চুরি করা টাকা বের করার জন্য ওই ব্যক্তিকে রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন জানালেও তা খারিজ হয়ে যায়।

'না' মেয়রের

প্রথম পাতার পর

যদিও নিরাপত্তা, দূষণ ও যানজটের অজুহাতে হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে এবার মেলার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এর আগে জলপাই মোড়ে কেন মেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হিন্দি হাইস্কুলের ১৯৭৩ ব্যাচের প্রাক্তনীরা মেলার বিরোধিতা করেছেন। এদিন ওই ব্যাচের পক্ষ থেকে প্রাক্তন ছাত্র তথা ব্যবসায়ী রতন বিহানী বলেন, 'আমরা চাই না ওই মাঠে মেলা হোক। আমরা চাই স্কুলে পড়াশোনা হোক। মেয়রের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।'

'পঞ্চবাণ'

প্রথম পাতার পর

সেনাকে সতর্ক রাখা হয়েছে।

এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে ভারত আন্তর্জাতিক মহলের উদ্দেশে একটি শক্ত বার্তা দিল— সন্ত্রাসবাদকে মদতদাতা রাষ্ট্রের প্রতি কোনওরকম সহানুভূতি নয়, বরং কঠোর পদক্ষেপই হবে ভারতের নীতি।

বেদখল জমিতে বিদ্যুৎ সংযোগ

শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : 'পরের জায়গা পরের জমিন, ঘর বানাইয়া আমি রই।'

মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে জমি বেহাত হওয়ার ঘটনার শেষ নেই শিলিগুড়িতে। দখল করা জমিতে বাড়ি বানিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। জানতে পারছেন না শুধু জমির আসল মালিক। এরকম একটি ঘটনা সদ্য প্রকাশ্যে এসেছে বিদ্যুৎ দপ্তরে নালিশ জানানোর পর।

নালিশ জানিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের সুশীল দাস। ওই এলাকায় তাঁর জমিতে ইতিমধ্যে অন্য কেউ ঘর বানিয়ে ফেলেছেন। দখল করা জমিতে অন্যের নামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার অভিযোগে বুধবার তিনি গিয়েছিলেন ডাবগ্রামে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিসে। অভিযোগটি নিয়ে বিদ্যুৎকর্মীদের সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ শুরু হলে পরিস্থিতি সামলাতে যেতে হয় পুলিশকে।

সুশীলের কথায়, 'আমার জমির নকল দলিল তৈরি করেছে দালালরা। টিনের ঘর তৈরি করে থাকছে। আমরা কিছু বলতে গেলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। ধমক দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। আমরা আদালতেরও দ্বারস্থ হয়েছি। হঠাৎ এখন দেখছি, আমাদের জমি যাঁরা দখল করে আছেন, তাঁদের নামে বিদ্যুতের বিল আসছে। সেজন্য আমরা সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দেওয়ার দাবি জানাতে বিদ্যুৎ দপ্তরে আসি। কিন্তু আমাদের অভিযোগ শোনা হয়নি।'

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কোনও আধিকারিক অবশ্য মন্তব্য করেননি। যদিও সংস্থার দাবি, জমির দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্রের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সুশীলের পালটা প্রশ্ন, 'তাহলে আমার কাছে জমির আসল কাগজ কেন দেখা হল না?'

বিতর্কিত দুই ভূমি আধিকারিক বদলি

প্রথম পাতার পর

এই দুই এলাকার জমি দুর্নীতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবুও বদলায়নি এলাকার চিত্র, অভিযোগ বিরোধীদের।

এই ব্যাপারে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সমন পাঠক বলেন, 'এই সরকারের আমলে জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি তো অবশ্যই হয়েছে। জমি দুর্নীতিতে যতজন গ্রেপ্তার হয়েছে সবই তো তৃণমূলের লোকজন। সব দুর্নীতির মাথায় রয়েছে তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকার। দুর্নীতি আড়াল করার জন্য নীচুতলার আধিকারিকদের বদলি করা হচ্ছে। গোটাটাই আইওয়াশ।'

প্রায় একইভাবে শাসকদলকে একহাত নিয়েছেন জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ জয়ন্ত রায়। তিনি বলেন, 'এসব বদলি করে আসলে লোকদেখানো কাজ করছে রাজ্য সরকার। সরকারি মদতে বাজার থেকে যা টাকা তোলার এই আধিকারিকদের অনেকেই সেটা তুলে ফেলেছেন। সমস্ত দুর্নীতিতে জড়িত তৃণমূল নেতারা, নেতাদের নির্দেশে আধিকারিকরা বাধ্য হচ্ছেন এসব দুর্নীতিতে জড়াতে।'

যদিও বিরোধীদের কথায় আমল দিতে নারাজ শিলিগুড়ির মেয়র ও তৃণমূলের উত্তরবঙ্গের মুখপাত্র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'এটা সম্পূর্ণই রাজ্য সরকারের বিষয়। কে কী বলল তাতে কিছু আসে যায় না। রাজ্যের সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই গোটা বিষয়টা দেখছেন।'

গৌতম এমনটা দাবি করলেও অনেকের অভিযোগ, বিভিন্ন সময় ঘটে যাওয়া দুর্নীতিতে তৃণমূলেরই হাত রয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদা সহ বিভিন্ন শহর ও জেলাতে বহু তৃণমূল নেতার নাম জমি কাণ্ডে জড়িয়েছে বিভিন্ন সময়। ফলে শুধু আধিকারিকদের বদলিতে এই দুর্নীতি রোখা সম্ভব নয় বলেই মন্তব্য করেছে বিরোধীরা।

প্রাক্তন 'বস'-কে কড়া জবাব লোকেশের

ম্যাচ শেষে লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে দায়সারাভাবে হাত মিলিয়ে মাঠ ছাড়লেন লোকেশ রাহুল।

লখনউ, ২৩ এপ্রিল : নবাবের শহরে নবাবি মেজাজে বদলা।

গতবছর লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামেই প্রকাশ্যে তাঁকে তুলোধোনা করেছিলেন প্রাক্তন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক। তাৎক্ষণিক ঘটনায় স্তম্ভিত লোকেশ রাহুল সেদিন কিছু বলতে পারেননি। চুপচাপ শুনেছিলেন।

দল ছেড়েছেন। জার্সি বদলেছে। বদলার হিসেবটা মঙ্গলবার সুদে-আসলে মেটালেন। ব্যাট হাতে পুরোনো দল লখনউ সুপার জায়েন্টস এবং দলের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে চুপ করিয়ে দিলেন। ম্যাচ জেতানো ইনিংস (অপরাজিত ৫৭)। উপহার দিলেন দিল্লির ক্যাপিটালসের হয়ে।

লখনউয়ের ১৫৯/৬ রানের জবাবে ১৮তম ওভারের পঞ্চম বলে ছক্কা লাগিয়ে দিল্লির জয় নিশ্চিত করে দেন। একইসঙ্গে আইপিএলে দ্রুততম ব্যাটার হিসেবে ১৩০তম ম্যাচে ৫ হাজার রানের মাইলস্টোন স্পর্শ করেন। পরে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট- 'লখনউয়ে পা রাখলে সবসময় ভালো লাগে।'

ম্যাচ শেষে কড়া বার্তা প্রাক্তন 'বস' সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ও তাঁর ছেলে শাশ্বতকেও। দুজনে লোকেশের সঙ্গে সৌজন্যবশত কথা বলতে গিয়েছিলেন। কিন্তু 'শীতল' করমর্দনেই দায়সারাভাবে সৌজন্যতা সারেন লোকেশ। যথাসম্ভব দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে যান। ক্যামেরার সামনেই উসকে দেন পুরোনো বিতর্কের স্মৃতি। বুঝিয়ে দেন, সেদিনের অপমান ভোলেননি।

লোকেশ-সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে ঘিরে যখন 'করমর্দন নাটক', তখন লখনউ ডাগআউটে প্রকাশ্যেই অশান্তির মেঘ।

মেন্টর জাহির খান বনাম অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ২ বলে ০। ব্যর্থতা জারি। আউট হয়ে ডাগআউটে ফেরার ঋষভকে নিয়ে পড়েন জাহির। ঋষভ কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। যদিও সহমত হতে পারছিলেন না জাহির।

লখনউয়ের অন্দরমহলের দাবি, ঋষভের চলতি ফর্ম নিয়ে দলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মাঠের মধ্যেই ঋষভ-গোয়েঙ্কা কথাবার্তা ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। প্রশ্ন ওঠে, লোকেশের জায়গায় এবার কি ঋষভ? জাহিরের প্রতিক্রিয়া সেই সম্ভাবনা উসকে দিল।

দলের অধিনায়ক তথা ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা। অথচ, ব্যাটিং অর্ডারে ক্রমশ পিছোচ্ছেন ঋষভ। গতকাল সাত নম্বরে নামেন। ঋষভের যুক্তি, এটা দলের সমবেত পদক্ষেপ। আসলে যারা ফর্মে রয়েছে, তাদের আগে নামানো হয়েছে। অর্থাৎ, ঋষভও মেনে নিচ্ছেন তিনি ফর্মে নেই। অনেকের মতে, ২৭ কোটিতে দলে নেওয়া ঋষভ এই মুহূর্তে দলের বোঝা।

টানা ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে ২৭ কোটির ঋষভ পন্থের।

লোকেশের জবাবি ইনিংসের মাঝে লখনউ-বধের নায়ক বাংলা রনজি ট্রফি দলের সদস্য মুকেশ কুমার। চার উইকেট নিয়ে দিল্লিকে ১৫৯-এ আটকে দেন মুকেশ। দিল্লি দলে বাংলার অপর প্রতিনিধি অভিষেক পোড়েল ওপেন করতে নেমে ঝোড়ো ৫১ রানে জয়ের রাস্তা

ঋষভকে ঘিরে 'আগুন' লখনউ শিবিরে

মসৃণ করে। অভিষেকের দাবি, দিল্লি টিম ম্যানেজমেন্টের ভরসা, তাঁকে আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে। সবসময় লক্ষ্য থাকে পাওয়ার প্লে-কে যথাসম্ভব কাজে লাগানো। সেটাই করেছেন।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে মুকেশ বলেছেন, 'এই উইকেটে বোলিং করা উপভোগ করেছি। লেংথ বল দারুণ কার্যকর হয়েছে। সঙ্গে ইয়র্কার ও স্লোয়ারের মিশেল। চারের মধ্যে সেরা উইকেট মিচেল মার্শের। দলের জন্য দামিও। নিজের এই পারফরমেন্সে আমি খুশি। এটা বজায় রাখতে চাই।'

ভারতও বদলা নেবে, হুংকার গম্ভীরের

কাশ্মীর-সন্ত্রাসে স্তব্ধ শচীনরা

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : হাড়হিম করা সন্ত্রাস।

আবারও নিরীহ মানুষের রক্তে লাল ভূস্বর্গ কাশ্মীর। পহলগামের যে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর বাকি দেশের সঙ্গে ক্ষোভে ফুটছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলও। প্রাক্তন বা বর্তমান ক্রিকেটার- প্রত্যেকেই মুখর অমানবিক হত্যালীলায়।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও নিহত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বুধবারের মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচে ক্রিকেটাররা ম্যাচের আগে নীরবতা পালন করেন। কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন রোহিত শর্মা, হেনরিচ ক্লাসেন, প্যাট কামিন্সরা।

ভারতীয় দলের হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের গলায় অবশ্য বদলার হুংকার। বরাবরের ঠোঁটকাটা গম্ভীর সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, ভারতও বদলা নেবে। জুতসই জবাব দেবে এই আঘাতের। ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত কেউ রেহাই পাবে না।

শচীন তেন্ডুলকার গভীরভাবে শোকাহত। একইসঙ্গে গোটা বিশ্বকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বার্তা দেন। প্রার্থনা করেন, নিরীহ মানুষের ওপর পহলগামের সন্ত্রাসবাদী হামলায় যাঁরা পরিবারের প্রিয় মানুষকে হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য।

বিরাট কোহলি কাপুরুষোচিত ঘটনা। নিহতদের পরিবারের প্রতি হৃদয় থেকে সমবেদনা। ভগবান ওদের শান্তি ও শক্তি জোগাক। আশা করি, এই ধরনের অমানবিক ঘটনার কুচক্রীরা সঠিক শাস্তি পাবে।

যুবরাজ সিং নিরীহ ট্যুরিস্টদের আক্রমণে গভীরভাবে মর্মাহত আমি। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা। ঈশ্বর ওদের পরিবারকে শক্তি জোগাক। আসুন সবাই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক হই।

ইরফান পাঠান যতবার নিরীহ মানুষের প্রাণ যায় এভাবে, তার সঙ্গে হত্যা হয় মানবিকতা। দু'দিন আগেই পহলগামে ছিলাম। যন্ত্রণাটা তাই আরও বেশি করে অনুভব করছি।

বীরেন্দ্র শেহবাগ গোটা দেশের সঙ্গে আমিও শোকাহত। সন্ত্রাসী আক্রমণে যাঁরা পরিবারের মানুষকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতের দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা জানাই।

সুরেশ রায়না কাপুরুষোচিত ঘটনা।

লোকেশ রাহুল কাশ্মীরের আতঙ্কবাদী হামলার খবর শুনলাম। কঠিন সময়ে ঈশ্বর নিহতদের পরিবারকে শক্তি ও শান্তি জোগান।

শুভমান গিল হৃদয়বিদারক ঘটনা। নিহত ও নিহতদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি। এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই আমাদের দেশে।

জসপ্রীত বুমরাহ পহলগাম ঘটনা মানসিকভাবে আমাকেও ধাক্কা দিয়েছে। নিহত এবং তাঁদের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করি।

ট্রেনে চড়ে আজ মালদায় মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : আট বছর আগে শেষবার ট্রেনে চড়েছিলেন। ২০১৭ সালে শেষবার ট্রেনে চড়ে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে গিয়েছিলেন। ফের ট্রেনে চড়ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এবারও গন্তব্য উত্তরবঙ্গ। তবে বালুরঘাট নয়, মালদা।

আগামীকাল সকালে হাওড়া থেকে ট্রেনে (বন্দে ভারত) চড়ে মালদা যাচ্ছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার একটি অনুষ্ঠান রয়েছে কাল। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যই প্রথমবার মালদা যাচ্ছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি। সন্ধ্যার ট্রেনে চড়ে (এনজিপি থেকে হাওড়ার বন্দে ভারত) রাতেই কলকাতায় ফিরে আসবেন তিনি। আট বছর আগে শেষবার যখন ট্রেনে চড়েছিলেন মহারাজ, তাঁকে এক ঝলক দেখার জন্য হুড়োহুড়ির শেষ ছিল না শিয়ালদহ স্টেশনে। কালকের ছবিটা কেমন হয়, সেটাই দেখার। মহারাজের সঙ্গে বেশ কয়েকজন সিএবি কর্তারও মালদা যাওয়ার কথা। এদিকে, পহলগাম কাণ্ডের তীব্র সমালোচনা করেছেন সৌরভ। এমন মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারানো সাধারণ পর্যটকদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, জঙ্গিদের কাউকে যেন রেয়াত করা না হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এমন আবেদনও জানিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

INDIAN PREMIER LEAGUE আইপিএলে আজ

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
বনাম
রাজস্থান রয়্যালস

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

আজ শুরু অনুশীলন, পহলগাম কাণ্ডের নিন্দা

নাইটদের 'ইনটেন্টের' অভাব, বলছে দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। চ্যাম্পিয়ন হিসেবে অষ্টাদশ আইপিএল অভিযান শুরু করে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ক্রমাগত ব্যর্থতার দোসর হিসেবে সামনে আসছে দলের কম্বিনেশন ও অদ্ভুতুড়ে স্ট্র্যাটেজি। ব্যাটিংয়ের বেসিকে গোলমাল তো রয়েইছে। এমন পারফরমেন্সের ফল হিসেবে আপাতত ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে সাত নম্বরে রয়েছে কেকেআর। শনিবার ঘরের মাঠে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে পরের ম্যাচেও ব্যর্থতার ধারা বজায় থাকলে নাইটদের প্লে-অফ স্বপ্ন কার্যত শেষ হয়ে যাবে।

মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ৯৫ রানে অল আউটের লজ্জা ঢাকতে ম্যাচের পর তিনদিন বিশ্রাম নিয়েছিলেন আজিঙ্কা রাহানেরা। প্রায় একই ছবি শুভমান গিলদের বিরুদ্ধে ম্যাচ হারের পরও। দুইদিন বিশ্রাম। আগামীকাল বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে কেকেআরের অনুশীলন রয়েছে। একই দিনে নাইটদের পাশের নেটে দেখা যাবে শ্রেয়স আইয়ারদের। আজ রাতেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন শ্রেয়সরা। আগামীকাল বিকেলের ইডেনে পাঞ্জাবেরও অনুশীলন করার কথা। দলকে চ্যাম্পিয়ন করা অধিনায়কের বিরুদ্ধে ফের বাইশ গজের যুদ্ধে নামার আগে নাইটরা একেবারেই ছন্দে নেই। দলের ফুরফুরে মেজাজটাও উধাও। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আজ কেকেআরের তরফে পহলগাম কাণ্ডের নিন্দাও করা হয়েছে। জঙ্গিদের কড়া সাজার দাবিও তোলা হয়েছে।

তার মধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, চলতি আইপিএলে কেকেআরের ভবিষ্যৎ নিয়ে। শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচের ফল কী হবে, সময় বলবে। তার আগে শনিবারের ম্যাচে নাইটদের প্রথম একাদশে বিস্তর বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। আন্দ্রে রাসেলের বদলে রভম্যান পাওয়েলকে প্রথম একাদশে দেখার সম্ভাবনা

কেকেআর ম্যাচের জন্য কলকাতা পৌঁছে গেলেন শ্রেয়স আইয়ার।

ক্রমশ বাড়ছে। একইসঙ্গে নাইটদের ক্রিকেটে 'ইনটেন্টের' অভাব নিয়ে চলছে জোরদার আলোচনা। গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ইডেনে শেষ ম্যাচে শুভমানদের ১৯৯ রানের চ্যালেঞ্জের সামনে নাইটদের 'টেস্ট' ম্যাচের ব্যাটিং নিয়ে সমালোচনা এখনও চলছে। চেতেশ্বর পূজারা, অ্যারন ফিঞ্চদের মতো প্রাক্তনরা নাইট ব্যাটারদের, বিশেষ করে ২৩.৭৫ কোটির ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। পূজারা সরাসরি ভেঙ্কটেশকে নিয়ে বলেছেন, 'চাপের মধ্যে কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাটাররা সিঙ্গলস অনেক সময় স্কোরবোর্ড সচল রাখতে চায়। ভাবনার মধ্যে ভুল নেই। কিন্তু কুড়ির ক্রিকেটে তারপরও বড় শট খেলতে হয়। ভেঙ্কির ব্যাটিংয়ে বড় শট খেলার চেষ্টার বড্ড অভাব ছিল।'

কঠিন সময় কাটিয়ে নাইটদের ক্রিকেটে নয়া সূর্যোদয় ঘটবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে শনিবার শ্রেয়সদের বিরুদ্ধে ম্যাচ রাহানেদের জন্য নিশ্চিতভাবেই অগ্নিপরীক্ষা।

নায়ক নুনেজে মজে গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৩ এপ্রিল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ খেতাব নয়, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি লড়ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে। মরশুমের শুরুতে কোনও ফুটবলভক্ত এমন কথা বললে তাকে বদ্ধপাগল বলতে হত। কিন্তু মরশুম শেষের দিকে সিটির জন্য সেটাই বাস্তব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে ইপিএলে অ্যাস্টন ভিলাকে ২-১ গোলে হারাল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সৌজন্যে ম্যাথিয়াস নুনেজের দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ের গোল। তার আগে অবশ্য সিটিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন বার্নার্ডো সিলভা। পেনাল্টি থেকে সেই গোল শোধ করেন ভিলার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। জয়ের নায়ক নুনেজে মজে কোচ গুয়ার্দিওলা। তাঁর মন্তব্য, 'সংবাদমাধ্যমের সামনে নুনেজ গুরুগম্ভীর হলেও সাজঘরে পুরো উলটো। সারাক্ষণ হাসতে থাকে। সবাই ওকে প্রচণ্ড ভালোবাসে।' জয়ের সুবাদে ৩৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে সিটি তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে। গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র পেতে এই জয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই মুহূর্তে শান্ত থাকতে হবে। এক-একটি ম্যাচ ধরে এগোতে হবে।'

রাজস্থান-লখনউ ম্যাচে গড়াপেটা হয়নি : বোর্ড

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : ম্যাচ গড়াপেটার অভিযোগ খারিজ করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বোর্ডের এক আধিকারিক পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিল, সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখছে দুর্নীতি দমন শাখার। রাজস্থান রয়্যালস গড়াপেটা করে ইচ্ছাকৃতভাবে লখনউ সুপার জায়েন্টসের কাছে হেরেছে বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, তার কোনও ভিত্তি নেই।

গতকাল রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থার (আরসিএ) অ্যাডহক কমিটির সদস্য জয়দীপ বিহানি দাবি করেন, গড়াপেটা করছে রাজ্যের আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস। লখনউয়ের বিরুদ্ধে যেভাবে হেরেছে, তাতে গড়াপেটা পরিষ্কার। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ প্রতিপক্ষকে উপহার দেয়। যার নেপথ্যেও নাকি গড়াপেটা।

যদিও বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক যে দাবি উড়িয়ে পালটা বলেন, আরসিএ-র কোনও অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে। বদলে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সামনেই নির্বাচন। যাকে ঘিরে নানারকম নাটক চলছে। প্রত্যেকেই প্রচারে থাকার চেষ্টা করছে। গড়াপেটার অভিযোগ, তারই অঙ্গমাত্র।

ক্রিকেটমহলকে আশ্বস্ত করে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, গড়াপেটার কোনও সুযোগ নেই এই মুহূর্তে। বিসিসিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার সারাক্ষণ কড়া নজর রেখেছে। কোনওরকম উনিশ-বিশ নজরে পড়লেই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা একেবারেই সত্যি নয়।

> আরসিএ-র কোনও অস্তিত্ব নেই এই মুহূর্তে। বদলে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সামনেই নির্বাচন। যাকে ঘিরে নানারকম নাটক চলছে। প্রত্যেকেই প্রচারে থাকার চেষ্টা করছে। গড়াপেটার অভিযোগ, তারই অঙ্গমাত্র।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

রাজস্থান রয়্যালস কর্তৃপক্ষের তরফেও লিখিতভাবে বোর্ডের কাছে পালটা অভিযোগ জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কোনও প্রমাণ ছাড়াই আরসিএ-র অ্যাড হক কমিটির আহ্বায়ক (জয়দীপ বিহানি) প্রকাশ্যে এরকম মন্তব্য করেছেন বিতর্ক তৈরির জন্য। ওরা শুধু রাজস্থান রয়্যালসের নয়, রাজস্থান স্পোর্টস কাউন্সিল, বিসিসিআই এবং ক্রিকেটের অমর্যাদা করেছে।'

রাজস্থান রয়্যালস ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে আরও দাবি করা হয়েছে, আইপিএলের টিকিট কম পাওয়ার কারণেই এরকম অভিযোগ করেছেন অ্যাডহক কমিটির আহ্বায়ক। অতীতে আরসিএ-কে প্রতিটি হোম ম্যাচের ১৮০০ টিকিট দিত রাজস্থান রয়্যালস। কিন্তু চলতি বছরে আরসিএ (রাজস্থান ক্রিকেট সংস্থা) ভেঙে দেওয়ার পর টিকিটের সংখ্যা কমে ১০০০ থেকে ১২০০ হয়েছে। তা নিয়েই যত গণ্ডগোল।

টিকিট না পেয়েই অভিযোগ!

রাজস্থান রয়্যালসের দাবি, বিসিসিআইয়ের নির্দেশ মেনেই আরসিএ-কে প্রদেয় টিকিট সংখ্যা কমিয়েছে তারা। কিন্তু আরসিএ অ্যাড হক কমিটি এবং তাঁর সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি বাড়তি টিকিট দাবি করে চাপ দিচ্ছে। টিকিট বণ্টন নিয়েই রয়্যালস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। তারই প্রতিফলন ম্যাচ গড়াপেটার মতো মিথ্যা অভিযোগ।

ঘরের মাঠে প্রথম জয়ের খোঁজে বিরাটরা

বেঙ্গালুরু, ২৩ এপ্রিল : পাঁচ অ্যাওয়ে ম্যাচেই জয়।

বাইরের মাঠে এখনও অপরাজিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। যদিও ঘরের মাঠ চিন্নাস্বামীর ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। তিনটি ম্যাচ খেলে হারের হ্যাটট্রিক! আগামীকাল চলতি লিগে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের হতাশাজনক যে রেকর্ডে ইতি টানতে ফের নামছে বিরাট কোহলি, রজত পাতিদাররা।

প্রতিপক্ষ মাঠে এবং মাঠের বাইরে জেরবার রাজস্থান রয়্যালস। আট ম্যাচে মাত্র দুটি জিত। লিগ টেবিলের আট নম্বরে। শেষ চার ম্যাচেই হার। তার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে শেষ দুই ম্যাচে হারের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।

সমস্যায় জর্জরিত এহেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে প্রথম জয় পেতে মরিয়া টিম বেঙ্গালুরু। ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে (মুম্বই-হায়দরাবাদ ম্যাচের আগে) রয়েছে গার্ডেন সিটির দল। আগামীকাল জয় মানে প্লে-অফের পথে আরও একধাপ এগিয়ে যাওয়া।

পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে দাপটে জয়। তবে ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্সের পাশাপাশি বিরাট কোহলির সেলিব্রেশন আলোচনার কেন্দ্রে। জয়ের পর যেভাবে শ্রেয়স আইয়ারের দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বাস দেখান, তা নিয়ে বিতর্ক।

প্রাক্তনদের অনেকের দাবি, বিরাটের চেয়ে কম অপরাধ করে শাস্তি পাচ্ছে অন্যরা। অথচ, বিরাটের বেলায় সাত খুন মাফ! আগামীকাল শুধু রান করলেই চলবে না, দলকে জেতানোর দায়িত্ব কোহলির কাঁধে। একইসঙ্গে আবেগে, আগ্রাসনে কিছুটা নিয়ন্ত্রণও জরুরি। কিন্তু বিরাট চলেন নিজের মেজাজে। আগামীকাল কী করবেন, বলা মুশকিল।

অবাক লাগলেও আরসিবি-র মূল মাথাব্যথা ঘরের মাঠে মানিয়ে নেওয়া! হোম গ্রাউন্ড, চেনা পরিবেশ, পরিস্থিতি। অথচ, মানিয়ে নিতে ব্যর্থ ব্যাটাররা। চিন্নাস্বামীতে গত তিন ম্যাচে বিরাটদের স্কোর যথাক্রমে ১৬৯/৮, ১৬৩/৭ ও ৯৫/৯ (১৪ ওভারের ম্যাচ)।

বোলারদের হালও তথৈবচ। জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারের মতো অভিজ্ঞ বোলাররাও চিন্নাস্বামীর বাইশ গজে কোন লেংথে বোলিং ঠিক হবে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। ফলস্বরূপ ইডেন গার্ডেন্সে, চিপকের মতো প্রশ্নের মুখে চিন্নাস্বামী এবং ঘরের দলের হোম অ্যাডভান্টেজ না পাওয়া নিয়ে বিতর্ক।

বৃহস্পতিবার চতুর্থ প্রচেষ্টায় সমর্থকদের হতাশ করতে নারাজ রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন ব্রিগেড। সেক্ষেত্রে ব্যাটে-বলে ভালো শুরু জরুরি। ব্যাটিংয়ে যে দায়িত্ব ফিল সল্ট-বিরাটের। বোলিংয়ে ভরসা হ্যাজেলউড-ভুবনেশ্বরের জোশ।

রাজস্থান আবার অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনকে পাচ্ছে না। চোটের কারণে দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে খেলতে পারেননি। আগামীকালও খেলার সম্ভাবনা ক্ষীণ। রিয়ান পরাগই ফের নেতৃত্ব দেবেন। ওপেনিংয়ে ফের যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গী বছর চোদ্দোর বৈভব সূর্যবংশী। মিডল অর্ডারে শিমরন হেটমেয়ার, নীতীশ রানারা থাকলেও হতাশ করছেন। জোফ্রা আর্চার সমৃদ্ধ বোলিং ব্রিগেডের হালও তথৈবচ।

চিন্নাস্বামী যেমন আরসিবি-র ঘরের মাঠ, তেমনই রাহুল দ্রাবিড়ের ক্রিকেটীয় আঁতুরঘরও। কর্ণাটক থেকে ভারতীয় দলের উজ্জ্বল সাফারিতে

অনুশীলনের ফাঁকে ফুটবল নিয়ে মজে আরসিবি-র দেবদত্ত পাডিক্কাল।

দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন এখানে। আগামীকাল বাড়তি তাগিদ নিয়ে নামবেন। ঘরের মাঠে বিরাটদের প্রথম জয় নাকি দ্রাবিড় ব্রিগেডের জয়ে ফেরা-কী ঘটতে চলেছে, সেটাই এখন দেখার।

ট্রেবল জয়ের স্বপ্নে বিভোর বার্সা

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : আরও একটা জয়। লা লিগা খেতাবের দিকে আরও এগোল বার্সেলোনা। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে মায়োর্কাকে ১-০ গোলে হারাল তারা। ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন ড্যানি ওলমো।

মায়োর্কাকে হারানোর পর উচ্ছ্বসিত বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'দলের পারফরমেন্সে আমি খুশি। দলের প্রত্যেকে নিজেদের দায়িত্ব খুব ভালো করেই পালন করেছে। আমরা আরও গোল করতে পারতাম।'

চলতি মরশুমে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন ফ্লিকের ছেলেরা। লা লিগায় ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে থাকার পাশাপাশি কোপা ডেল রে-এর ফাইনালে উঠেছে তারা। দীর্ঘদিন পরে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ চারে খেলবে ফ্লিকের দল। তিনটি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ট্রেবল জেতার সুযোগ রয়েছে তাদের সামনে। শেষবার ২০১৫ সালে লুই এনরিকের হাত ধরে ট্রেবল জিতেছিল বার্সেলোনা।

তবে লা লিগা জেতার ক্ষেত্রে

গোলের পর উচ্ছ্বাস ওলমোর।

বার্সার মূল লড়াই দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়ালের সঙ্গে। কোপা ডেল রে ফাইনালেও ড্যানি ওলমোদের প্রতিপক্ষ সেই ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা। এই প্রসঙ্গে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'এটা কোনও আশ্চর্যের বিষয় নয়। দুটি সেরা দলের মধ্যে খেতাবের লড়াই হচ্ছে। আমি রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তিকে শ্রদ্ধা করি। উনি এই মহর্তে বিশ্বের সেরা কোচ।'

দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে ভিনিসিয়াস

মাদ্রিদ, ২৩ এপ্রিল : শোনা গিয়েছিল সৌদির এক ক্লাবের তরফে বিশাল অঙ্কের প্রস্তাব রয়েছে ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের কাছে। তবে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, সেই প্রস্তাব উপেক্ষা করে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গেই দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির পথে হাঁটছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

রিয়াল জার্সিতেই সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছেন ভিনি। একাধিকবার লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। ফিফার বর্ষসেরাও হন। তবে ২০২৭ সালে তাঁর সঙ্গে মাদ্রিদ জায়েন্টদের চুক্তি শেষ হচ্ছে। নতুন চুক্তি নিয়ে সম্প্রতি রিয়ালকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকার এজেন্ট। জানা গিয়েছে, ২০৩০ সাল পর্যন্ত ভিনিসিয়াসের সঙ্গে চুক্তি করার পথে এগোচ্ছে লস ব্লাঙ্কোস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিলেও চলতি মরশুমে এখনও দুইটি খেতাব জয়ের সুযোগ রয়েছে রিয়ালের সামনে। তার আগে ভিনির চুক্তিবৃদ্ধির খবর আত্মবিশ্বাস বাড়াবে রিয়ালের।

শুভেচ্ছা

☺ Shayan & Madhuparna (দুধমোড়) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায়- মাতঙ্গিনী ক্যাটারার, ও চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট। শিলিগুড়ি।

নীরজের আমন্ত্রণ ফেরালেন নাদিম

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল : নীরজ চোপড়া তাঁর নিজের নামে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় খেলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বন্ধু আর্শাদ নাদিমকে। প্যারিস অলিম্পিকে পাকিস্তানের হয়ে সোনা জেতা নাদিম সেই আবেদন ফেরালেন। কারণ, চলতি মাসে ২৭ তারিখ থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে শুরু হবে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত নাদিম। তাঁর মন্তব্য, 'নীরজের ক্লাসিকস প্রতিযোগিতা রয়েছে ২৪ তারিখ। কিন্তু তার আগেই আমার কোরিয়ার জন্য বেরিয়ে যাওয়ার কথা।' বেঙ্গালুরুতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারলেও নাদিম জানিয়েছেন নীরজের আমন্ত্রণে তিনি কৃতজ্ঞ।

বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে অঘটন ইন্টার কাশীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : সুপার কাপে অঘটন ঘটাল ইন্টার কাশী। প্রথম রাউন্ডের খেলায় টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে বেঙ্গালুরু এফসি-কে হারাল তারা। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১-১। ৬১ মিনিটে রায়ান উইলিয়ামসের গোলে এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু। ৮৭ মিনিটে সেই গোলশোধ করেন ইন্টার কাশীর মাতিয়া বাবোভিচ। টাইব্রেকারে বেঙ্গালুরুর আলবার্তো নগুয়েরা পেনাল্টি মিস করেন। অন্য ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-কে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল মুম্বই সিটি এফসি। জোড়া গোল লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের। স্কোরশিটে নাম তুললেন নিকোলাস ক্যারেলিস ও বিপিন সিং। কোয়ার্টারে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই।

আজ মুক্তি পাচ্ছে 'শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার মুক্তি পেতে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে নির্মিত তথ্যচিত্র 'শতবর্ষে ইস্টবেঙ্গল'। একঘণ্টা সাতাশ মিনিটের এই তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছেন প্রখ্যাত পরিচালক গৌতম ঘোষ। বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে রবীন্দ্র সদনে এই তথ্যচিত্র মুক্তি পাবে। বৃহস্পতিবার সকালে অবশ্য আগামী মরশুমের দলগঠন নিয়ে অস্কারের সঙ্গে বৈঠকে বসছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

'শুধু কাশ্মীর নয়, এটা ভারতের উপর হামলা'

ইশফাকের আশঙ্কা, পুরোনো জায়গায় ফিরে যাবে উপত্যকা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : 'একটা ঘটনা দিয়ে আমাদের কাশ্মীরিদের বিচার করবেন না।'

প্রায় আর্তনাদ শোনা যায় ইশফাক আহমেদের গলায়। আপাতত জম্মুতে বিবেকানন্দ কাপের জন্য অনূর্ধ্ব-২০ জম্মু-কাশ্মীর ছেলেদের নিয়ে কাজ করছিলেন। পহলগামের ঘটনায় স্তম্ভিত জাতীয় দলের প্রাক্তন এই ফুটবলার। বলছিলেন, 'এই একটা ঘটনায় কাশ্মীর ফের পুরোনো জায়গায় চলে গেল। এখানে আর মানুষ আসতে চাইবেন না। ফলে এখানকার মানুষের রুটি-রুজিতে টান পড়বে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে দেওয়া হল। ফলে কাশ্মীরের মানুষ দুইদিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হল। অথচ আমরা কাশ্মীরিরা এরকম না। এটা যাঁরা কাশ্মীরে এসেছেন, তাঁরা সকলেই

ইশফাক আহমেদ।

জানেন।' তাঁর ব্যাখ্যা, 'এর আগে সামরিক বাহিনীর উপর আঘাত নেমে এসেছে। কিন্তু সেটা যুদ্ধ। এখানে যেভাবে সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ হল তার জন্য কোনও

> সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। তাহলে আর ঘোড়া চালানো ওই ছেলেটা মারা যেত না। সন্ত্রাসবাদ সমূলে বিনষ্ট হোক, এটাই এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর সবাইকে একটাই কথা বলার আছে। কাশ্মীরকে শেষ করে দেওয়া হল এই ঘটনার ফলে। আর কোনও মানুষ কাশ্মীরে আসতে সাহস পাবেন?
>
> **ইশফাক আহমেদ**

নিন্দাই যথেষ্ট নয়। মুম্বইয়ের পর সবথেকে বড় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। সেই কারণেই আমি বলব, এটা শুধু কাশ্মীর নয়। সারা দেশের উপরেই আক্রমণ।'

ইশফাক দেশের হয়ে খেলেছেন। তাই তাঁর কাছে গোটা বিষয়টা যেন আরও বেদনাদায়ক। তিনি বলছিলেন, 'সন্ত্রাসবাদের কোনও ধর্ম হয় না। তাহলে আর ঘোড়া চালানো ওই ছেলেটা মারা যেত না। সন্ত্রাসবাদ সমূলে বিনষ্ট হোক, এটাই এখন আমার একমাত্র প্রার্থনা। আর সবাইকে একটাই কথা বলার আছে। কাশ্মীরকে শেষ করে দেওয়া হল এই ঘটনার ফলে। আর কোনও মানুষ কাশ্মীরে আসতে সাহস পাবেন? অথচ কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের কাছে চিরকালই অতিথি দেব ভবো। সেই জায়গাটাকেই আঘাত করা হল। ওই বেড়াতে আসা মানুষগুলোর সঙ্গে কিন্তু এই রাজ্যের মানুষগুলোকেও মেরে ফেলা হল। তাই এই সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরের নয়, এরা বাইরেরই লোক। যদি এখানকার হত তাহলে এতটা সর্বনাশ করার আগে দু'বার ভাবত।'

ইশফাকের আর এক সতীর্থ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু আপাতত ভুবনেশ্বরে। তিনিও এই ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। বলেছেন, 'মৃতরা আমার-আপনার নিজের লোক। এঁদের পাশে থাকাই এখন একমাত্র কাজ আমাদের। যারা এই ঘটনা ঘটাল, তারা শুধু আমাদের দেশ নয়, পুরো মানবজাতীর শত্রু।' এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মোহনবাগানের বর্তমান ফুটবলার সুহেল আহমেদ ভাটও। সঙ্গে এঁদের বাড়তি ভাবনা নিজের রাজ্যের মানুষদের রুটি-রুজি চলে যাওয়া।

ঈশানের আউটে বাড়ল গড়াপেটা বিতর্ক

হিটম্যান শোয়ে টানা চতুর্থ জয় মুম্বইয়ের

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ - ১৪৩/৮
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স - ১৪৬/৩
(১৫.৪ ওভারে)

হায়দরাবাদ, ২৩ এপ্রিল : পহলগামে জঙ্গি হামলায় নিহত পরিবারদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে রাজীব গান্ধি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন দুই দলের ক্রিকেটাররা। একইসঙ্গে তাঁরা হাতে পরলেন কালো আর্মব্যান্ড। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড আগেই জানিয়েছিল এদিন মাঠে থাকবেন না কোনও চিয়ারলিডার এবং বন্ধ থাকবে আতশবাজির প্রদর্শনীও।

মাঠেও এদিন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ব্যাটারদের শান্ত রেখে চলতি আইপিএলে টানা চতুর্থ জয় তুলে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তারা জিতল ৭ উইকেটে। সেই সঙ্গে ৯ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে উঠে এল মুম্বই।

ট্রেন্ট বোল্ট (২৬/৪), দীপক চাহাররা (১২/২) প্রথম ৪ ওভারে ১৩/৪ করে দিয়ে হায়দরাবাদের কোমর ভেঙে দেন। ট্রাভিস হেড ফিরলেন খাতা না খুলেই। ব্যর্থ হন ঈশান কিষান (১), নীতীশকুমার রেড্ডি (২)।

ঈশানের আউট নিয়ে অবশ্য বিতর্ক তৈরি হয়েছে। চাহারের ব্যাক অফ দ্য লেংথ বল লেগে চালাতে গিয়ে মিস করেন ঈশান। বল জমা পড়ে উইকেট কিপার রায়ান রিকেলটনের দস্তানায়। চাহার বা রিকেলটন কেউই প্রথমে আউটের আবেদন করেননি। আম্পায়ারও শুরুতে ওয়াইডের ইশারা করতে যাচ্ছিলেন। তখন ঈশান নিজেই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে যান। পরে টিভি রিপ্লে-তে দেখা যায় স্নিকোমিটারে ব্যাট-বলের কোনও সংযোগ ধরা পড়েনি। এই ঘটনার পর আইপিএলে গড়াপেটার অভিযোগ আরও জোরালো হল।

টপ অর্ডারের ব্যর্থতার দিন একা কুম্ভ হয়ে লড়াই চালান হেনরিচ ক্লাসেন (৪৪ বলে ৭১)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অভিনব মনোহর (৩৭)। যার ফলে একশোর গণ্ডি পার করে হায়দরাবাদ। শেষপর্যন্ত সানরাইজার্স থামে ১৪৩/৮ স্কোরে। ক্লাসেনকে তুলে নিয়ে টি২০ ক্রিকেটে ৩০০তম উইকেট নিলেন জসপ্রীত বুমরাহ (৩৯/১)।

বোলারদের তৈরি মঞ্চে রানতাড়ায় নেমে দাপিয়ে বেড়ালেন রোহিত শর্মা (৪৬ বলে ৭০)। গত ম্যাচে দুরন্ত অর্ধশতরানে ফর্মে ফিরেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতা এদিনও তিনি বজায় রাখলেন। যার জন্য দ্বিতীয় ওভারে রায়ান রিকেলটনকে (১১) হারালেও হিটম্যান শোয়ে কখনই সমস্যায় পড়েনি মুম্বই। আটটি চার ও তিনটি ছক্কায় চেনা মেজাজে ইনিংস গড়লেন রোহিত। গত ম্যাচের মতো এদিনও রোহিতকে সঙ্গ দিলেন সূর্যকুমার যাদব (১৯ বলে ৪০)। তাঁদের ৫৩ রানের পার্টনারশিপ মুম্বইকে জয় এনে দেয়। ২৬ বল হাতে রেখে মুম্বই ১৫.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৬ রান তুলে নেয়।

আউট হয়ে ফেরার সময় ঈশান কিষানের মাথায় হাত রেখে মশকরা হার্দিক পান্ডিয়ার (উপরে)। ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর রোহিত শর্মা।

আজ অসম লড়াই মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : হাতে পর্যাপ্ত ফুটবলার নেই। প্রথম একাদশ সাজাতেই হিমসিম খাচ্ছেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। সেখানে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সুপার কাপ খেলবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি।

নিঃসন্দেহে অসম লড়াই। তবে পরিস্থিতিটা নিজের মতো করেই মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন মেহরাজ। তিনি বলেছেন, 'মাত্র তিনদিনের প্রস্তুতিতে সুপার কাপ খেলতে নামছি আমরা। ক্লাবের বর্তমান পরিস্থিতি কারোরই অজানা নয়। এই সমস্যা মহমেডানে তো নতুন নয়। ম্যানেজমেন্ট দ্রুত এর নিষ্পত্তির চেষ্টা করছে।' নর্থইস্ট ম্যাচে প্রথম একাদশ সাজানোই চ্যালেঞ্জ তাঁর কাছে। বিশেষত, মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে রক্ষণ। বৃহস্পতিবার দুই সাইডব্যাক হিসাবে দেখা যেতে পারে ইসরাফিল দেওয়ান ও রেমসাঙ্গাকে। সেন্টারব্যাকে সামাদ আলি মল্লিকের সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন অমরজিৎ সিং কিয়াম। দলের মাঝমাঠে কারা খেলবেন তা নিয়ে অবশ্য ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে আক্রমণে মার্ক আন্দ্রে সমারবক থাকছেন, এটা একপ্রকার নিশ্চিত। রবি হাঁসদাকে পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহার করার সম্ভাবনাই বেশি।

এই মুহূর্তে দলের যা পরিস্থিতি তাতে ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করা যে কঠিন কাজ তা মানছেন মেহরাজ। তবে বলেছেন, 'ছেলেরা সুপার কাপ খেলার জন্য মুখিয়ে আছে। অনেকেই আইএসএলে সেভাবে সুযোগ পায়নি। ওরাও চেষ্টা করবে নিজেদের প্রমাণ করার।' প্রতিপক্ষকে সমীহও করছেন তিনি। বলেছেন, 'আইএসএলের অন্যতম সেরা দল নর্থইস্ট। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন। সেরা অস্ত্রদের নিয়ে মাঠে নামবে ওরা।' অন্যদিকে, নর্থইস্ট কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি মহমেডানকে হালকাভাবে না নিলেও ম্যাচটা যে সহজ হতে পারে তা মানছেন।

SUPER CUP সুপার কাপে আজ

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি
বনাম **মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব**
স্থান : ভুবনেশ্বর, **সময় :** বিকাল ৪.৩০

জামশেদপুর এফসি বনাম
হায়দরাবাদ এফসি
স্থান : ভুবনেশ্বর, **সময় :** রাত ৮টা
সম্প্রচার : জিওহটস্টার

ভুবনেশ্বর রওনা হওয়ার আগে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচের জন্য শেষ প্রস্তুতিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের রবি হাঁসদারা। বুধবার।

মহমেডান সমর্থকরা চেরনিশভের হৃদয়ে

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : ক্ষোভ এতটুকুও কমেনি। বরং কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সমর্থকরা এখনও তাঁর হৃদয়ে। তবে ম্যানেজমেন্ট ও কর্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ প্রাক্তন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিন মাস হতে চলল দেশে ফিরেছেন। এই মুহূর্তে রাশিয়া ফুটবল ফেডারেশনের স্পোর্টিং ডিরেক্টর হিসাবে কাজ করছেন। জানালেন, নতুন মরশুমে কোচিংয়ে ফিরবেন। এদিকে বৃহস্পতিবার সুপার কাপ অভিযানে নামছে মহমেডান। সাদা-কালো শিবিরের বর্তমান পরিস্থিতির কথা কানে গিয়েছে চেরনিশভের। গোটা ঘটনার জন্য ক্লাবকর্তাদের

কর্তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ

দিকেই আঙুল তুলছেন রুশ কোচ। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে তিনি বলেন, 'যাঁরা ক্ষমতাসীন তাঁরাই পরিস্থিতিটাকে সংকটজনক জায়গায় নিয়ে এসেছেন। এটুকু বলতে পারি, যা হয়েছে এবং হচ্ছে তা ঠিক নয়। মস্কো থেকে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমি আর কী-ই বা করতে পারি।'

আইএসএল শেষ হতেই নিয়ম মেনে ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেছেন অ্যালেক্সিস গোমেজ, মিরজালোল কাশিমভরা। ভারতীয় ফুটবলারদেরও অনেকেই দল ছেড়েছেন। চেরনিশভ এর মধ্যে কোনও ভুল দেখছেন না। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, 'এটা হওয়ারই ছিল। আমি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলাম। অনেক কিছু সহ্যও করেছি। এখন মনে হয় সিদ্ধান্তটা আরও আগেই নেওয়া উচিত ছিল। ভেবেছিলাম সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ফুটবলারদেরও আশ্বস্ত করেছিলাম। আমার ভাবনা ভুল ছিল।' তিনি আরও বলেছেন, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে লড়াই করার মতো জায়গায় থাকত দলটা। এখন সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগছে।' মহমেডানের প্রতি তিনি এতটাই রুষ্ট যে সুপার কাপের জন্য শুভেচ্ছাও জানালেন না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেলেন সন্তর্পণে। তবে সমর্থকদের ভালোবাসা জানাতে ভুললেন না।

ট্রফি হাতে শিলিগুড়ির দয়িতা রায়।

শিলিগুড়ি টিটি চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার রাজ্য র‌্যাংকিং শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ বুধবার শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১১ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ির দয়িতা রায়। রানার্স উত্তর ২৪ পরগনার দেবান্না আরি। পুরস্কার তুলে দেন বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার যুগ্মসচিব রজত দাস। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ির সায়ন্তনী দাসগুপ্ত ও শ্রেয়া ধর।

কলকাতায় খেলতে চান আলাদিন

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ এপ্রিল : আইএসএলে নজির ভাঙা-গড়ার নায়ক আলাদিন আজারাই। প্রথম মরশুমেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন। এক মরশুমে ২৩টি গোল করে ভেঙেছেন অতীতের সব রেকর্ড। সুপার কাপ অভিযানে নামার আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন মরক্কান গোলমেশিন।

ভারতে প্রথম মরশুম

ভারতীয় ফুটবলে প্রথম মরশুমটা অসাধারণ কাটল বললেও কম হবে। এই মরশুম আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এককথায় অবিশ্বাস্য। আইএসএলে সোনার বুট এবং সোনার বল একইসঙ্গে জেতা দারুণ অনুভূতি। এটা কঠোর পরিশ্রমের ফল। সতীর্থদের সাহায্য ছাড়া এই সাফল্য কখনও সম্ভব ছিল না।

মরশুমের প্রিয় গোল ও প্রিয় মুহূর্ত

আইএসএলে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে গোলটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের। আগেও অনেকবার ওইরকম গোল করার চেষ্টা করেছি। যে জায়গা থেকে বলটা জালে পাঠাই তা আমার জন্য বেশ কঠিনই ছিল। আর মরশুমের সেরা মুহূর্ত প্রথমটা অবশ্যই ডুরান্ড কাপ জয়। আরেকটা চেন্নাইয়ের মাঠে ওদের হারিয়ে আইএসএল প্লে-অফের ছাড়পত্র আদায় করা।

অভিধানে 'আক্ষেপ' শব্দটা নেই

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ফাইনাল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারিনি। ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা। আমি জীবনে আক্ষেপ করতে শিখিনি। ওই শব্দটা আমার অভিধানে নেই। ডুরান্ড জিতে মরশুম শুরু করেছিলাম আমরা। মরশুমের শেষ শিরোপা সুপার কাপটাও জিততে চাই। প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ মহমেডান। বিপক্ষের দুর্বলতাগুলো নিয়ে ভাবছি না। কীভাবে ম্যাচটা জিতব সেটাই মাথায় ঘুরছে।

কলকাতা ফুটবলে খেলার ইচ্ছা

এখনও আমি নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলার। তবে ভবিষ্যতে যদি কখনও সুযোগ পাই নিশ্চয় কলকাতায় খেলব। কলকাতার ক্লাবগুলোর বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের আবেগ দেখেছি। সমর্থকরাই ক্লাবগুলোর প্রাণ। এমন ক্লাবে খেলার ইচ্ছা কার না থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

আগামী মরশুম নিয়ে পরিকল্পনা

নর্থইস্টের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি হয়েছিল। তবে কথা ছিল কমপক্ষে পাঁচটা গোল করতে পারলে এবং পাঁচটা গোলে অবদান রাখলে চুক্তির মেয়াদ বাড়বে। সেখানে আমি আইএসএলে ২৩টি গোল করেছি, সাতটা অ্যাসিস্ট রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নর্থইস্ট আমাকে রাখতেই চাইবে। এর বাইরে কিছু ভাবিনি। মরশুম শেষ হলে বাকিটা ভাবব।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা গোপাল কর্মকার - কে

06.02.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97K 61418 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "সর্বসাধারণের জন্য যখন একটি সুযোগ উন্মুক্ত হয় তখন এটির সদব্যবহার সকলকে করা উচিত। ডিয়ার লটারির স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছিলাম, আমি সফল হয়েছি এবং একজন কোটিপতি হয়েছি। আমি সিকিম রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সুপার কাপে তরুণদের থেকে খেতাবের আশা শুভাশিসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৩ এপ্রিল : বাস্তব রায়ের অধীনে চলতি সুপার কাপে শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের তরুণ ব্রিগেড। পাসাং দোরজি তামাং, দীপেন্দু বিশ্বাসদের থেকে খেতাবের প্রত্যাশা রাখছেন বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু।

আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপজয়ী শুভাশিস বুধবার স্ত্রী ও শ্বশুরকে নিয়ে শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির শান্তিপ্রিয় গুহ, সুজিত সেনগুপ্ত ও গৌতম গুহ ট্রফি আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে এসেছিলেন। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ম্যাচ দেখার ফাঁকে শুভাশিস বলেছেন, 'আমি ও বাকি সিনিয়াররা গোটা মরশুম খেলেছি। তরুণদেরও গেমটাইম পাওয়া উচিত। দলে একাধিক দুরন্ত উঠতি প্রতিভা রয়েছে। ওদের থেকে খেতাবের আশা করাই যায়। সিনিয়ারদের থেকে কোনও অংশে কম নয় ওরা।' মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ, শিলিগুড়ির মোহনবাগান ফ্যান ক্লাব, শিলিগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও অন্যান্য সংস্থার তরফে শুভাশিসকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পহলগামে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে উইনার্স কোচিং ক্যাম্প-পুরনিগমের ফুটবল কোচিং সেন্টারের ম্যাচের বিরতিতে ফুটবলার, কর্মকর্তাদের সঙ্গে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন শুভাশিস।

এদিন পুরনিগমের কোচিং সেন্টার ও উইনার্সের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়। পুরনিগমের গৌরব দাস ও উইনার্সের কৃষান সরকার গোল করে। ম্যাচের সেরা অনশু রাই। বিবেকানন্দ মর্নিং সকার ও হিডেন ফুটবল অ্যাকাডেমির ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা বিবেকানন্দের প্রদীপ বর্মন।

খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিতি সারছেন শুভাশিস বসু। বুধবার।